12
Year of start : 2014
ISSN : 2347-8829

www.creatcrit.co
Index No. - 5139
PIF (I2OR) - 3.002

Creatcrit

A multidisciplinary (Arts & Humanities) and multilingual (Assamese, Bengali, English) peer-reviewed Journal published in every January and July.

Vol.-6, No.-2, July 2019

Editor
N. Pattanayak

Associate Editor
Ajit Kr. Singha

Guidelines for Contributors

Creatcrit, a multidisciplinary (Arts and Humanities), multilingual (Assamese, Bengali, English) and peer-reviewed journal, published in January and July every year, accommodates original and unpublished articles/ papers having research values.

The main text of the paper shall not be more than 3500 words, and must include an abstract within 200 words in addition to keywords. Works cited in the text and references should conform to the style as current in respective disciplines must be at the end of the text. Authors are to give a declaration that the text is original and unpublished one.

Authors must provide their name, address, e-mail address and contact number at the top right hand corner of the paper.

Each of the papers received will go through a process of blind review before the experts of the respective area and only on their recommendation the same will be accepted and published. Any suggestion for revision of article/ paper by the reviewers will be intimated to the contributor.

Article/ paper should be sent via e-mail : **creatcrit@gmail.com** and mailing address for the hard copy is **Dr. A.K. Singha,** Dept. of Bengali, ADP College, Nagaon, 782002// **Dr. Nityananda Pattanayak,** Gandhi Nagar, L.K. Road, Haiborgaon, Nagaon-782002.

Disclaimer : Views expressed in articles/ papers published in this journal are those of respective authors, not of creatcrit. Neither the Editoral Board nor the Publisher of Creatctrit is responsible for the opinions expressed by the authors. All disputes regarding the journal will be settled at the Nagaon Court (Assam).

***

Creatcrit
A peer-reviewed Journal on Arts and Humanities

ADVISORY BOARD

Prof. Achintya Biswas
Prof. Ranjit Kr. Dev Goswami
Prof. J. K. B. Rout
Prof. A. K. Talukdar
Dr. S.U. Ahmed

EDITORIAL BOARD

Editor
Dr. Nityananda Pattanayak
09435537222 (M)
Gandhinagar, Haibargaon
Nagaon : Assam, Pin- 782002
email- creatcrit@gmail.com

Associate Editor
Dr. Ajit Kumar Singha
09435061520 (M)
Head, Dept. of Bengali
ADP College, Haibargaon, Nagaon : Assam
email- creatcrit@gmail.com

EDITORIAL BOARD

Dr. Nigamananda Das, Prof., Dept. of English, Nagaland University, Kohima. **Dr. Bhagabat Nayak,** Head, Dept. of English, Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh. **Dr. Rabin Deka,** Associate Professor, Dept. of Sociology, Tezpur University, Tezpur. **Dr. Manik Kar,** Former Associate Prof., Nowgong College, Nagaon. **Dr. Sanjib Kumar Borkakoti,** Associate Prof., Dept. of Economics, ADP College, Nagaon. **Dr. Sanjay Bhattacharjee,** Dept. of Bengali, Gauhati University, Guwahati. **Dr. Sima Mohanty,** Associate Prof., Dept. of Philosophy, Rupahi College, Rupahi, Nagaon.

Publisher : Dr. N. Pattanayak ***Cover Design :*** Prasanta Kr. Gogoi

Layout : Jatin Saikia ***Printing :*** Ajanta Press, M.G. Road, Nagaon -1

Editorial Office : Creatcrit C/O- Dr. N. Pattanayak, Gandhinagar, L.K. Road, Haibargaon, Nagaon, Assam, India. Pin- 782002
E-mail Address : creatcrit@gmail.com
Website : www.creatcrit.co

তথ্যদাতা ঃ

ক) শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র মালাকার। বয়েস-৭৫ বছর। পেশা-গৃহস্থ। ঠিকানা - বসন্তপুর। পোঃ নগেন্দ্রনগর, করিমগঞ্জ।

খ) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দাস। বয়েস-৫৫ বছর। পেশা - দিনমজুর, ঠিকানা - ঘোঘরাকোণা, পোঃ দত্তগ্রাম, করিমগঞ্জ।

***

খাদিমের এই সমস্ত কার্যে গবাদিপশুর উপর থেকে 'অশুভ দৃষ্টি' অপসারিত হয়, গাভী বছর বিয়োনি হয়, হলকর্ষে বলদ সতেজ হয় বলে গৃহস্থের বিশ্বাস।

বরাকপারের লোকজীবনে সারপিন নামের একজন বাদশাহর উপস্থিতি পাওয়া যায়। 'হিন্দু সধবাদের দ্বারা পূজিত পীর— সারপিন বাদশা। করিমগঞ্জ জেলার নগেন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়ানবীন গ্রামের একটি পতিত টিলায় ফাল্গুন মাসের বৃহস্পতি, শনি বা মঙ্গলবারে সধবা মহিলারা শিশুদের আরোগ্যলাভের কামনায় সারপিন বাদশার উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করেন। পূজার আচার হাজিপীর ব্রতের অনুরূপ। উল্লেখ্য, 'সার' শব্দের অর্থ শিশুদের প্লীহা জনিত রোগ।'[৩]

অনাহারি বাদশা নামে আরেক জন বাদশার সন্ধান পাওয়া যায় বরাকের লোকজীবনে। হিন্দুরা তাঁকে বলেন অনাহারি বাবা। অনাহারির সাধনস্থলকে হিন্দুরা বলে আশ্রম, আর মুসলমানরা বলে মোকাম। 'অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই পীরের সাধনস্থল করিমগঞ্জ জেলার ঘিলাইটিকর মৌজার জনবসতিহীন গভীর জঙ্গলে।'[৪] লোকশ্রুতি আছে যে অনাহারি বাদশা বাঘের উপর চড়ে বিচরণ করতেন। অনাহারির উদ্দেশ্যে হিন্দুরা যেমন ভোগ নিবেদন করে, তেমনি সিরনি দেয় মুসলমানেরা।

যাইহোক 'বাদশাহ'-কে কেন্দ্র করে নানাবিধ লোকাচার বরাক উপত্যকায় প্রচলিত আছে। লোকাচার অনুষ্ঠান নির্ভর। কিছু না কিছুকে অবলম্বন করে লোকাচার সাধিত হয়। বরাকপারের লোকাচারে বাদশাহ একজন আলম্বন। তিনি সমন্বয় ভাবনার প্রতীক। বাদশাহ কেন্দ্রিক লোকাচারের মধ্য দিয়ে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ঐক্যমনস্কতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য — ভারতীয় এই মূল সুর ও স্বরের নিদর্শন বাদশাহ — একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তথ্যসূত্র:

১) Sujit Choudhury : The cult of Badsah : The Interaction Between Cultural Pluralism and Ground Realities (Unpublished Article)

২) Suji Choudhury : Folk lore and History : A study of the Hindu Folkcults of Narak Valley of NortEast India. Monohar Publishers and Distibuters, New Delhi, Page - 55.

৩) ড. রমাকান্ত দাস : 'লোকসংস্কৃতির আঙিনায় বরাক উপত্যকার বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সমাজ' বর্ণমালা (সাহিত্যপত্র); সম্পাদক বিমলানন্দ রায় জুলাই ২০১৮, পৃঃ - ৭৬।

৪) প্রাগুক্ত : পৃঃ-৭৭

Contents

Creatcrit, Vol.-6, No.-2, July, 2019

- The Suicidal Confession and Obsession with Death in the Select Poems of Anne Sexton
  Rossy Kiho ▸ 1
- Self-Alienation to Self-Identification in Shashi Deshapande's Roots and Shadows
  Riazul Hoque ▸ 8
- Feast of Merit as Festival of Sacrifice of Personal Wealth for Faith and Belief in Angami Culture
  Kevizonuo Kuolie ▸ 14
- Confessions of A Woman In Kamala Das' An Introduction : A Feminist Approach
  Petekhrienuo Sorhie ▸ 25
- The Hornbill in Naga Folklore
  Enunu Sale ▸ 32
- Articulation of Nonverbal Assault in the Plays of Mahesh Dattani
  Shishir Barik ▸ 39
- Status of Women in Islam: Theory-Practice Dichotomy
  Shirtaz Begam Laskar ▸ 46
- Academic and Administrative Audit- Need of the day
  Kamaleswar Kalita, Dr. Mouchumi Gogoi ▸ 56
- Need of Human Rights Education for Teachers
  T. Soundara Pandian ▸ 62
- Writings of Black Box: A Radio Play by Chandradhar Chamuah
  Chandan Jyoti Chutia ▸ 71
- Social Realism in Utpal Dutta's Play Absconding Soldier
  Shelly Dutta ▸ 84

- 'Draupadi' of Mahasweta: A Study from Feministic Point of View
  Shibukanta Barman ◗ 90
- The Fiction 'Kahake' in the Light of Changing Values
  Subrata Roy ◗ 94
- Middle Class Mentality and its Gradual Fall: A Study of World of Laxmipriya by Tulsi Lahiri
  Dipankar Saha ◗ 100
- Badshah in the folk life of Barak Valley
  Sarbajit Das ◗ 111

ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য মতে এই সমস্ত 'থান'-এর উদ্দিষ্ট দেবতা শিব। শিবকে বাদশাহ রূপে কল্পনা করার রীতি বরাকে লক্ষনীয়। 'বাদশাহ-র-থান'-এ বেলগাছ থাকা বাধ্যতামূলক। বাড়ির বাস্তুর বাইরে বেলগাছের তলদেশে 'থান' প্রতিষ্ঠিত থাকে দেখা যায়।

বরাক উপত্যকায় 'বাদশা'-কে কেন্দ্র করে কিছু কিছু লোকাচার উদ্‌যাপিত হয়। উপত্যকার হিন্দু গৃহস্থ পুরুষ 'বাদশার সেবা' নামে একধরনের ক্রিয়াচার পালন করেন। চাষাবাদে সমৃদ্ধি, গবাদিপশুর নিরোগতা, অশুভ দৃষ্টি থেকে গ্রামের রক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন কামনা নিয়ে তা পালিত হয়। বছরের যেকোনও শনি বা মঙ্গলবার সেবাকার্যের দিন ধার্য করে ক'জন গৃহস্থ একত্রে মিলে 'বাদশাহ বাড়ি' যান। সেবার উপকরণ হল— বিভিন্ন ফলমূল, চাল-কলা-চিনি ইত্যাদি। কলাগাছের 'আগ পাতায়' তিনটি বা পাঁচটি নৈবেদ্য সাজিয়ে, মোম-ধূপ জ্বালিয়ে বাদশাহ-র উদ্দেশ্যে তা নিবেদন করেন। কেউ কেউ খিচুড়ি ভোগ দেন। সকলে একত্রে বসে প্রার্থনা করেন। তারপর স্বস্থানে বসেই আহারাদি সম্পন্ন করে বাড়ি ফেরেন।

অন্যদিকে 'বাদশাহর থান'-এ বরাকের পুরুষরা ক্রিয়াচার পালন করে থাকেন। এই ক্রিয়াচারে 'গুড়ের জাউ' বাধ্যতামূলক। ক্রিয়াচার-এর দিনক্ষণ সাব্যস্ত করে গৃহস্থ পাড়া-পড়শিকে নিমন্ত্রণ জানাবেন। সন্ধ্যার পর 'থান'-এ স্থিত বেলগাছের তলায় নৈবেদ্য সাজিয়ে দেবেন। নৈবেদ্যের মূল উপকরণ 'গুড়ের জাউ'। তিন, পাঁচ বা সাত ছিলিম গাঁজা ভোগ দেওয়াও বাধ্যতামূলক। তারপর গানকীর্তন সেরে, প্রসাদ আস্বাদন করে ক্রিয়াচার সাঙ্গ হয়।

বরাকের মহিলা 'বাদশার ব্রত' উদ্‌যাপন করেন। কামনা চরিতার্থতার জন্য মহিলারা বিভিন্ন ব্রত করে থাকেন। কিছু কিছু ব্রত পুরুষেরা করলেও এতে একচেটিয়া অধিকার স্ত্রীলোকের। বাদশাহ ব্রতের নির্দিষ্ট কোনও দিন থাকে না। বছরের যে-কোনও একটি দিন সাব্যস্ত করে এর কয়েকদিন আগে থেকে ব্রতীরা ঘরে ঘরে গিয়ে মাগন মাগেন। ব্রতের দিন ব্রতী সম্পূর্ণ উপবাস করে বাদশাহ বাড়িতে যান। নিকট দূরত্বে বাদশাহ বাড়ি না-থাকলে বাড়ির বাস্তুর বাইরে (বাদশাহর থান নয়) কোনও খোলা জায়গায় ব্রতস্থান নির্ধারণ করে সেখানে সকল ব্রতী সমবেত হন। কলাপাতায় পাঁচজাতের ফলমূল দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে বাদশাহকে নিবেদন করেন। সুফলা শস্য, সন্তানের নিরোগতা, স্বামীর দীর্ঘায়ু, সর্বোপরি নির্বিবাদ থাকা ইত্যাদি কামনা করে ব্রতটি করা হয়। তারপর নৈবেদ্য আদি প্রসাদরূপে আস্বাদন করে ব্রত সমাপ্ত হয়।

গবাদিপশুর উন্নতিকল্পে বাদশাহর উদ্দেশ্যে আরেকটি ক্রিয়াচার বরাকপারে পালিত হয়। পুরুষেরা তা করেন। গরু বাচ্চা দিলে পরে ক্রিয়াচারটি করা হয়। গাভী 'বিছু বাচ্চা' (পুং) দিলে তিরিশ দিন আর 'ডেকি বাচ্চা' (স্ত্রী) দিলে একুশ দিনের তিনদিন পর ওই গাভীর দুধ নিয়ে বাদশাহ বাড়ি যান। বাদশাহর সমাধির বেদি প্রথমে জল দিয়ে ধুইয়ে তারপর ওই দুধ দিয়ে বেদিটি 'স্নান' করান। মোম-ধূপ জ্বালানোও হয়। লোকবিশ্বাস এই যে, এতে বাদশাহ প্রসন্ন হবেন, গবাদিপশুকে সবল-সতেজ রাখবেন, সারা বছর দুধেল রাখবেন।

বাদশাহ বাড়িতে একজন সেবাকর্মী নিযুক্ত থাকেন। তাঁকে বলা হয় 'খাদিম'। সর্বজনের কল্যাণার্থে দোয়া করা তাঁর অন্যতম কাজ। তাছাড়া সর্বস্তরের গৃহস্থের বাড়ি তিনি নিয়মিত যান। মাগন মাগেন। গৃহস্থের গোশালায় গিয়ে তিনি 'ধুইল পড়া' ছিটিয়ে দেন। গোশালার ঈশান খুঁটিতে সংকল্পিত গাছের পাতা বেঁধে দেন। বন্ধ্যা গাভীর গায়ে হাত বুলিয়ে 'মন্ত্র' পড়েন।

first bowl of her milk is offered to Badsah. (v) The first fruit of a tree also goes to him. (vi) Boatman Prays for his favour before starting on a journey.'[১]

বরাক উপত্যকার লোকজীবনে সৈজা বাদশাহর প্রভাব সমধিক। প্রাপ্ত তথ্য মতে, সৈজা বাদশাহর অধিষ্ঠান এশিয়ার বৃহত্তম বিল শনবিলের পূর্বে চরগোলার জঙ্গলাকীর্ণ টিলায়। এই বাদশাহ শাহজালালের সঙ্গী তিনশত ষাট আউলিয়ার একজন। ইসলাম ধর্মবিশ্বাসে তিনি হচ্ছেন 'আবদাল'। ধর্ম প্রচারক 'কুতুব'- এর অধীনে থাকেন 'আবদাল' আড়ালে-আবডালে থেকে লোকহৈতেষী কর্ম করা 'আবদাল'-এর মুখ্য কাজ। সৈজা বাদশাহ পর্বতের দরবেশ। করিমগঞ্জ জেলার ছাতাচূড়া পাহাড়ে তাঁর চারণভূমি বলে লোকশ্রুতি আছে। আছিমশাহ-এর নামানুসারে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত আছিমগঞ্জের সন্নিকটে সৈজানগর নামে একটি গ্রামও আছে। লোকবিশ্বাস মতে সৈজা বাদশার বাহন ছিল বাঘ। জঙ্গলাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে গেলে তাঁর 'দোহাই' দিলে নিরাপদ হওয়া যায়। সৈজা বাদশা নোকাবাচইচ বিলাসী ছিলেন বলে কথিত আছে। শনবিলে নৌকা চালানোর আগে 'বাদশাহর দোহাই' এখনও দেওয়া হয়। ঝড়-তুফানে সন্ত্রস্ত মানুষ 'দোহাই বাস্‌সা', বলে তিনবার ধ্বনি দেন এখনও। সৈজা বাদশার পরিচয় দিতে গিয়ে সমাজতাত্ত্বিক সুজিৎ চৌধুরী উল্লেখ করেন যে সৈজা আসলে সহিদ হামজা। লোকমুখে উচ্চারিত হতে হতে সহিদা থেকে সহিজা আর সহিজা থেকে সৈজা-য় পরিণত হন। অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি করিমগঞ্জের প্রতাপগড় পরগণার ছাগলমোয়া অঞ্চলে অবস্থিত বাদশার মোকামকে সহিজা বাদশার মোকাম বলে চিহ্নিত করেছেন। সুজিৎ চৌধুরী বলেন — 'It is likely that shahid Hamja or Shija was burried at Chhagal Mowa, and so this Mokam has attained a special sacredness. And the influence of Badsah is so over welming in the Villages around Chhagal Mowa that is all probability this Mokam was the centre from which the cult of Badsah Spread'[২] লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. রমাকান্ত দাস উল্লেখ করেছেন 'জনশ্রুতি মতে শনবিলের পূর্বতীরের কল্যাণপুর গ্রামে অবস্থিত মোকামটিই সহিজা বাদশার প্রকৃত মোকাম।'[৩] নিম্নোক্ত একটি লোকসঙ্গীত থেকে ড. দাস তাঁর তথ্যের সাক্ষ্য প্রদান করেন—

পূবেতে কাছাড়ের আইল
পশ্চিমে শনবিল
তরে মাঝে করইন খেলা
বাবা সৈয়জা পীর।
তোমার ঘোড়া কেনে লামে না।

বাদশাহকে কেন্দ্র করে বরাক উপত্যকার কিছু কিছু স্থানে 'বাদশাহ বাড়ি' গড়ে উঠেছে। 'বাদশাহ বাড়ি' বলতে সর্বজনের কল্যাণকামী, পীর-ফকির-দরবেশের কিছু কিছু কবরস্থানকে আখ্যায়িত করা হয়। তা স্বপ্লায়তনিক ভূখণ্ডে এক বা একাধিক কবর নিয়ে তৈরি। কবরের উপরে থাকে বেদি, বেদির উপরে টাঙানো থাকে লালরঙের শামিয়ানা। তবে সবগুলো একধরনের হয় না।

অন্যদিকে 'বাদশাহ-র থান' হিসেবে অনেক উপাসনাস্থল বরাকপারে পাওয়া যায়।

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.- 6 No.- 2, July, 2019
pp, 1-7

The Suicidal Confession and Obsession with Death in the Select Poems of Anne Sexton

Rossy Kiho
Ph.D. Scholar, Department of English, Nagaland University, Kohima Campus, Meriema, Kohima, Nagaland-797004

Abstract :

This paper is an attempt to link death and the suicidal confession and obsession of Anne Sexton with the real-life tragic suicide of the poet. "Sylvia's Death", "Suicide Note", "Wanting to Die" from Live or Die and "The Double Image" from To Bedlam and Part way Back are the poems chosen to analyse from this point of view. The confessional mode of Sexton is closely taken into account coupled with the autobiographical elements. The study tackles suicidal tendencies, obsession with death, domestic issues, mental problems, addictions and depression. The study also touches on theories regarding suicide in order to get a deeper view into the problem of Anne Sexton, her narcissistic obsession and her addictions. It also studies the usage of words in the poetry and tries to link them with Sexton's suicide. Using The Complete Poems of Anne Sexton as the primary source, the study largely takes into account the biography of Sexton written by Diane Wood Middlebrook to do justice to the topic.

Keywords: *confessional, suicide, death, autobiography, depression.*

Anne Sexton is perhaps the most resonant name associated with confessional poetry in American Literature. She shares the platform of confessional poetry with prominent litterateurs like Sylvia Plath, John Berryman and Robert Lowell. During the early years of her career, Sexton experienced both personal tragedy and professional success. Dealing with depression seemed to be life-long problem for Sexton. Suicidal self-hatred led to repeated hospitalizations in mental situations. She checked herself in and out of mental institutions which she described as her "summer hotel" and later her "sealed hotel". Before her twenty-

eighth birthday, she swallowed an overdose of barbiturates-Nembutal, which she called "kill-me" pills. Her deepening breakdown was hard on everyone, especially her husband and children.

We cannot help but agree with the American biographer Diane Middlebrook when she describes Anne Sexton in the Preface to Anne Sexton: A Biography as "intimate; confessional; comic; insistently, disruptively female; a word wizard; a performance artist; a crowd pleaser" (19). She was spirited, good-looking, tall and lean as a fashion model, a suburban housewife who called herself Ms. Dog, a mother and a daughter, a New England WASP, like Emily Dickinson, "half-crack'd." Finding writing as an outlet to her problems, Sexton dealt with themes which were considered as taboo subjects. She wrote openly about menstruation, abortion, incest, adultery, and drug addiction at a time when the proprieties embraced none of these as proper topics for poetry. In her brutal confessions, she writes about her suicide attempts and her preoccupation with death.

If we are to understand deeply Sexton's poetry, the theme of suicide raves at length. There is a certain poignancy about it. She lays bare her desire to die but does it in a fashionable way. Suicide is a very personal act and studies have shown that this act of intentionally killing oneself declares one's unique and distinct personality. And a number of Sexton's poems have a deep relation to this philosophical view.

In her 1966 collection of poems Live or Die, Sexton uses the theme of suicide at length. The tragic irony of Sexton writing about her friend Sylvia Plath's suicide, which she followed suit after some years, is contained in her dark poem "Sylvia's Death." The poem is a direct reference to Plath. Accounting Plath's tedious domestic life Sexton mentions how Plath's life seemed to be trapped in the four corners of her house like a "dead box of stones and spoons" and taking care of her two children who were like two meteors wandering loose in the tiny playroom. In remorse, Sexton asks Plath where she has gone after sending Sexton a letter about her domestic affairs of raising potatoes and keeping bees. Sexton sees Plath as a close confidante with similar problems of arduous domestic life, dealing with depression and suicidal tendencies.

Sexton envies Plath and calls her a thief for stealing her idea she had always wanted: Thief!-/how did you crawl into, crawl down alone/into the death I wanted so badly and for so long, (Sexton 126). In branding Plath a thief, Sexton gives us a clear and a deeper view into her mind: her desire to die as much as Plath wanted. It confirms her suicidal wish and her belief that suicide is the only way out of her present scarred condition.

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.- 6 No.- 2, July, 2019
pp, 111-115

Badshah in the Folk Life of Barak Valley

Sarbajit Das
Asst. Prof., Dept. of Bengali,
Nilambazar College, Karimganj

Abstract:

The nomenclature 'badshah' is well accepted in the Barak valley. Seija badshah, sanpir badshah, anahari badshah are the terms used for saints is in much circulation here. This category of itinerant saints belongs to fakir or ascetic class. According to folk belief these badshahs hae some sort of supernatural power who can bring back a nearly dying man to life, can heal a person from irrecoverable disease or can make an unwilling person willing. This class of people having some miraculous power are respected both by hindus and muslims. Field study finds that the seat of seiji badshah is atop a hill surrounded by jungles, east of Sargola, the biggest water beel of Asia. Sanpir badshah is worshipped by hindu women whose husbands are alive. Anahari badshah is called anahari baba by the hindus. His tomb is called makam by the muslims and ashram by the hindus. This institution of badshah has it significance because it creates a strong bond between various communities living in the valley.

Keyword: *badshah, tomb, harmony, hindus, muslims*

'বাদশাহ' রাজা নন; সংসার ত্যাগী সাধক। তাঁরা বৈরাগ্য পন্থার পথিক। লোকবিশ্বাসে তাঁরা অসামান্য ক্ষমতাধর। তাঁদের কৃপাধন্যে নানাবিধ মঙ্গলসাধিত হয় বলে সাধারণের বিশ্বাস। বরাক উপত্যকার লোকজীবনে 'বাদশাহ'র পরিসর বহুধা বিস্তৃত।

'বাদশাহ'র স্থানীয় উচ্চারণ 'বাস্‌সা'। বরাকপারের লোকজীবনে সৈজা বাদশা, সানপির বাদশা, অনাহারি বাদশা প্রমুখের প্রচলন লক্ষ করা যায়। বাদশাহর পরিচয় দিতে গিয়ে সমাজতাত্ত্বিক সুজিৎ চৌধুরী বলেন— (i) 'Badsah is the Malik or lord of the entire region where his cult prevails. (ii) He rides on a tiger and other beasts. He Protests his human devotees from all predators. (iii) He is the guardian deity of jungles and also of hills. An offering to him is a must before one enter a jungle for felling trees. (iv) He protects cattle. when a cow gas a calf, the

১৭) মিজানুর রহমান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০০

১৮) দীপক চন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২০০৯, পৃ. ২২৩

১৯) বিনয় ঘোষ, মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, কলকাতা, ওরিয়েণ্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯, পৃ. ২০৯

২০) অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে' ২০১০, পৃ. ৩৮৬

***

The poem depicts Sexton's preoccupation with death. In a sad tone Sexton comments that she thought they had both outgrown their desire to die, the desire they talked of in their long chatty hours while downing their sorrows with dry martinis. Death was their loved topic and they saw in it a cure. Besides they talked about suicide and several motives. Sexton questions how Plath could betray her by carrying forward her motive of committing the deed quietly. Personification of death of the form of a boy and the "sleepy drummer" in the poem shows Sexton's lust for death. The news of Plath's death leaves in her a "terrible taste" of salt which is no doubt the taste of her own tears. Plath's death saddened Sexton, but it also roused her own death wish. In Anne Sexton: A Biography by Diane Wood Middlebrook, the readers get a clear idea of the effect on Sexton of Plath's death: "Sylvia Plath's death disturbs me[…] Makes me want it too. She took something that was mine, that death was mine!"(Middlebrook 200)

The poem "Suicide Note" speaks volumes from the title itself. The epigraphs of the poem are highly indicative. Sexton openly declares that she is not afraid to die or to commit suicide. She is of the opinion that it is a matter of personal choice. How one wants to end depends on an individual, be it leaving behind some leftovers to her daughters and granddaughters. The poem begins by the poet expressing that it is better not to be born: Better (someone said)/not to be born

and far better/not to be born twice (Sexton 156). Similar to "Sylvia's Death," the present poem is also preoccupied with death. Christianity rejects the act of taking one's own life and the poet seems to be aware of its implications; that she will "sink with hundreds of others" into "hell". But she does not seem to mind it. She says: I will enter death/like someone's lost optical lens. (157)

Sexton makes use of a biblical allusion of Jesus walking into Jerusalem "in search of death" before he grew old. In a form of mystical union with Christ, Sexton declares about her attempts to die intentionally. Sexton seems to dread the idea of old age hitting her when her "blood colored" mouth will lose its youthfulness. Convicted of the knowledge that everyone will face death one day or the other, Sexton would rather choose her own way:But surely you know that everyone has a death,/ his own death,/waiting for him./So I will go now/without old age or disease,/wildly or accurately,/knowing my best route (158).

Sexton wants to escape from life's share of burden and she finds death as the route of escape. She does not hate the idea of life, but the knowledge of that inevitable day makes her feel that choosing her own moment and the way she wants to die lets her have the upper hand over

death. In doing it, she will evade will for long struggle with old age and disease. In fact, she considers death as the better route.

Middlebrook in her book Anne Sexton: A Biography states Sexton's addiction to the idea of suicide. She quotes, "Suicide is addicting too" like drugs. The idea of suicide lurks beneath her, "As many of us do. But, if we're lucky, we don't get away with it and something or someone forces us to live" (200). In the last stanza of "Suicide Note", Sexton openly declares about her previous suicide attempts: I know that I have died before-//once in November, once in June. (159).

Sexton suffered from a severe bout of depression for the second time, and on November 9, 1956, on her birthday she attempted suicide and this was the first of the several episodes which were to follow till her death. Around 1946 Sexton had read a play by Arthur Miller, After the Fall and seemed to be fascinated by his use of the theme of suicide. Enthusiastically, she had written to Wilder, "Miller's play really gets me…the suicide stuff, etc." (Middlebrook 215). The subject and idea of suicide seemed to be in her veins around this time and a few days later, she sent a poem to Wilder titled "Wanting to Die." It is supposed to be an answer to Wilder's question as to why the subject of suicide attracted her so much. The poem is a document of Sexton's idea of suicide. It puts into memorable imagery the state of mind that makes sense of Sexton's declaration that suicide is addicting.

"Wanting to Die" is an outstanding suicide poem of Sexton. It is about a woman driven by the intensity of her emotions. Critics had suggested that reading her poetry- the anguish and intimacy of her confessional lines, was like taking a tour through her personal hell. In a conversational mode, the speaker starts out by saying, "Since you ask, most days I cannot remember" (Sexton 142). The speaker chooses to respond in an honest tone to the question of why she is interested in suicide. Introducing to us the present state of her mind, she explains her thoughts on suicide. She feels that the very reason why she is alive has no meaning; her "voyage" seems to be "unmarked" by anything. Her life is empty and without purpose, and thus the desire, the "lust" to die never stops returning. It is highly indicative that the speaker had attempted a number of suicides which she refers to as an "unnamable lust." .

She confesses that she has nothing against life when she wishes for death; that it does not arise out of her discontentment with life. She believes that every human's existence on this earth has a reason and purpose, but she feels that the very reason of her existence on earth has been defeated by her desire to die.

Sexton metaphorically digs deep into the very reason of suicidal

ও বাণী সেই পথ দেখিয়েছে। কিন্তু বিশু ও ছোটকা জীবনের বিপরীত পথে চলতে গিয়ে এক শোচনীয় পরাজয়ের অন্ধকূপে নিমজ্জিত হয়েছে। আর ইন্দ্রনাথও সেই পুরানো মূল্যবোধ আঁকড়ে থেকে জীবনযুদ্ধে হেরে গেছেন। সমালোচক নিজেও তাই বলেছেন — 'বাণী ও হরিসাধন এযুগের তপস্বী।'[২০]

'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' নাটকটিতে নাট্যকার এভাবেই মধ্যবিত্ত সমাজের অবনমন অর্থাৎ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির ধাপে ধাপে নীচে নেমে এসে মজদুর শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার কাহিনি তুলে ধরেছেন।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১) জগন্নাথ ঘোষ (সম্পা), তুলসী লাহিড়ীর ছেঁড়াতার, কলকাতা ঃ বামা পুস্তকালয়, পুনর্মুদ্রণ, জুন ২০১৩, পৃ. ৯

২) মিজানুর রহমান, দেশ বিভাগ বাংলা নাটক, কলকাতা ঃ শ্রীভারতী প্রেস, মার্চ ২০১০, পৃ. ৯৯

৩) সনাতন গোস্বামী (সম্পা), তুলসী লাহিড়ীর নাট্য সমগ্র, কলকাতা, প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১২, পৃ. ৩৮৩

৪) দীপক চন্দ্র, বাংলা নাটকে আধুনিকতা গণচেতনা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৯, পৃ. ২২৯

৫) সনাতন গোস্বামী (সম্পা), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৮৫

৬) তদেব, পৃ. ৩৮৭

৭) তদেব, পৃ. ৩৮৮

৮) তদেব, পৃ. ৩৯১

৯) তদেব, পৃ. ৩৯৯

১০) মিজানুর রহমান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০১

১১) দীপক চন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৩৭

১২) সনাতন গোস্বামী (সম্পা), তুলসী লাহিড়ীর নাট্য সমগ্র, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ২০১২, পৃ. ৪১০

১৩) তদেব, পৃ. ৪১১-৪১২

১৪) তদেব, পৃ. ৪১৮

১৫) তদেব, পৃ. ৪১৮

১৬) তদেব, পৃ. ৪১৮

সুযোগসন্ধানী। আবার কথনো হয়ে উঠেছে প্রতিবাদ মুখর। জীবনের নানাবিধ সংগ্রামের সংকটতম মূহূর্তে মধ্যবিত্ত জনতা নিষ্ক্রয় হয়ে থাকেনি, বরং হয়েছে সক্রিয়, বিক্ষুব্ধ ও সংগ্রাম চঞ্চল। অবিশ্বাস্য দৃঢ়তায় মধ্যবিত্ত সমাজের 'আমি' কেন্দ্রিক প্রাণ সফল হতে চায়নি কখনো, অতীতের ব্যর্থতার গ্লানিভরা প্রাচীরকে বদল করে নতুন মঞ্চে নতুন দীপাবলির দীপ জ্বালাতেই তারা সর্বদা ব্যস্ত থেকেছে। হতাশার রক্তবীজ মধ্যবিত্ত সমাজে দীর্ঘস্থায়ী আসন কখনোই অর্জন করতে পারেনি। রাজনীতি, অর্থনীতি এমনকি সমাজনীতির নানান জটিল আবর্তের ঘূর্ণিপাক কখনোই মধ্যবিত্ত জীবনকে চিরতরে ডুবিয়ে রাখতে পারেনি। আর পারেনি বলেই মধ্যবিত্ত তার নিজস্ব গা ঘেঁষে স্বজন নিয়ে আজও তাদের অস্তিত্বকে জানান দেয়। আনন্দ অনুষ্ঠানের মঙ্গল উপাচারে মধ্যবিত্ত শুধু তাদের সমাজকে সারিবদ্ধ করতে ব্যস্ত থেকেছে। কায়িক শ্রমবিমুখ এই বিত্তবান শ্রেণি ডারউইনের তত্ত্বজ্ঞানে 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' - গেক হাতিয়ার করে যাবতীয় কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেদের সব নিয়ে ডাইনোসর না-হয়ে পিপীলিকার ডানায় ভর করে সারিবদ্ধ সারণীতে সমাজের রাস্তায় এগিয়ে গেছে। ইতিহাসের পাতায় বা ভুগোলের পলিগঠিত শিলা. জীবাশ্ম হয়ে থাকার মানসিকতা মধ্যবিত্ত জীবন মানসে কখনোই ছিল না, তাই কাঁটাতারের বিভাজন অমান্য করে মধ্যবিত্ত আজ সমগ্র পৃথিবীতেই তাদের নিজস্ব রামধনুর বর্ণালীচ্ছটা ছড়িয়ে দিয়েছে। সাহিত্যের পাতায় নানান আলোচনার মণিমুক্তায় মধ্যবিত্ত সমাজ তাই উঁকি মারে। উৎসবসূচীর নানান অনুষ্ঠানে আজ মধ্যবিত্তকে না রাখলে উৎসব সার্থক হয়ে ওঠে না; এখানেই মধ্যবিত্ত ডীবন সারণীয় ন্যায় সাহিত্যের সারণিতেও অস্তিত্ববান। হাতাশাই শুধু নয়, ৰাঙুর ন্যায় অমৃত সুধা পান করে মধ্যবিত্ত সমাজজীবন মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে উঠেছে। মৃত্যুঞ্জয়ী মধ্যবিত্ত জীবন সাহিত্যের কানাগলিতে মুখ লুকায়নি, সাহিত্যের নানান উপাদানের অন্যতম প্রাচীন উপাদান নাটক। এই নাট্য সাহিত্যের জগতেও দেবতাদের পিছনে ফেলে মধ্যবিত্ত মানস তাদের নিজস্ব অবয়ব প্রদর্শন করেছে।

হরিসাধনের চরম সত্য কথার মধ্যে দিয়ে নাটকটি সমাপ্ত হয়। এছানেও দেখা যায় সেই মধ্যবিত্ত মানসিকতার চরম বহিঃপ্রকাশর সমালোচকের ভাষায় — '... কোনও ভয় নেই, সাহসে বুক বাঁধতে হবে যে দুর্নীতি দুনিয়ার এ হাহাকার এনেছে, ঘরে ঘরে সর্বনাশ ছড়িয়েছে, যুদ্ধ মহামারী দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে দিয়ে মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঘটিয়েছে; - আজ নূতন করে তাকে নির্মূল করবার শপথ নিয়ে, ... এগিয়ে চলতে হবে। হার মানা চলবে না।'[১৮]

মানুষের এই জীবনযুদ্ধের এক বেদনাময় অধ্যায় পার হয়ে এই মানুষগুলো এগিয়ে চলে নতুন জীবন, নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে। মন্বন্তর, বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগের ফলে বাংলার সমাজে যে প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়া চলছে। এই 'বৈপ্লবিক রপান্তর'[১৯] - এর ফলে আগের সামাজিক কাঠামো, ধর্মীয় অনুশাসন, জাতপাতের সংস্কার চুরমার হয়ে এক নতুন সমাজ ও জীবনবোধরে প্রত্যয় জন্ম নেয়। এখন অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বর্তমান সমাজ ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়েছে। দরিদ্রকে সংগ্রাম করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়, বর্ণাশ্রম ধর্মের আজন্মলালিত সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলে না। তাছাড়া জীবনযুদ্ধে পলায়ন মনোবৃত্তি কোন পথ নয়, আয় কায়িক শ্রম কোন অপরাধ নয়। সাহসের সঙ্গে প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রামেই এগিয়ে চলার পথ প্রশস্ত হয়। হরিসাধন

persons. She makes use of an image of a carpenter whose main focus is the tools "which" are to be used in building something, not the reason "why" they are being built. Similarly, suicidal people are interested in the way one chooses to die rather than why they are doing it:But suicides have a special language. Like carpenters they want to know which tools. They never ask why build. (142)

The poem is situated as an answer to a question and so she makes her logic clear in the given lines.

The poem can be considered as a challenge to the conventional notion that suicide is destruction and something that goes against the will of God and nature. And above all it, it is a beautiful demonstration that suicide is an act of creation, and a personal building designed by oneself. Metaphorically, the carpenter is the speaker who represents a suicidal person.

Like her previous poem "Suicide Note," the present poem again makes a mention of the two occasions when she had tried to take her own life: Twice I have so simply declared myself,have possessed the enemy, eaten the enemy, have taken on his craft, his magic. (143).

From the usage of the word "enemy" it is clearly discerned of her knowledge that suicide is a malicious thought, but she cannot resist the magical charm it has her. The poem gives a grotesque picture of a lifeless person: Even the cornea and the leftover urine were gone./ Suicides have always betrayed the body. (143).

However disgusting it may sound and look by the way she presents the picture, that is the reality. The poem presents a happy picture of a person who has accomplished in committing suicide, "rested, drooling at the mouth-hole." Towards the end, the speaker seems to blame death for her obsession ; that it waits for her year after year to empty her breath, then candidly goes on to say that death through suicide can occur any time and at any place, leaving behind only unspoken words and unfinished businesses.

"The Double Image" in To Bedlam and Part Way Back (1960) is another poem which deals strongly with the theme of suicide and death. Sexton here uses a portrait to give a representation of death. She drops in the idea of the inevitable cyclic nature of life and death; of regeneration. It is only through the death of her mother that her daughter Joyce can live and grow. The poem has strong autobiographical overtone of the time Sexton attempted suicide for the second time when Joyce was still a baby: I missed your babyhood,/tried a second suicide,/tried the sealed hotel a second year. (Sexton 39)

Sexton once again openly mentions about her suicide attempts. She

writes that she chose "two times" to "kill" herself in the first "mewling months" when Joyce first came. She does not like the fact that she was saved by the doctors:I pretended I was dead until the white men pumped the poison out,/putting me armless and washed through the rigamarole/ of talking boxes and the electric bed. (36) The reaction of her mother was worse. Sexton was told that she could not be forgiven for her terrible act of trying to take her own life and her mother never did. In a playful tone, she refers to the last time she checked out of the mental hospital, a "graduate of the mental cases."

It is interesting to note that Sexton connects the birth of her daughter and the newly found bond shared between a mother and a daughter with the image of her dying mother and her detatchment from her:/You call me mother and I remember my mother again,/somewhere in greater Boston, dying. (41) What the poet wants to convey is that in order to let someone live, someone has to die. Thus her mother dies in order to let the granddaughter live. "If Anne lived like an angry guest in her mother's house, Joyce came 'like an awkward guest.'" (Padmanabhan 129)

From the intimate details of Sexton found in her poetry, we can brand Sexton as a confessional writer dealing largely with suicide and death. And her obsession indeed led her to take her own life. On October 4, 1974, Sexton committed suicide by carbon monoxide poisoning.

If we are to deeply understand Sexton's poetry, the theme of suicide raves at length. There is a certain poignancy about it. She lays bare her desire to die but does it in a fashionable way. Suicide is a very personal act and studies have shown that this act of intentionally killing oneself declares one's unique and distinct personality. And a number of Sexton's poems have a deep relation to this philosophical view. Karl Augustus Menninger (1893-1990), an American psychiatrist, took up Freud's later elaboration of death instinct and tried to explain suicide in terms of it. Menninger suggested that all suicides have three interrelated and unconscious dimensions: revenge or hate (a wish to kill), depression or hopelessness (a wish to die), and guilt (a wish to be killed). Each of these three wishes is present in every suicide, with one predominating the other. The wish to kill includes desires to attack, destroy or retaliate against another. These desires are not neutralized by positive feelings toward the other. The wish to be killed is associated with masochistic tendencies, related to the desire to experience pain and suffering as well as submission to a destructive attack by the other. This wish is also associated with a desire to expiate guilt through suffering and self-

থাকে। অন্ধকার ঘরে ইন্দ্রনাথ দেখতে পান তার স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া, ছোটকা ও বিশু তিনজন তার দিকে আঙুল দেখিয়ে অদ্ভুত বিকট ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মনে হতে লাগলো স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া তাকে বলছে— 'সংসার গড়েছিলে— আমি প্রাণপনে বজায় রাখবার চেষ্টা করছি। ঝড়ে ভেঙ্গে পড়েছে, আমার বুক ভেঙ্গে গেছে— সান্ত্বনা নাই - পেয়েছি অনুযোগ আর অভিযোগ। তোমার মুখ চেয়ে বাঁচতে চেয়েছি, তুমি দু'হাত মরণের মুখে ঠেলে দিয়েছো।'[১৪]

তারপর মনে হল বড় ছেলে বিশু বলেছে— 'পড়ার বই জোটেনি - স্কুলের মাইনে জোটেনি - ভরাপেট ভাত জোটেনি - পরণে জামা-কাপড় জোটেনি। একবারও আমার মনের কথা ভাবনি। শুধু দূর দূর করে কুকুরের মত তাড়িয়েছ। অনাদর অবহেলায় কুসঙ্গীদের দলে ঠেলে দিয়েছো।'[১৫]

তারপর মনে হলো ছোটকা বলছে - 'মা নিজে না খেয়ে আমায় খেতে দিতো! সেই মা তিলে তিলে আমার চোখের সম্মুখে মরেছে। সে তোমার জন্য, আমাদের জন্য ভেবে মরত। তাকে আজীবন দুঃখ দিয়েছো - তাকে লাথি মেরেছো। অভাবের জ্বালায় পকেট মারছে গিয়ে মার খেয়ে জখম হয়ে এলে তুমি আবার? দূর দূর করে তাড়িয়েছো।'[১৬]

এইসব কথার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দ্রনাথ নিজেই বলে ওঠেন - 'অপমানের যন্ত্রণা সইতে না পেরে - তোদের মেরেছি। তোরা যা ব্যাথ্যা পেয়েছিস, তার দশগুণ ব্যাথ্যা আমার বুকে বেজেছে। তোরা বুঝবিনা, সংসারে আমার শুধু হারেরে পালা - আমি হেরে হেরে অমানুষ হয়েছি রে - জানোয়ার হয়ে গেছি! ... আমারও জবাব শুনতে হবে। ঠাকুর, আমারও জবাব আছে।'[১৭]

তারপর কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ হয়ে রইল। বাণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না করায় হরিসাধন তাকে স্থির হতে বলে। কিন্তু বাণী আর স্থির থাকতে পারে না। কেননা তাদের এত সুন্দর সংসারে যে কী করে আগুন লেগে গেল সেটা সে ভেবেই পাচ্ছিল না। সকলেই এই সংসারটিকে সাজিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন যে সব চুরমার হয়ে গেল, কেন যে যুদ্ধ এল, সবকিছুর দাম বাড়ল, এইসব বিষয় ভেবেই সে আকুল। এই সংসারের চিন্তায় তার বাবা মদ ধরেছেন, দাদা পড়া বন্ধ করে কুসঙ্গে মিশেছে, ছোটকা পড়তেই যায়নি। তার বাবার চাকরি চলে যাবার পর কিছু পরিমান টাকা, যেটা তার বাবা পেয়েছিলেন, সেটাও শেষ হয়ে গিয়েছে ধার দেনা মেটাতে মেটাতে। তাদের সাহায্য করার কেউ নেই, কিছু বলার কেউ নেই, সুবুদ্ধি দেবার কেউ নেই। মা গেছেন, ছোটকা গেছে। তাই বাণী নিজেকে একা ভাবছে, তার মনে হচ্ছে আপন বলতে কেউ নেই। এসব চিন্তা করে তার মাথা ঘুরতে থাকে, বুকের ভেতর কেমন করতে থাকে। হরিসাধন সেই মুহূর্তে বাণীকে বোঝাতে থাকে, সারা পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যাদের ওই একই অবস্থা। কেঁদে লাভ নেই, ধৈর্য ধরতেই হবে। তাদেরও ঘরবাড়ী ছিল না। মহাবিপদে ধৈর্য হারাতে নেই। এরপর বাণীর বাবার কথা উঠলে হরিসাধন পাশের ঘরে লণ্ঠন জ্বালাতে গিয়ে দেখে ইন্দ্রনাথ গলায় দড়ি দিয়েছেন। এই অবস্থা দেখে বাণী টলে পড়ে যায়। পুঁটি মাসী এসে জল দিয়ে ঝাপটা দেওয়ার বাণীর জ্ঞান ফেরে।

৬) উপসংহার ঃ

জীবনের উত্থান পতনে তারা হয়েছে হতাশাগ্রস্ত, নৈরাশ্যপীড়িত, সুবিধাভোগী,

চতুর্থ দৃশ্যের শুরুতেই দেখা যায় বিশু ছোটকাকে নিয়ে যেদিন চলে যায়, তারপর থেকে ইন্দ্রনাথের যে অবস্থা হয়ছে তার বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে নাট্যকার দেখিয়েছেন। অতীতের দিকে পিছন ফিরে চেয়ে নিজের ভুলের পর ভুল দেখতে পেয়ে ইন্দ্রনাথ অনুশোচনার আগুনে দাহ হয়ে সেই জ্বালা মেটাতে রোজ অনবরত মদ্যপান করে চলেছেন। অনেক সময় এই কোলাহল মুখরিত কলকাতার জনস্রোতের অবিরাম গতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই বলে মরণের কথাও সন্ধ্যা হওয়ার পর থেকেই মহাবীর সাউ এর মদের দোকানের আশেপাশে ঘুরতে থাকেন। কেননা এই দোকান থেকেই কোনদিন তার পিপাসার নিবৃত্তি হয়, আবার কোনদিন হয়-ই না। মেয়ে বাণীকে নিয়েও অনেকটাই চিন্তিত তিনি। কেননা এই শহরে তার মেয়ে একা রয়েছে একথা ভাবলেই তার মন শিউরে ওঠে। সন্তানেরা একটা খবরও দেয় না, বেঁচে আছে কি মরে গেছে সেটাও তিনি জানেন না। এই দুনিয়ার তাদের খবর নেবার কেউ নেউ বলেই তিনি মনে করেন। গরীব বলে তাদের আত্মীয়স্বজন তাকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছে। কেউ খোঁজও করে না। এসব সত্ত্বেও ইন্দ্রনাথ কিন্তু হার মানেননি। তিনি আশারত ভালোদিন আসবে। ভালোভাবে চলার জন্য নিজের আত্মসম্মান পর্যন্ত বিসর্জন দিতে তার বাঁধবে না। কিন্তু তাতেও কাজ হয় না। যেহেতু আশা কণ্ঠাগত প্রাণ হলেও মানুষের আশা যায় না। তাই যেখানে তিনি তার পরিচিত মানুষ পাচ্ছেন, সেখানেই তাদের একটা কাজের খোঁজ দিতে বলেছেন। মানের বালাই সরিয়ে দিয়েও কোথাও কোন কাজ পাচ্ছেন না তিনি। বাণীর কথাতেও লক্ষ করা যায় ভবিষ্যতের ভালো দিনের ইঙ্গিত - 'হরিসাধনবাবু কিন্তু বলেন যে, সারা পৃথিবী জুড়ে জনসমুদ্রের মন্থন হচ্ছে; গোড়াতে বিষ উঠলেও শেষ পর্যন্ত নাকি অমৃত উঠবে।'[১২]

পুঁটি মাসী ও বাণীর কথোপকথনে হরিসাধন যে ভালো মানুষ, সেটা ফুটে উঠলেও বাণীর হরিসাধনকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। কেননা বাণী জাতিতে বামুন ও হরিসাধন শূদ্র। এখানে পুঁটি মাসীর কথায় ফুটে ওঠে বাস্তব সত্যের অভিজ্ঞতার কথা। এই সংসার অত সহজ ঠাঁই নয়। তিনি কেউ আসতে যেতে সাড়া দেন তাই আর। না-হলে বাণীর যে বয়সের কাল, কখন যে কী জঞ্জাল সৃষ্টি হবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। এমনকি যদি হরিসাধন বাণীকে বিয়ে করতে চায় তবে তিনি সেইকথা তার মেসো বাবাকে বলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাবেন। তার চিন্তাধারায় হরিসাধন লোকটা ভালো, সারাদিন খেটে এসে আবার ওই ছেলেগুলোকে বিনা পয়সায় পড়ায়। এখন আয় বেড়েছে। ফলে বাণীর ভালো হবে-কল্যাণ হবে বলে তিনি মনে করেন। ভগবান যার ভালো করেন, সবদিক দিয়েই তার ভালো হয়। বাণী কিছুতেই হরিসাধনকে মত দিতে পারে না। তার ধারণা তাদের সংসারে একটা অভিশাপ রয়েছে, কিছুতেই কারো ভালো হবে না। ফলে বাণীর সঙ্গে হরিসাধন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে অনেক দুঃখ পাবে, কিন্তু হরিসাধনের এতেও কোনো সমস্যা নেই। তাই এই প্রসঙ্গে হরিসাধন বলে— 'দুঃখ পাওয়াতেও সুখ আছে জানো বাণী। ... তুমি ভুল বুঝোনা বাণী। বিকট দারিদ্র্য আজ আমাদের মানুষের মনুষ্যত্বের প্রচণ্ড শত্রু হয়ে মহামহীর মত সারা বিশ্ব ছেয়ে ফেলেছে। আমাদের সমস্যার অন্ত নেই। কেউ অদৃষ্ট বলে সয়েই যাচ্ছে, কেউ নানাভাবে এড়াবার চেষ্টা করেও এড়াতে পারছে না। আমি এড়াতে চাই না। আমরণ লড়তে চাই। তুমি পাশে এসে আমায় সাহায্য কর্বে না?'[১৩]

জীবনের কত কথা ঝড়ের মতো ইন্দ্রনাথের মনে এলোমেলো ভাবে এসে ছুটাছুটি করতে

inflicted punishment. The wish to die includes the longing to die, which gives rise to preoccupations about the essence of death and dying.

Works Cited

Middlebrook, Diane Wood. *Anne Sexton: A Biography.* New York: Vintage Books, 1992. Print.

Padmanabhan, Lakshmi. 'The Confessions of Anne Sexton? A review of Anne Sexton's Poetry'. *Contemporary American Literature: Poetry Fiction, Drama and Criticism,* edited by Rangrao Bhongle, Atlantic Publishers, 2002, pp. 123-136. Print.

"Psychological Theories: Freud and Menninger" https://docs.clinicaltools.com/sites/clinicaltools/PDFs/EndingSuicide/Suicide%20Facts,%20Figures%20and%20Theories.pdf . web. Accessed 17.5.19.

Sexton, Anne. *The Complete Poems.* New York: Mariner Books, 1999. Print.

***

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol. - 6 No. - 2, July, 2019
pp, 8-13

Self-Alienation to Self-Identification in Shashi Deshapande's Roots and Shadows

Riazul Hoque
Research Scholar, Assam University, Diphu Campus, Diphu, Assam

Abstract:

Roots and Shadows is an outstanding novel of Shashi Deshapande. Deshapande presents women characters who are not just particular individuals but any and every Indian middle class woman with her/their frustrations, resentments, and hope or battle for emancipation. Her writings are rooted in the culture in which she lives. Her remarks are sensitive to the common everyday events and experiences and give an artistic expression to something that is simple and mundane. This Paper is planned to focus upon the protagonists' journey from self-alienation to self-identification. It aims at finding out the voice of the female alienation in Roots and Shadows and investigates the framework of despair that comes out of a feminine discourse. It will also try to explore how the woman protagonist grows in strength in spite of the obstacles imposed on her by the patriarchal society.

Keywords: *Patriarchal, identity, conjugal, feminine, individuality*

Indian English Fiction has been enriched to a large extent by Shashi Deshapande. She is an extraordinary, talented writer. She presents women characters who are not just particular individuals but any and every Indian middle class woman with her/their frustrations, resentments, and hope or battle for emancipation. Since women in India have had a long history of oppression, exploitation, inferior and marginal status, awareness in the social context is necessary, particularly to understand the worth of novels like Shashi Deshapande's. Her writings are rooted in the culture in which she lives. Her feminism is particularly Indian in the sense that it is borne out of the predicament of Indian women placed between contradictory identities.

The protagonist, Indu of Roots and Shadows undergoes self-alienation

স্বপ্ন দেখে, হাসি-কান্না মিলিয়ে নিজেদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই ইন্দ্রনাথ বাণীর মতের অপেক্ষা করতে থাকে, মত পেলেই বাণীর বাবাকে জানাবে সে। পেট চালানোর জন্য ইন্দ্রনাথকে দেখা যায় একটা সিনেমার চারচৌকা পাবলিসিটি ফ্রেম নিয়ে পথে ঘুরে বেড়ানোর কাজ করতে। হরিসাধনের বক্তব্যে লক্ষ করা যায় মধ্যবিত্ত মানুষের কথা যা নতুন করে বাঁচার, নতুন ভবিষ্যত গড়ার ইঙ্গিত বহন করে— 'হতাশ হবেন না। সবাই ভাবে কষ্ট তার একারই। শুনলেন তো ওদের কথা? সারা দুনিয়ার মানুষ আজ দরিদ্র। আর আধিব্যাধির সংগে লড়তে নাজেহাল হয়ে গেছে। তবুও সবাই লড়ছে, কালকের দুনিয়ার জন্য, ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে।'[৯]

কিন্তু এইসব যেন আর ইন্দ্রনাথের শুনতে ইচ্ছে করে না। কেননা মানুষ সত্যকে সহ্য করতে পারে না। তাই ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে রাজ্যপাটের স্বপ্ন দেখতে চায় এরা। বাস্তবের এই সত্যকে এড়াবার চেষ্টা না করে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। কিন্তু এদিকে দারিদ্র্যের কষাঘাতে ইন্দ্রনাথ বিশুকে বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছেন। আর চোটকাও যে কোথায় গেছে সেটা বাণীও জানে না। হঠাৎ করে বিশু ছোটকাকে নিয়ে বাড়ি আসে। প্রথমে Accident মনে হলেও পরে দেখা যায় আসলে পকেট কাটতে গিয়ে বাজারে ধরা পড়ে বেজায় মার খেয়েছে। এই ঘটনার পর ইন্দ্রনাথ নিজেই নিজের গালে মারতে লাগলেন। তিনি এখন পকেটমার, চোরের বাপ বলে নিজেকে আর সামলে নিতে পারছেন না।

কলহের সমাপ্তিতে দেখা যায় বিশু বাস্তবজীবন সমন্ধে সচেতন হওয়ায় তার ভাইকে নিয়ে চলে যায়। তার বক্তব্যে লক্ষ করা যায় বাস্তব সমাজ সচেতনার ইঙ্গিত। সমালোচকের ভাষায় — 'যে দেশে অভাবের চাপে মা-র বুকের দুধ শুকোয়, ক্ষিদেয় কাঁদলে মা ছেলেকে ছুঁড়ে দেয়, বাপ ছেলেকে কাছে ডাকে না। খালি অভিশাপ দেয়, সে দেশে বাঁচতে হলে অন্য পথ ধরতে হবে। ... দুনিয়ার আজ ভয়ানক ঝড় উঠেছে। কারো ঘর থাকবে না। ... ঝড়ে উড়ে যাবে।'[১০]

বিশু ও ছোটকা চলে গেলে বাণী বুঝতে পারে না তার কি করা উচিত। কিন্তু সেই মুহূর্তে হরিসাধনের মুখে আবার শোনা যায় ভবিষ্যতের চিন্তা করে বর্তমানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার এক নতুন পদক্ষেপের কথা। বারবার মানুষের ঘর ভেঙে যাওয়ায় তারা কিন্তু কখনোই ভেঙে পড়েনি। ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, দুর্ভিক্ষ, মড়ক কিছুই মানুষকে হারাতে পারেনি। মহাদুর্দিনেও দেখা গেছে ভয় না-পেয়ে মানুষকে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছে। কেননা তাদের লক্ষ্যই ছিল বর্তমান যেমনই হোক না কেন, ভবিষ্যত ভালো করে গড়বে তারা।

সলিল সেনের প্রথম নাটক 'নতুন ইহুদী'তে দেখা যায় বাস্তুচ্যুত হিন্দুরা নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল হয়ে অপরিচিত কলকাতায় এসেছে আশ্রয় ও জীবিকার জনা। জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের সুত্রে গোটা জীবন ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা হয়েছে এখানে। এর একদিকে আছে তীব্র অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং আদর্শবাদ, অন্যদিকে বিপর্যস্ত জীবনের মূল্যবোধের বিনষ্টি, সামাজিক অবক্ষয়, অবলম্বনহীন সংসার পীড়িত মানুষের অস্তিত্বের দুরধিগম্য সমস্যা, জীবনের অর্থহীনতা, আত্মিক মৃত্যু এবং ব্যক্তিত্বের পরাজয়। পণ্ডিত মনোমোহন সপরিবারে কলকাতায় এসে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছেন। সমালোচকের ভাষায়— 'জীবিকার অনুসন্ধানে মনোমোহন ও পুত্র মোহন দিশাহারা। চারদিক থেকে অন্যায়, অত্যাচার ও দুর্নীতি তাদের কেবল নীচের দিকে টানছে। সরল আধাপাগলা দুইখ্যা হয়েছে চোর। আর, পরী ভ্রষ্টা।'[১১]

দারিদ্রদোষ গুণরাশি নাশী। এই বিশু, শূয়ার কা বাচ্চা! বড় কারদেষ্টিক ড্রেশ পোষাক দেখছি যে! অথচ একটা কাও জোটাতে পরিস না?

'বিশু ঃ পড়িয়ে শুনিয়ে কত পাশ করিয়েছ? মাইনে বন্ধ করে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওনি? কাজ! কাজ রাস্তায় পড়ে আছে। তবু যখন যা পেয়েছি এনে মাকে দিয়েছি। আর সেই টাকায় তুমি মদ গিলেছ! আমি তোমার খাইওনা পরিওনা।'[৬]

ইন্দ্রনাথ ও বিশুর কথার মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের টানাপোড়েন ও অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা ফুটে ওঠে। ইন্দ্রনাথ সন্তানদের কথা চিন্তা করে নিজে ওভারটাইম কাজ করেছেন। আগে তাদের সেই সমস্যা ছিল না কিন্তু দারিদ্র্যের কষাঘাতে, জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার বাধ্য হয়ে মানুষ নিজের সেই ব্যক্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে না-পেরে ধীরে ধীরে নীচে নেমে যায়। ইন্দ্রনাথ গেয়ে ওঠেন—

'সুখের নেশা চটে যাবে
আজ যেখানে বাসর শয্যা
ফুল সাজে সাজাবে
কাল হয়ত ভাই সেইখানেতে
শ্মশান দেখতে পাবে।'[৭]

হঠাৎ বাণী লক্ষ করে তার মা আর নিঃশ্বাস ফেলছেন না। পরিবারের সকলকে রেখে তিনি বিদায় নিয়েছেন। মদের নেশায় ইন্দ্রনাথের ধারণা, দেহ ছেড়ে আত্মা চারপাশেই ঘোরাঘুরি করছে। আজ সমস্ত ভুলের যেন শেষ হল। এই দুঃখময় সংসার থেকে তার স্ত্রী যেন চিরতরে বিদায় নিয়েছেন। মায়ের মৃত্যুতে বাণীর উপর সংসারের ভার পড়ে গেল, আর ছোটকা নিজেই বুঝে নিল তার জীবনের আর এখন কোন বাঁধা নেই। কেননা সে মরলেও, ফাঁসি হলেও তার মা এখন আর কাঁদবেন না।

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় হরিসাধন নিজের প্রচেষ্টায় সবাইকে ভালো করার প্রয়াসে একটি পাঠশালা বানিয়েছে। হরিসাধন ও বামাচরণের কথায় জানা যায়, যে আবহাওয়ায় সমাজে তাদের বসবাস করতে হয়, সেখানে মানুষ গড়া বড় কঠিন কাজ। এরমধ্যে দু-চারটে মানুষ করে তুলতে পারলে বাহাদুরের কাজ হবে। এরপর-ই হরিসাধনের বক্তব্যে মধ্যবিত্ত সমাজের চরম সত্যবাণী উদ্‌ঘাটিত হয়— 'এরা দুঃখের ঘা খেয়ে এমন মজবুত আর শক্ত যে উৎসাহ আর সুযোগ পেলে এরা অসাধ্য সাধন করবে।'[৮]

মধ্যবিত্ত সমাজের কড়াল গ্রাস বাণীকেও অনেকটাই ঘিরে ফেলেছিল। ফলত হরিসাধন বাণীকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পর বারংবার বাণী সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে থাকে। কেননা সংসার সম্পর্কে তার মনে একটা তিক্ত ধারণা গেঁথে গিয়েছে। সে ভাবে যদি বিয়ে করে এই সমাজে ভিক্ষুক, বেকার বদমায়েশ সৃষ্টি হয়, তবে তেমন বিয়ে না করাই শ্রেয়। শুধু তাই নয় বাণী নিজে বুঝতে পারে তৎকালীন পটভূমিতে বাস্তব বড় কঠিন ব্যাপার, যেখানে বেঁচে থাকা আর টিকে থাকার মধ্যে রয়েছে দ্বন্দ্ব। কেননা উপবাস-অপমান-নির্যাতন আরও বিভিন্ন রকম দুঃখের মধ্যে মানুষের সুন্দর ঘর বাঁধার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে না। এসবের মধ্যেও যে নতুন করে বাঁচা যায়, সেকথা হরিসাধন ও বাণীর কথায় ফুটে ওঠে। স্বপ্ন দেখা বাদ দিলে চলবে না, নতুন

and finally resorts to self-identification in the male dominated patriarchal society. At the outset, she attempts to liberate herself from the shackles of the age old tradition and custom to prove her identity and existing Indian concept of liberated woman seems nothing but a mere illusion. She marries a man of her own choice to show her strong rejection of the prevalent custom and tradition. Within a short period of time, Indu becomes free from the illusion of being a liberated woman. But to her utter dismay, she discovers herself following the model of Indian ideal wife. She is also frustrated by the thoughts and behavior of the progressive minded husband Jayant. She finds herself alone in every moment of life.

Like any other modern woman, Indu oscillates between tradition and modernity, acceptance and rejection, flexibility and rigidity. She strives to find her real self. But she is deprived from many ways. Indu's endeavor for discovering her 'self' begins from her ancestral house which she leaves behind to be free and independence. For going to her roots, she leaves her home which bears the testimony of her roots. Being an educated woman, Indu has her own way of life. Breaking the patriarchal custom, she marries a person of her own choice. Right from the beginning of her conjugal life, Indu is overwhelmed by the positive response of Jayant. Jayant has been able to give her full assurance of security and support. Indu is eager to show her relatives that her marriage is a successful one. She leaves her home to be free, independent and complete as a person. Her initial impression about Jayant is that he is a modern, thought provoking and supporting person. But soon she becomes disillusioned. She discovers that her love marriage fails to fulfill her human necessity. She becomes dissatisfied both psychologically and spiritually. It develops into a mere psychological relation and she starts feeling that she has misused her body. She finds it difficult to express her feelings. O.P. Bhatnagar quotes, "Her desire to assert herself had driven her from affection to hypocrisy". She feels, "But my marriage had taught me this too. I had found in myself an immense capacity for deception. I had learnt to reveal to Jayant nothing but what he wanted to see. I hid my response as if they were bits of garbage" (41).

As Seema Suneel quotes, "Indu's marriage with Jayant denies her fullness of experience. It brings her nothing but a sense of incompleteness. It threatens to rob Indu of her 'self'". She expresses her agony thus, "This is my real sorrow that I can never be complete in myself. Until I had met Jayant, I had not known it….. That was somewhere outside me, a part of me without which I remained incomplete. Then I met Jayant and lost the ability to be alone" (34). After her marriage, her idea

of complete independent vanishes the way dew-drops vanish in the sun shine. Now she turns to normal ways of life from the rebellious marriage. She compromises and tries to do all the activities that her husband, Jayant likes to do. She tells, "Marriage makes one so dependent…… when I look in the mirror, I think of Jayant. When I dress, I think of Jayant, when I undress, I think of him. Always what he wants what he would like. What would please him. It is not he who has pressurized me into this. It is the way I want it to be….. Have I become fluid with no shape, no form of my own?" (54)

We find Jayant as an ordinary Indian though he pretends to possess western style of living. But he wants Indu to be loyal and submissive. Jayant gets shocked by any display of passion or desire on the part of Indu. Therefore, Indu surrenders to Jayant not because she loves him so much but because she wants to avoid conflict. Indu says:

"One hideous ghost of my cowardice confronted me as I thought of this. That I clung tenaciously to Jayant, to my marriage, not for love alone, but because I was afraid of failure. I had to show them that my marriage, that I was a success….. And so I went on lying, even to myself……. Which meant that I, who had despised Devdas for being a coward, was the same thing myself? I had killed myself as surely as he had done". (75)

False dream and illusion forces Indu to move from one house to another with futility. She says, "Jayant and I …. I wish I could say we have achieved complete happiness. But I cannot fantasize" (14). Jayant does not want Indu to be passionate. He wants his wife to be demure and coy even in the bedroom. It is proved from what she says: "Jayant so passionate, so ready, sitting up suddenly and saying, 'no, not now' when I had taken the initiative" (91). By this attitude, Indu feels pain and humiliation. She feels alienated from the self. She now plans differently:

And now I know……. It shocks him to find passion in a woman. It puts him off. When I'm like that he turns away from me I've learnt my lesson now. And so I pretend, I'm passive. And unresponsive. I'm still and dead. (92)

This is how Indu reacts and she pretends to be physically satisfied. At one moment she bursts: "I want to be loved, I want to be happy. The cries are now stilled. Not because I am satisfied, or yet hopeless, but because such demands now seems to me to be an exercise in futility. Neither love nor happiness come to us for the asking" (13). She left her home and married Jayant to be free and independent. But it seems from the circumstances that she has not attained completeness and she is frequently haunted by a "usual feeling of total disorientation". (38)

'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে।
আমি আর বাইতে পারলাম না।'[৩]

রোগীর খবর নিতে গিয়ে পুঁটি ঠাকরুণ ও বাণীর কথোপকথনে জানা যায় তিনি কম-বেশি বিশ বছর ধরে দেখছেন পুঁটির মাকে, সে রাত বারোটা হোক, একটা হোক, স্বামীর জন্যে জেগে বসে থাকতো। এমনকি পুঁটির বাবাও আগে মদ খেতেন না, কিন্তু লড়াইয়ের বাজারে তারও মাথা গেল। স্বাধীনতা পরবর্তীযুগের তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট, জীবন সংগ্রামের কঠোরতা, রুক্ষতা, হৃদয়হীনতা নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারে প্রতিদিন যে ক্ষয় ও শূন্যতা সৃষ্টি করেছে, সেই চিত্র এই নাটকটিতে লক্ষ করা যায়। সমালোচক জানিয়েছেন— 'এই সাংঘাতিক জীবনযুদ্ধের ফলে পারস্পরিক প্রীতির সমন্ধ অটুট রাখা সম্ভব হচ্ছে না। পরস্পর পরস্পরের ওপর দোষারোপ করছে এবং নিজে বাঁচার চেষ্টায় আত্মজনের উপর মমতাহীন হচ্ছে। এই দুঃখ এবং বঞ্চনার মূল কোথায় তা খুঁজে না পেয়ে ক্রমশ তারা সব কিছুতেই অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।'[৪]

নাটকটি সর্বব্যাপী সামাজিক বিপর্যয়ের একটি দলিল হয়ে রয়েছে। 'নবান্ন'র নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের মতো মধ্যবিত্তের 'গ্রোত্রান্তর' এখানেও সত্য হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রনাথ মধ্যবিত্তের অভিমান বিসর্জন দিয়ে এখন সাধারণ দিনমজুরে পরিণত হয়েছেন। সর্বহারা নিঃস্ব রিক্ত দুইটি নর-নারীর মিলনে অর্থাৎ বাণী ও হরিসাধনের জাত-কুলের বাধা, ভেদাভেদ কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন চিরন্তন বিচ্ছেদ নিয়ে আসতে পারেনি। অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পারিবারিক সম্পর্কও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক পরাভবই মানুষের দুঃখের কারণ। অর্থের অভাব, দারিদ্র্যের পীড়ন মানুষের মনুষ্যত্ব ও বিবেককে হত্যা করে অমানুষে পরিণত করেছে। সমাজের বাস্তবতার চিত্রে বর্ণিত সেই মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে ক্রমে ক্রমে নীচুস্তরে চলে আসার বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে বাণীর ছোট ভাই এর কণ্ঠে — 'হরিদা চুপি চুপি আসে কেন? আমরা থাকতে আসে না কেন, আমি কিছু বুঝি না বুঝি?'

অসময়ে দয়া করেছিলেন ওই ভদ্রলোক অর্থাৎ হরিসাধন্তু। কিন্তু সাহায্যটুকু গ্রহণ করায় সমাজের চোখে, নিজের ভাইয়ের চোখে আজ বাণী অনেক কুৎসিত মন্তব্য শুনেও মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছে সব। কোন রাস্তা নেই তার। বাস্তবে দেখা যায় বাইরে কোন ব্যক্তি সহজে ধার দিতে চায় না। ঠোঙা বেচে সংসার ঠিকমতো চলে না বলে বাণী ছোটকাকে চুপ করতে বললে ছোটকা জানায় চুপ করে থাকা নিরর্থক। সংসারের এই বিপন্নজনক পরিস্থিতিতে সে খেতে পায়, পরতে পায় না, দফায় দফায় উপোস, আর তার বাবার রোজ রোজ মদের খোরাক জুটেই যাচ্ছে। তাদের এই দুরাবস্থার কারণ হিসেবে যে মায়ের মৃত্যুকেই বিবেচিত করে। দারিদ্র্যের কঠোর পরিহাসে বাণীর কণ্ঠে চলে আসে মধ্যবিত্ত সমাজের সেই কঠোর বক্তব্যটি যার মধ্যে ফুটে ওঠে ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসের কথা। বাণীর দাদা বিশু ও বাবার কলহের মধ্যে উঠে এসেছে অনেকটা তৎকালীন পটভূমিকায় মধ্যবিত্তের অবনমনের চিত্র—

'ইন্দ্র ঃ Home sweet home ! There's no place like home ... থামলি কেন? বল না। বলে যা। তোর মার কথাগুলো শুনে শুনেও শিখতে পারিসনি? রোজই কেমন বিনিয়ে বিনিয়ে বলে— 'সেই তুমি এমন হলে কেন?' কেন এণন হলাম তার জবাব কে দেবে?

৩) সাহিত্যিক প্রকাশনা ঃ

তুলসী লাহিড়ীর 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' নাটকের মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিক ও তার অবনমন নিয়ে আলোচনা আমার চোখে পড়েনি। তাই আমি এই বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি গবেষণা পত্রটিতে।

৪) পদ্ধতি ঃ

এই গবেষণা নিবন্ধটি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে। নিবন্ধটি প্রস্তুত করতে আকর গ্রন্থ ও কিছু সহায়ক গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

৫) বিশ্লেষণ ঃ

'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' নাটকটির প্রকাশকাল ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৬ সন। বিশ্বরূপায় গিরিশ নাট্য উৎসবে শনিবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ সালে 'অচলায়তন' সংস্থার প্রযোজনায় এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির বক্তব্য সম্পর্কে নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার জানিয়েছেন — 'স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে অর্থনৈতিক চাপে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে নেমে এসে মজদুর শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। ... গৃহকর্তা অর্থ এনে তার হাতে তুলি দিয়ে নিজে বঞ্চিত হয়ে ক্ষোভে দুঃখে সংসারের ওপর বীতরাগ হচ্ছে।'[১]

সাংসারিক জীবনে এই সাংঘাতিক জীবনযুদ্ধের ফলে পরস্পরের প্রীতির সম্পর্ক অটুট রাখা সম্ভব হচ্ছে না। একে ওপরের উপর দোষারোপ করছে এবং নিজকে বাঁচানোর চেষ্টায় আত্মজনের উপর মমতাহীন হচ্ছে। এই দুঃখ ও বঞ্চনার মূল কোথায় তা খুঁজে না-পেয়ে ক্রমশঃ তারা সব কিছুতেই অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। এ ব্যাধির মুক্তিসন্ধান দেবার মতো লোকের অভাব নিতান্তই বর্তমান। তবুও এরই মাঝে কিছু লোক মানুষ হয়ে বাঁচবার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এইসব নৈরাশ্যের কবলে পড়ে অগণিত হতাশায় দিক্‌ভ্রান্ত জনগণ কখনো কখনো দুরন্ত দুর্যোগের রাত্রিতে চপলার ক্ষণিক চমকের মত এইসব জিনভাঙ্গা বুকেও মনুষ্যত্বের প্রকাশ দেখতি পাচ্ছে। এদের নিয়েই লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার নাটকটির বৃত্ত গঠিত হয়েছে। শুধু নৈরাশ্যের কথা নয়, আজকের এই দুর্দিনও কেটে যাবে তার ইঙ্গিত রয়েছে এখানে।

নাটকের প্রথমেই নাট্যকার লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসারের চিত্রটি আমাদের সমানে তুলে ধরেছেন। যার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজ বাস্তবতায় মধ্যবিত্ত সমাজের যে করুণ অবস্থা ফুটে উঠেছে। সমালোচকের ভাষায় — 'ঘরের দিকে চাইলেই বোঝা যায়, কত দীর্ঘদিন ধরে কত অভাব বঞ্চনা বেদনা আর উদ্বেগ নিয়ে, এই সংসারের খেলা খেলে, দানের পর দান হেরে হেরে অবসন্ন লক্ষ্মীপ্রিয়া আজ সংসার থেকে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।'[২]

১৯/২০ বছরের মেয়ে বাণী বিমর্ষ, হতাশ মুখে তাঁর মাথার কাছে বসে রয়েছে। বয়স যাই হোক না কেন ব্যর্থতার তীব্র ব্যাথায় জীবনের দিনগুলি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে তাকে আজ হিসাব নিকাশের অতীত একটা বয়সে উপস্থিত করেছে। সেই সময় পূর্ববঙ্গের মাঝির উচ্চকণ্ঠে শোনা যায় একই গান—

A husband is to be 'a sheltering tree' to a wife. But Jayant is no longer 'a sheltering tree' as he has betrayed her hopes for peace and happiness. Indu willingly surrenders to the demands of conjugal life and moulds herself to the dictates of her husband. Nevertheless, she does not blame Jayant knowing that a man is to 'tear' and a woman is to 'bear'. Though she tries to play the role of an ideal housewife but that curtails her self- development by taking away the free expression and the scope of enhancing her potentiality. She becomes involved with a magazine but she is not satisfied with her works. So, she wants to leave it in order to concentrate on creative writing. But Jayant comes on her way and denies her freedom to leave the job: We need the money, don't we? Don't forget we have long way to go" (38).

Indu despises the idea of woman as a 'rearing machine', a care-taker of the children. In performing such a role, Indu expresses herself, though unwillingly, before patriarchal system- "the systematic subordination of women" (Firestone 01). It seems that she asks herself as to why women should look after the offspring? Why is it not man? It is possible that she intends to erase the division of labour based on sexuality, the sexual caste based system. While mulling so, she probably puts up herself as an unusual girl (masculine girl) who is not interested to be a mother and henceforth, loses her worth and feminine sensibility. Whereas "Women are socially and culturally conditioned to be mothers" (Oakley 187), she should have delightedly admitted the job of taking care of children like an ideal mother. But in real sense she does not perform it and hence alienates herself from self.

Mothers generally want children not to ignore them (the children) but to rear them, nurse them. Women become disappointed and frustrated if their 'maternal instinct' is not fulfilled. It is desirable on the part of Indu that she should accept the role of an ideal mother, if she at all has a 'maternal instinct' and should not leave, for the sake of 'liberation', all that a woman's biology has to perform. Probably, it is due to the fact that she wants to assert herself and therefore thinks that since motherhood is the creation of patriarchy, every woman should deny herself, even in transient, the experience of being a mother, so that patriarchal system is eliminated forever. This kind of feminine sensibility "has recoiled from female biology" (Rich 31). Since women fight to destroy patriarchal oppression to assert their identity, they slowly alienate from the social system for "feminity is itself alienating" (Foreman 151). Being born as girl is the original sin for Indu. She thinks that womanhood is like a curse: "I had committed a great crime by being born a girl" (126). Born as girl, she "could neither assert, nor demand or proclaim"

(132). Indu "does not fit into the world" (102). Then question arises, where does she belong? Indu doesn't know: "Where do I belong?" (Ibid). For this search for origin or roots compels Indu to affirm her identity through the assertion of female identity: ….. assert yourself. Don't suppress it. Let it grow and flourish, never mind how many things it destroys in the bargain (132).

Indu prevents her conscience. She leaves behind her middle class value. She is overtaken by sense of futility. She develops an adulterous relationship with her cousin, Naren as a consequence of unhappy married life. At the outset she feels, "I'm essentially monogamous, for me, its one man and one man alone" (89).Then she surrenders to Naren twice. Thereafter the question of 'adultery' haunts her. On the one hand, she does not take adultery as a sin but next day, she grimly thinks about the enormity of adultery:

Adultery…… What nuances of wrong doing….. no, it needs the other stronger word….. What nuance of sin the word carries. I will now brood on my sin, be crushed under a weight of guilt and misery. (170)

Now, she realizes that she has cheated her husband whom she loved so passionately, inviting other man in her life. Realizing her self-identification she decides to go back to Jayant to start a new life. She declares unequivocally: "Nevertheless, I knew I would not tell Jayant about Naren and me" (205). Thus, she wants to forget her past and starts a fresh life.

Indu finally feels that she has been chasing a shadow leaving her roots far behind. Naren with whom she developed a physical relation is nothing more than a shadow to her. Naren has no permanent place in her memory. Therefore, she must go back to Jayant. As R.S. Pathak quotes, "it is she, who is to blame for the marital discord in their lives. She, being a narcissist, "had locked herself in a cage and thrown away the keys"(45). She created problem because she thought that marriage hampered her individuality as she regarded it as a 'trap' and not a cordial bond. She also realizes,

But what of love for Jayant, that had been a restricting bond? Was it not I who made it so? Torment? Had I not created my own torment? Perhaps it was true….. There was only one thing I wanted now….. and that was to go home….. the one I lived with Jayant. (87)

Now it looks the house that she once discarded, becomes the house of refuge, of solace and consolation. Akka's house provides Indu ample opportunities to know her. It is here that she has been able to discover her roots as an independent woman, a daughter and an ideal wife. She starts her life freshly; Yes the house had been a trap too, binding me to

জমিদারতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতিসকল স্থানেই মধ্যবিত্ত ব্যক্তিমানুষ দাবার গুটির মতো চলাফেরা করেছে। ১৯৪৭ পূর্ববর্তীকালে গ্রামজীবন থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রকৃত উত্থান এবং ১৯৪৭-৫৭ কালপর্বে চলতে থাকে তাদের গ্রামীণ খোলস পরিবর্তন। এই সময়ে নাট্যকারগণ কাহিনি বর্মনায় যতটা নিবেদিত প্রাণ, মধ্যবিত্ত জীবন চিত্র নির্মানে ততটা মনোযোগী ছিলেন না। ১৯৫৮-৭১ সময় পরিসরে বহুবিধ সংঘাত, সংঘর্ষ ও কালিক বৈরিতায় মধ্যবিত্ত হয়ে উঠেছে সতেন শ্রেণিবদ্ধ। আত্মসচেতন মধ্যবিত্ত জীবন রূপায়ণে এর সময়ে নাট্যকাররা হয়েছেন সক্রিয় সচেষ্ট। পরবর্তী ১৯৭২-৮১ কালপর্বে মধ্যবিত্ত জীবন উপস্থাপনায় নাট্যকারদের দক্ষতা ও বিচক্ষণ ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি ১৯৮২-৯০ পর্বে মধ্যবিত্ত জীবনের সূক্ষতর প্রচেষ্টা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ নাটকের অবয়ব নির্মাণ করেছে। এবং তা হয়ে উঠেছে সাফল্যস্পর্শী। বঙ্গদেশের নাট্যকারগণ প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণিজাত। তাঁদের যাপিত জীবন অভিজ্ঞতা, ফলিত জীবনধারা মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন রূপায়ণে হয়েছে অত্যন্ত সহায়ক, স্বচ্ছন্দচারী, বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ ও দক্ষতা চিহ্নিত। ফলত বঙ্গদেশের নাটক অনেকাংসে হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনভাষ্য।

যুদ্ধ মন্বন্তর, দেশবিভাগ ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনা বাঙালির সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে আকস্মিক বিপর্যয় এনে দেয়। পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের অসহায় দুর্গতি, লক্ষ লক্ষ লোকের বাস্তুত্যাগ, খোলা রাস্তা, স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ও বদ্ধ তাবুর মধ্যে অসংখ্য শরণার্থী জীবনযাত্রা, সমাজের দৃঢ় ভিত্তিভূমিকে বিধ্বস্ত করে ফেলে। পারিবারিক জীবনের লজ্জা, শালীনতা ধূলায় মিশে যায়। ভূমিজীবী সমাজের বিলোপের ফলে একান্নবর্তী পরিবারের জীবনের মূল ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থনৈতিক সংকট ও পরিবারিক আদর্শের পরিবর্তনের ফলে মধ্যবিত্ত সমাজের নারী স্বাধীনবাবে অর্থ উপার্জনের জন্য বাইরের বিভিন্ন রকমের চাকরি গ্রহণ করে। ফলে মানুষের নীতি, সংস্কার ও মূল্যবোধের পরিবর্তন বার বার লক্ষ করা যায়।

২)উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালে ও পরবর্তীকালে নাট্যসাহিত্যে বিভিন্ন রকম শ্রেণির রূপান্তর লক্ষ করা যায়। মধ্যবিত্ত সমাজ এখন উপেক্ষিত, কিন্তু এই মধ্যবিত্ত সমাজের পরিবারভুক্ত জীবন, তার সমস্যা ও সংগ্রামের চিত্র লক্ষ করা যায় বিধায়ক ভট্টাচার্যের ‘ক্ষুধা’, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মোকাবিলা’, কিরণ মৈত্রের ‘বারো ঘণ্টা’ ও ‘চোরাবালি’, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কেরাণীর জীবন’, সুনীল দত্তের ‘হরিপদ মাস্টার’, তুলসী লাহিড়ীর ‘লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার’, মনোজ মিত্রের ‘পাখি’ ও রামরমণ ঘোষের ‘শতাব্দীর পদাবলী’ ইত্যাদি নাটকে।

মৃত্যুঞ্জয়ী মধ্যবিত্ত জীবন সাহিত্যের কানাগলিতে মুখ লুকায়নি, সাহিত্যের নানান উপাদানের অন্যতম প্রাচীন উপাদান ‘নাটক’। এই নাট্য সাহিত্যের জগতেও দেবতাদের পেছনে ফেলে মধ্যবিত্ত মানস তাদের নিজস্ব অবয়ব প্রদর্শন করেছে। বিংশ শতকের নাট্যজগতে মধ্যবিত্ত মানসক তাদের নিজস্ব অবয়ব প্রদর্শন করেছে। বিংশ শতকের নাট্যজগতে মধ্যবিত্তের ছোবল কিভাবে পড়েছিল, তা-ই এই গবেষণা পত্রে তুলে ধরার চেষ্টার প্রয়াস মাত্র। আমি আমার এই গবেষণা নিবন্ধের আলোচনায় তুলসী লাহিড়ীর ‘লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার’ নাটকের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিকতা ও তার অবনমনের চিত্রকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol. - 6 No. - 2, July, 2019
pp, 100-110

Middle Class Mentality and its Gradual Fall: A Study of World of Laxmipriya by Tulsi Lahiri

Dipankar Saha
Research Scholar, Dept. of Bengali,
Gauhati Univ., Guwahati-781014

Abstract:

Middle class people are not categorized in any extraordinary sense; it is used in the sense that in the class structure of the society it occupies a middle stage. This class does not end though they face rise and fall, social and political struggle and conflict. In the evolution of the society this class never loses its significance. However, the meaning and its importance is not the same in countries across the world. Throughout history this class has not remained dormant or recessive; it has been active; making its presence felt in every walk of life. Most of the literary works in the world have dealt with this class, representing its hopes and aspirations, reflecting its dreams and frustrations, analyzing its problems and tribulations. How the influence of middle class life has influenced the twentieth century dramatic literature and how its gradual fall is witnessed in this literature is the theme of Tulsi Lahiri's "World of Laxmipriya" which is the aim of this paper to discuss.

Keywords: *middle class, bourgeois, social, existence, poverty.*

১) ভূমিকা

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত মন ইংরেজদের হাত ধরে পদার্পন করে। যা ভারতবর্ষের বুকে নতুন প্রাণ বলেই পরিচিত লাভ করে। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মধ্যবিত্ত সমাজের বিজয় তোরণ ভারতবর্ষের বুকে শাজাহানী স্বপ্ন নিয়ে আঁকড়ে বসে। এই মধ্যবিত্ত সমাজের মন সর্বদাই দোলাচলতায় বদ্ধ অর্থাৎ মন তাদের দুইমুখো ছবির মতো। মূলত ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি করেছিল ভারতবর্ষে। কোন একটি নির্দিষ্ট বৃত্তিকে কেন্দ্র করে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ হয়নি। নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে তেকে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধি করতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি-সমাজ আশ্রয় নিয়েছে মানসিক বুদ্ধির। রাজতন্ত্র,

past I had to move away from. Now, I felt clear, as if I had cut away all the unnecessary uneven edges of me. (204)

The narrative ends with a note of affirmation. Indu asserts her female identity as an ideal mother and also a stakeholder in the endless cycle of life. Now she likes to live with the possibilities of growth.

Indu's uncompromising self that got alienated finds its roots in the home and with her husband. Shadows of her life disappear and she sees the clear light of day with self-identification and discovery of her authentic feminine self. In this way she discovers the true sense of life in her continuous journey to individual existence.

Works Cited:

Bhatnagar, O.P. "Indian Womanhood: Fight for Freedom in Roots and Shadows", *Indian Women Novelists,* Ed. R.K. Dhawan. New Delhi: Prestige, 1991. Print.

Deshpande, Shashi. *Roots and Shadows,* Hyderabad: Orient Longman, 1983. Print.

Firestone, Shulamith. *The Dialectic of Sex,* New York: Bantam Books, 1970. Print.

Foreman, Ann. *Feminity as Alienation: Women and the Family in Marxism and Psychoanalysis.* London, 1977. Print.

Oakley, Ann. *Women's Work: The Housewife, Past and Present.* New York: Pantheon Books, 1974. Print.

Pathak, R.S. *The Fiction of Shashi Deshpande*. New Delhi; Creative Books, 1997. Print.

Rich, Adrienne. *Of Woman Born.* New York: W.W. Norton, 1979. Print.

Suneel, Seema. "Marriage, a compromise - A Study of Shashi Deshpande's The Dark Holds No Terrors", *Man-Woman Relationship in Indian Fiction.* New Delhi, Prestige Books, 1985. Print.

***

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol. - 6 No. - 2, July, 2019
pp, 14-24

Feast of Merit as Festival of Sacrifice of Personal Wealth for Faith and Belief in Angami Culture

Kevizonuo Kuolie
Asst. Prof. & Head, Dept.of English, ICFAI Univ., Dimapur, Nagaland

Abstract

The Feast of Merit is understood as a real and rare contributory feast offered to the whole village community by a prosperous couple in Tenyimia society. To have a deeper understanding of such traditional socio-cultural conduct and practice, this paper delimits the area study to the Angami, a major sub-community of Tenyimia group of Nagas.

The paper highlights the actual meaning, layers of performing feasts fore-grounded by ritual performance and performers. It also highlights how a couple decides to offer such significant cultural conduct at the cost of economic sacrifice; its background of faith and belief; period of event and process; the social response; achievement of social status; signification of housing design; series of feast for higher social status during life time and at the time of death.

Keywords : *chümetsie; terhünyi; sekrenyi; khreidze; kizhie; bo; kikia;*

Introduction

The term 'feast of merit' as used by a number of scholars, probably might have coined its phrasal name in English, for the sake of easy understanding to mark manner of personal achievement of the couple player. It does not carry the conceptual meaning of its traditional term 'chümetsie' /ch?metsye/ (the common term) literarily means 'meat-salt' (meat and salt). This type of offering feast has other names in series, viz. (i) thesha, (2) zhatho, (3) leishü, (4) ketsieshü, (5) ketsie-petha, (6) rüzie-hie. These terms are specific and applied in the manner of up-gradation and nature of ritual performance. However the term,

১০) স্বর্ণকুমারী দেবী— তদেব, পৃঃ ২৫।
১১) ড. রামেশ্বর শ— প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১।
১২) স্বর্ণকুমারী দেবী— প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪।
১৩) স্বর্ণকুমারী দেবী— তদেব, পৃঃ ৩৫।
১৪) ড. অতুল কুমার দাশ— বাংলা পত্রোপন্যাস, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, সংস্করণ- অক্টোবর- ২০০১ পৃঃ ৮৮।

***

ডাক্তার বোস (বিনয় কুমার) কে জানিয়ে দিয়েছে। স্বামী নির্বাচনের এই স্বাধীন ইচ্ছা পরিবর্তিত মূল্যবোধেরই ফসল।

এককথায়, মণি প্রগতিশীল ও পরিবর্তিত মূল্য বোধের প্রতীক। এই মনোভাব নিয়ে তার প্রেম ভাবনার প্রকাশ ঘটানো হয়েছে বলেই 'কাহাকে' উপন্যাসটি এতবেশি জীবন্ত ও আকর্ষণীয়। বলাবাহুল্য, উপন্যাসটি নায়িকাসর্বস্ব এবং তার চরিত্রের বিকাশ পরিণতির দিকেই লেখিকার মনোযোগ বেশি ছিল। তাই বহির্ঘটনার আতিশয্য অপেক্ষা মণি চরিত্রের অন্তর্জগৎ ও তার হৃদয় রহস্যটিকে উদঘাটনেই লেখিকার তৎপরতা বেশি দেখা যায়। তাই সমালোচকের বক্তব্য, "নায়িকা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলাই ঔপন্যাসিকের চেষ্টা ছিল। মৃণালিনীর অর্ন্তদ্বন্দ্ব বহির্বাগত ঘটনাজাত নয়-সবই আভ্যন্তরীণ।" এই আভ্যন্তরীণ ভাবনার ওটা-নামা, ভাবের ক্রমবিবর্তন মূল্যবোধগুলিকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে বলেই বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে 'কাহাকে' উপন্যাসটি একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে আছে।

ঋণ গ্রহণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১) চিত্তরঞ্জন লাহা— মূল্যবোধ ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস, কোলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, ২০০৭ পৃষ্ঠা- ১৪।

২) দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়— (সম্পাদিত) বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন ঃ বাংলা উপন্যাস, কোলকাতা: কথামুখ, দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০০২ পৃষ্ঠা- ৩৬।

৩) স্বর্ণকুমারী দেবী— 'কাহাকে' কোলকাতা: দেজ, প্রথম প্রকাশ; জানুয়ারি, ২০০২ পৃঃ ১৫।

৪) ড. রামেশ্বর শ— আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভুমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, কোলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, "সামাজিক ভাঙন ও মানবীয় মূল্যবোধের বিপর্যয়" প্রবন্ধ, পৃঃ ৭৫।

৫ স্বর্ণকুমারী দেবী— প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

৬) প্রসূন ঘোষ— উপন্যাসের নানা স্বর, প্রথম প্রকাশ পৌষ-১৪১১ জানুয়ারি ২০০৫, কোলকাতা: এবং মুশায়োরা, পৃঃ ৯৮।

৭) প্রসূন ঘোষ— তদেব, পৃঃ ৯৮।

৮) রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়— উনিশ শতকের নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৯৯ কোলকাতা : পুস্তক বিপণি, পৃঃ ১২১।

৯) স্বর্ণকুমারী দেবী— প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

'zhathozhachü' /•atho•ach?/ is commonly used for its inclusive meaning.

How, this offering feast is taken in the sense of 'act of economic sacrifice' can be understood under the following headlines elaboration.

Period of the Event

All types of feast of merit fall during Terhünyi festival. Every village of the Angamis has either five or six festivals in a calendar year. Sekrenyi and Terhünyi are the two major festivals and the rest are minor festivals. Two allied festivals are also celebrated. The date and month of each festivals or allied festivals are celebrated at regular interval in a calendar year. An interesting feature found in Tenyimia community with special reference to the Angamis is that whether a village is big or small in size and population, every village has its own fullest polity in all affairs of management. Even date and month of festivals of a particular village are found to be differed from her immediate neighbouring villages. The reason is on ground of agricultural season. Festivals of Tenyimia community follow lunar months and dates. Sekrenyi is the festival of purification of life of men-folk. Terhünyi is a post-harvest festival celebrated to mark gratitude to the god and the goddess. These two major festivals of the Angami community are celebrated for five days. The celebration comes in succession with the month of Doshü (January) in between marking the beginning of a new year and ending of that year. Other festivals are associated with agricultural activities.

The importance of Terhünyi is multi-dimension. Apart from its main purpose of wealth sacrifice, it is the time and period to mark the love and remembrance of souls of the relatives or love ones. It is also the time to conduct 'rituals of appeasement' at souls of death persons. It is the festival during which clan members are reunited, married sisters, paternal aunties and maternal uncles are brought to the performer's family as one family. Old friends are renewed and new friends are welcomed, love and affection unto other families are paid attention to, identification of true friendship is also measured on the basis of intimacy.

Who are the Performers

In pre-Christian era, a living couple is the only eligible people to conduct feast of merit to the village community. In other words, bachelor, spinster, widow or widower cannot perform such event despite how rich he/she is. In earlier tradition, marriage is conducted in the month of Doshü which is considered to be a clean lunar month. If the bridegroom is from a rich family, the parent would propose such honour to his newly wedded children. As Terhünyi falls in the month of Rüde (corresponding month is December), all necessary preparation will be set forth by the

parent, the fact that the father and mother greatest wish is to let his children achieve to a dignified socio-religious and socio-economic status during their life time. A couple, even if not from rich family can conduct such dignified feast, provided their self-assessment is secured. Their prosperity is accounted on rich harvest of crops in successive years paired with growth of their cattle. Life of the family too is an important factor. I case of death of a family member such proposition is discarded for several years.

Normally new proposition is yielded upon a prospering couple by elderly people when people are feasting at the house of the couple who is offering such feast of merit. In such a situation, suggestion comes by marking the couple's prosperity, elderly people would say, "God is blessing unto you, you must please God's will in return". However, it is forbidden to pronounce even a word in acceptance. The couple of course, will discuss in private by way of assessing their achievements of wealth. They will be under the condition of 'conflict situation', but the course of taking final decision lies with them only. The proposition will end along the long silence of the couple. In case of a positive decision, they will hold the first step of ritual called 'khreidze' in the morning of Kerunyi festival. It is the symbolic step and till end of the offer feast, the couple will remain under ritual incubation. During the period, the couple will discuss everything in detail, planning for the management, assignment to be given to different person in terms of ritual conduct, collection of materials, looking after the domestic animals, preparation of food for their attendants before the festival, during festival and post festival etc. Starting from the initial step taken, all preparations would be set to readiness throughout the seven months. The couple will get free service from the village community for harvest, cutting of firewood, collection of vessels for preparation of rice beer, pounding of paddy into rice for both meal and drink etc. When the season month of the festival is stepped in, every type of work in the management of the offering feast is assigned to capable persons.

Faith and Belief

In this context, faith and belief behind sacrifice of wealth is not only the driving force and passion of the couple, but also the village community as well. The moral concept of the community is understood that a pious man or woman is always blessed. Blessing is believed to come to reality in the sign of prosperity of the family in all respect. In every walk of life of the community, economic prosperity is considered and the foundation of security and well being of life. Production of wealth

অনেকটা শিথিত হয়ে পড়ে।”[৮] এই শিথিলতা একাধারে উদারতা ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী। স্ত্রী পুরুষের সমানাধিকার বোধ এবং কার্যক্ষেত্রে বহু সুযোগ সুবিধার কথাও এই মেলামেশার মধ্যে নিহিত হয়ে আছে। তাই উপন্যাসের মধ্যে মণির উক্তির “টেনিস খেলা উপলক্ষে হপ্তায় তাহার (ভগ্নীপতির) বাড়িতে ছোট খাট একটি স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলনী হইয়া থাকে।”[৯] মূল্যবোধের পরিবর্তনের একটি ভিন্নতর দিক হল নব্য আবির্ভূত ইংরাজি শিক্ষায় গর্বিত তথাকথিত সমাজের পরিবর্তিত নব প্রজন্মের স্খলনমুখর দিকটি যায় প্রতীক রমানাথ চরিত্র। সে কথায় কথায় ইংরাজি বলে, চালচলনে ইংরাজিয়ানার পরিচয় দেয় “বাঙ্গালা গান আমি বেশী জানিনা’ একথা নির্দ্বিধায় বলতে পেরে গর্ববোধ করে।[১০] এই শ্রেণির কিছু সংখ্যক যুবক মূল্যবোধের পরিবর্তনকে হাতিয়ার করে নিয়ে সমাজকে যেভাবে অধঃপতনের পথে নিয়ে গেছে তাকে বলা যায় মূল্যবোধের অবক্ষয়। সেই সময় স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে, মাতৃভাষাকে তুচ্ছ মনে করে, তাকে অবমাননা করে আদর্শচ্যুত এহেন বাঙালি নিজেকে পাশ্চাত্যাভিমুখী করে তোলার যে চেষ্টা করছিল তা-ও নিঃসন্দেহে মূল্যবোধের পরিবর্তনেরই ইঙ্গিতবাহী। অবশ্য মূল্যবোধের এই বিবর্তন সঠিক পথ নয় বলে অনেকে মনে করেন, “একদিকে সামাজিক বাঁধন ছিঁড়ল, সামাজের রীতি-নীতি ভাঙল, অন্যদিকে অন্তরের সম্পদ, জীবনের বৃহৎ মূল্যবেধ, শ্রেষ্ঠতম আদর্শভাবনা থেকে বাঙালি ভ্রষ্ট হল। আদর্শের উচ্চ কোটি থেকে জীবন দৃষ্টির এই স্খলনই হল আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় অভিশাপ।”[১১]

বিবর্তিত মূল্যবোধজনিত নৈতিক অধঃপতনের দিকটি উল্লেখ করলেও স্বর্ণকুমারী দেবীর উদ্দেশ্য ছিল পরিববর্তিত মূল্যবোধের সুফল দেখানো। তাইতো মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলে তার নায়িকা আর অন্তপুরচারিণী হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে দৃপ্ত, দৃঢ়চেতা, অসীম সাহসিনী ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখরা। পরিবর্তিত মূল্যবোধজনিত শক্তিই তাকে এখানে এনে দাঁড় করিয়েছে। সে একাধারে প্রেমিকা আবার সেই শক্তিতেই প্রতারিতের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব পোষণ করার মনোবলে বলীয়ান। অধিকার সে ভিক্ষা করে পেতে চায়নি, স্ববলে অর্জন করতে চেয়েছে। তাই এমন একটি অভূতপূর্ব দাবিও সে করতে পারে, “পুরুষ পত্নীতে যেরূপ অক্ষুন্ন অমর পবিত্রতা, অনাদি অনন্ত নিষ্ঠতা চাহেন, আমি তেমনি আমার স্বামীর সমস্ত আমার জীবনই আমার বলিয়া অনুভব করিতে চাহি।”[১২] এই দাবি পূরণ করতে পারেনি বলেই রমানাথকে সে গ্রহণীয় বলে মনে করেনি। স্বামী হবার যোগ্যতা সম্পর্কে মণির স্পষ্ট ভাষণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য “যে আমার ক্ষমার পাত্র, সে আমার প্রণয়ী, আমার স্বামী হইবার যোগ্য নহে, আমার স্বামীতে আমি সূর্যের মত জ্যোতিষ্মান গৌরবমণি দেখিতে চাই।”[১৩] এহেন ভাষণ যদি উনিশ শতকের নারী চেতনার প্রকাশে ভাস্বর হয়ে থাকে তবে এই চেতনা নিঃসন্দেহে মূল্যবোধের উৎস থেকে জাত হয়েছে বলতে হয়। এমনকি পরিবর্তিত মূল্যবোধকে অঙ্গীকার করে নিতে পেরেছে বলেই সে আধুনিক শিক্ষিত প্রগতিবাদী মনস্কতার পরিচয়টি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে এবং বিয়ে করার ক্ষেত্রে নিজের বিরুদ্ধ মতামতকে তুলে ধরেছে পিতৃ সকাশে চিঠির মাধ্যমে। এমনকি স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্রকে না-দেখে এবং তাকে সঠিকভাবে যাচাই না করে নির্দ্বিধায় বিয়েতে মত দেওয়ার পক্ষপাতিও সে নয় একথা সে স্পষ্টভাবে

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে' উপন্যাসটি একটি মিলনান্তক প্রেম সম্বলিত সামাজিক উপন্যাস। এতে কেন্দ্রীয় আকর্ষণ মণি ওরফে মৃণালিনী চরিত্রের বিবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে অতি সন্তর্পণে স্থান পেয়েছে তৎকালীন বিবর্তিত মূল্যবোধের একটি সুচিত্র। সবকয়টি চরিত্রই নির্বিচারে পরিবর্তনশীল মূল্যবোধের দ্বারা চালিত ও প্রভাবিত না-হলেও সমাজজীবন যে পাল্টে যাচ্ছে, পরিমার্জিত হতে চলেছে তার একটি স্পষ্ট আভাস অবশ্যই দিতে পেরেছেন লেখিকা।

উপন্যাসটির শুরুতেই লক্ষ্যণীয় যে, মূল্যবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার বিরোধী আন্দোলন সেই সময় প্রচণ্ডভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এর প্রভাব ও ছায়া এসে পড়েছিল মণিদের পরিবারের অভ্যন্তরে, যার ফসল হিসাবে আমরা মণির স্মরণীয় উক্তিটি উল্লেখ করতে পারি, "আমাদের দুই বোনের কাহারো জন্ম কোষ্ঠী বা ঠিকুজি নাই।"[৩] গণক দ্বারা নবজাত শিশুর জন্মকোষ্ঠী বিচার ও ঠিকুজি তৈরি করা ছিল সেদিনের সমাজের একটি চিরাচরিত রীতি। অথচ এই স্বাভাবিক চিত্রের পরিচয় এখানে স্থান পায়নি বরং না-পাওয়ার কথাটি সোচ্চারে ঘোষিত। কারণ, ইতিমধ্যে সমাজে নবচেতনার প্রকাশ ঘটে যাওয়ায় ও সমাজ মানসিকতার অনেকটা অগ্রগতির ফলস্বরূপ সমাজবিধির এই দিকটি মণিদের সংসারে উপেক্ষিত হয়েছে, অবহেলিত হয়েছে সংস্কারাবদ্ধ বিধিবিধানের নাগপাশটি। এমনটি সম্ভব হয়েছে পরিবর্তিত মূল্যবোধের তাগিদা ছিল বলেই। সমালোচকের ভাষায়, "এইভাবে পুরানো সামাজিক কাঠামো ভেঙে যায় এবং সমাজের দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধগুলি ভেঙে যেতে থাকে। যে-সমস্ত বিধি বিধান সামাজিক ও পারিবারিক রূপবন্ধনকে আগলে রেখে নবযুগের নতুন জীবন দৃষ্টিতে সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে অর্থহীন প্রতিভাত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের ব্যবস্থায় অচল প্রতিপাদিত হয়।"[৪] মূল্যবোধজনিত সমাজ মানসের এই পটপরিবর্তন ও সংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্তির চেষ্টাস্বরূপ আরও একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী। তাই বিশ বছরের বেশি বয়স হওয়া সত্ত্বেও নায়িকা মণির বিয়ে হয়নি। যে বঙ্গ সমাজে 'গৌরীদান' রীতির প্রাবল্য ছিল, সেখানে দাঁড়িয়েও মণি পরিবর্তিত মূল্যবোধে তাড়িত হয়ে বলতে পারে, "ধরিয়া লওয়া যাক, আমার বয়স তখন আঠার উনিশ, আমি এখনো অবিবাহিত। শুনিয়া কি কেহ আশ্চর্য হইতেছেন? কিন্তু আশ্চর্য ইহাতে কি আছে? কি আজকালত এমন অনেকেই ইহার চেয়েও অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকেন, আমিও নাহয় আছি।"[৫] এই বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত হয় যে, মণির বিয়ে না-হওয়াটা উনিশ শতকের শেষ ভাগের নবচেতনা প্রসূত মূল্যবোধের জায়গা থেকে উদ্ভূত এবং তা নতুন কিছু নয়। সেজন্যই সমালোচকের ভাষায় বলা যায়,"যে বয়সে বাঙালি মেয়েদের বিয়ে সচরাচর হত সেকালে, সে-বয়স অতিক্রম করেছিল মণি। যে সমস্ত বদ্ধমূল সংস্কার সে-সময় নারীদের দেহ মজ্জা জুড়ে থাকত, সে সংস্কার নায়িকা (মণি) র ক্ষেত্রে ছিল না।"[৬] তাইতো এই নারী, বিবর্তিত মূল্যবোধকে অঙ্গীকার করে নিয়ে হয়ে উঠতে পেরেছে "উনিশ শতকের নারী জাগরণের প্রতিনিধি"।[৭] সে সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারেরই কন্যা অথচ ইংরাজি শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত একজন মহীয়সী নারী। এই নারী যেন যুগস্বভাবেরই বাণীবাহক যে যুগ পরিবর্তিত মূল্যবোধকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জনৈক সমালোচকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, উনিশ শতকের শেষের দিকে "পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারী ও পুরুষের মেলামেশার গণ্ডি

is the fruit of sweat, the earned reward of a worker. However, beside physical labour rendered by man every thought and action is believed to be under the surveillance of a master called God. In this notion, nature including human being is in total dependence to that/those supernatural hand. Understanding such notion, religious philosophy becomes a powerful human knowledge that governs the mind to choose the right conduct. Conforming to such universal notion, the Tenyimia community has the belief that god is the provider of all richness and that offering feast of merit to the village community is an act of that wisdom to please god so that god will shower more blessing unto such faithful individual/family or community. For every move of ritual, an elderly man who is an expert in ritual performance will be present to advice the family.

The desire and passion behind faith and belief is reflected in the invocation prayer. Prof. D.Kuolie termed the class of invocation recitals of Tenyimia oral narratives as 'invocation poetry'. Indeed, it is justified as all themes and structures of blessing invocation are highly poetic and metrical as well. In other words, the power of expression contains in the invocation recital serves as the propelling force towards the scene of wealth sacrifice. The following lines (D.Kuolie : Tenyimia Folklore and Verse : A Quest For Beyond) of Phichüja (Priest's blessing) reflects the values behind psychological development.

Wo… Let your domestic animal be grown to you,
Overfilling your home and fill your surroundings.

Wo… Let your seeds that sown in soil bed be germinated,
Overfilling its bed and shall cover the surroundings,
Creeping over tree-trunks and rocks.

Wo… The place that your house stands
Shall not be a dwelling place of poverty;
Neither shall be a habitat of ill health nor death;
But shall be a dwelling place of growth of life;
Be a place of festive celebrity;
Be a dwelling place of abundant wealth.

That goodness and righteousness is hereby bestowed unto you
To let you live surpassing others
And let you be exemplary personnel leading to the merit of new life.

(Soumen Sen & Desmond L.Kharmawphlang, ed. - Orality and Beyond, page-127-140)

The Sacrifice of Wealth

The offering couple starts preparation at the cost of their expenses. The cost of the feast is estimated on the size and population of the village. For a medium village size, having approximately 300-400 households and population of 1500-1600, 7-8 oxen would be killed and butchered for the feast. In addition to those oxen two matured pigs are also killed. For rice-beer preparation, about 10 leitei (rice-beer vessel) would be brewed. For a rough assessment, one leitei may contain about 2000 litres capacity. Approximately, 200 kg. of sticky rice is required for preparation of rice-beer for a vessel,. Also for meal, rice about one metric tone would be pounded and kept ready for the main five-day celebration.

Indeed, from modern point of view, the cost of those food provisions is nothing. However, the wealth of a family is measured by counting head of domestic animals, mainly cattle and storing paddy containers. The granary is purely self-products of crop. A rich family will have paddy as old as 15 years in its granary.

Social Response

The couple who offers feast of merit does never depend on any other contribution from others. They are completely on their own feet. However, they are never left to single hand condition. Apart from rendering free services to them, every family present something or the other in support of the feast contributing couple. Present may be in different form. Intimate friends give present to the extent of matured bull. Other presents are rice, paddy, salt etc. In those days, scarcity of common salt as an essential commodity is known, and that a friend's present of two packets (about 2 kilograms) of common salt is most respected. Likewise, despite their unconditional offer of such feast, they got more present/contribution from fellow villagers.

Counting of Days Prior to Actual Festival

Every major activity pertaining to the feast is marked by its day-name. The opening is launched by the senior priest of the village. The day is called nyishie /ñî?ê/ which is the 9th day of the lunar month. On that day, rice-beer making processes will begin. The day will be followed by two days, that is the 10th & 11th are called lietha. On the 10th day the stewards will distribute the dipped rice to the neighbours for pounding into flour. When the flour, meant for rice-beer making are brought back,

শিল্পের মধ্যদিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিফলিত হয় আর উপন্যাসের মধ্যে তাকে খুঁজে পেতে সহজ হয়।

আজ নরনারীর সম্পর্ক, শিক্ষা, রক্ষণশীলতা ইত্যাদি মনোভাবের বদ্ধ গৃহে আলো-বাতাস প্রবেশের অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছে শুধুমাত্র মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলেই। বিবর্তিত মূল্যবোধের আলোচনা করতে হলে সামাজিক সম্পর্কগুলির প্রতি সতর্ক হতে হয়। তাই পরিবর্তন দেখা দেয় গুরুজনের সঙ্গে লঘুজনের, পিতা-মাতার সঙ্গে পুত্র-কন্যার সম্পর্কে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কে, প্রবীণ প্রজন্ম ও নবীন প্রজন্মের। তাছাড়া নৈতিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তনকেও অস্বীকার করা যায় না আজকের যুগে দাঁড়িয়ে। তবে মূল্যবোধ একটি বিশেষ যুগের প্রেক্ষিতে যতই সত্য ও মূল্যবান হোক না কেন, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সেগুলির মূল্য ও মহিমা অনিবার্য রূপেই হ্রাস পায়। এক কথায় মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। তবে এই পরিবর্তন একদিনে ঘটে না। স্বাধীন চিত্ততা, শিক্ষা, প্রতিবাদী চেতনা, অভিরুচি, বাহ্যিক প্রভাব মানুষকে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটাতে ইন্ধন যোগায়। অবশ্য মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে গেলে কিন্তু তা সকলে মেনে নিতে বাধ্য হয়, কিন্তু যারা নির্দ্বিধায় মেনে নেয় না কিংবা মানতে পারে না তারা প্রাচীনপন্থী নামে আখ্যায়িত হয়। ভালোমন্দের দাবি সেখানে খাঁটে না — পরিবর্তনটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। জনৈক সমালোচক বলেন, "মূল্যবোধ ব্যাপারটা যেহেতু অচল অনড় কিছু নয়, এক যুগের মূল্যবোধ অন্যযুগে আদর এবং আসন পায়না, তাই একযুগের মানুষের আচার আচরণ অন্যযুগের মানুষের কাছে অপরিচিত ও অদ্ভুত ঠেকে। স্বাভাবিক ভাবেই সংঘাতের সৃষ্টি হয়। আবার সেই সংঘাতের মধ্যেদিয়েই নূতন মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় এবং সেটাও স্বাভাবিক।"[১] — মূল্যবোধের বিবর্তনের এই যে সংঘাত তারই সুচিত্র পাওয়া যায় স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে' (১৮৯৮) উপন্যাসটিতে।

তখন ঊনবিংশ শতকের শেষ দিক, মূল্যবোধ পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে ভারতবর্ষে তথা বঙ্গদেশে। তাইতো সমালোচক মনে করেন, "ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙালির জীবনে পালাবদলের এক সুদীর্ঘ এবং তুমুল আলোড়ন। মধ্যযুগের তামসিকতা থেকে আত্মউন্মোচনে একটি জাতিসত্তা নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছে প্রাত্যিস্বিক থেকে বিশ্ববলয়ে।"[২] — এই আলোড়ন স্পন্দন অবশ্যই মূল্যবোধ পরিবর্তনকে সূচিত করে। এরই আভাস পাওয়া যায় 'কাহাকে' উপন্যাসটিতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙালি সমাজ ছিল প্রায় পুরোপুরি গ্রামনির্ভর। প্রথাজীর্ণ, অবসাদগ্রস্ত এই সমাজ বিভিন্ন প্রকার সংস্কার ও বিধি নিষেধের জালে ছিল আবদ্ধ। প্রথা ও ঐতিহ্যের শৃঙ্খলে বাঁধা এই সমাজ চেনাপথ ধরে চলতেই ছিল অভ্যস্ত। কিন্তু উক্ত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানুষের চিন্তাভাবনায় আসে নতুন জোয়ার, দেখা দেয় নতুন পরিবর্তন এবং উনিশ শতক থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রচলিত সমাজ প্রথা ও অন্ধসংস্কার সম্পর্কে প্রশ্ন মনস্কতার অধ্যায়— সূচিত হয় মূল্যবোধ পরিবর্তনের অভিনব দিকটি। তাই স্বভাবতই উনিশ শতকের শেষ পর্বে উপন্যাস লিখতে শুরু করে স্বর্ণকুমারী দেবী সাহিত্যিকের কলম হাতে তুলে নিয়ে লিখেছিলেন মূল্যবোধ তাড়িত নায়িকা মণির জীবনবৃত্তটি যা তাঁর 'কাহাকে' উপন্যাসে বিধৃত।

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol. - 6 No. - 2, July, 2019
pp, 94-99

The Fiction 'Kahake' in the Light of Changing Values

Subrata Roy
Asstt. Prof., Dept. of Bengali Language and Literature, Bongaigaon College

ABSTRACT :

Litterateur Swarna Kumari Devi (1856-1932) entered the literary world following the footsteps of famous litterateur Bankiam Chandra Chatterjee. At that time her entry in to the male dominated section of the society was really remarkable. Her prose style and versality was outstanding. Her bold and clear writings really mesmerized the readers. She was the first Bengali lady who was internationally recognised for her literary and social works. Many of her novels were translated into English and she herself also translated her novels into English. Out of many; her novel 'Kahakey' was very special as it threw light on the ever changing society and human values. The main character of this novel Mrinalini alias Moni being in the 19th Certury had the ideas of 20th Century. In this paper I would try to show how successful was this novel in showing the changing trends of the society. Thats why this novel was both modern as well as classic and also neoteric, perdurable, perpetual or endless.

Key words : *change, society, trend, style, versatility, values.*

উপন্যাস এমন একটি শিল্পকর্ম যার মধ্যে কল্পনার মিশ্রণ যতই থাক না কেন, বাস্তবকে অস্বীকার করে নয়, অঙ্গীকার করে নিয়েই তার অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের মধ্যে নিহিত থাকা সমসাময়িক জীবনের চেনা-জানা পরিচিত জগতটাকে চিনে নিতে তাই অসুবিধা হয় না আমাদের। এই দর্পণে সমাজের মূল্যবোধগুলির ভাঙাগড়ার ছবিটিকেও জানার সুযোগ পাই আমরা।

মূল্যবোধ শাশ্বত বা চিরন্তন কখনও হতে না। আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রুচিশীলতা, বিবেক প্রবণতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সংস্কার, যুক্তিবোধ ইত্যাদির প্রেক্ষিতে যে মূল্যবোধ জন্ম নেয়, সময় ও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাও পাল্টে যায়। বাস্তবের এই পরিবর্তনগুলি

some senior people will get ready to make thoutshe. The following morning, all thoutshe will be poured into leitei and mixed with clean water. The process of mixing thoutshe and water is called zushü. The yeast is pounded and spread over the rice-beer. The major process of rice-beer making is over and its conditioning period remains. The rice-beer in Tenyidie is zu, and the plentiful rice-beer prepared for the mass feast is termed as zudi which means 'oceanic rice-beer'. The following next three days (12-14) are called seiriegada which denotes relaxing days. During these three days, one can go to his/her field for harvesting. However, the harvest of any crop cannot be brought to the village till the day of mivi (treaty with fire), the 10th day of the festival. The 15th day of the month is called rüse. On this day, social work type is observed. Men-folk come to the house of the offering couple and construct a special compartment called b? at the left side of front verandah for slaughtering the oxen means for the festival. The bo will cover an plinth area about 12x13 ft. and a height of about 6ft. One or two best rice-beer vessels are identified and reserved for the following morning of mass feast.

Management Procedures

To kill a number of matured bulls to the extent of eight to ten by an individual is not an easy task. The killing method is simply with a spear as the killer's weapon. The killer and bull are left to that bo. Narrative revealed that a rope tied to the neck of the bull to tie by pulling on a X-post by some strong men from outside through a circular hole is a later device adopted for safety of the killer. Before the actual killing attempt, a young boy called thugeiyo (means 'little killer of oxen') is appointed to initiate the killing with a small spear simply a soft touch, which is a belief representation of innocence and purity of heart. As killing of all oxen is considered a sacred act purposely to please the supreme god and therefore, the imitation of action of the boy is meaningfully symbolical. When thugeiyo role finished the real killer called thugeiu would enter the bo to kill the oxen one by one.

In order to achieve the aspirations and objective of the feast of merit, management strategy is followed traditionally. The main assignments in management are (i) meat, (ii) drink, (iii) kitchen and serving and (iv) guest management. Usually, the management of (i), (ii) & (iv) are assigned to close friends of the lord and (iii) is assigned to a woman who is a close relative of either the husband or the wife. For management of meat, two close friends are entrusted, one for inside the bo, and the other outside the bo. They are called nasa. The one who is inside, has more serious religious obligation than the lord-friend. All

managers will be present always of all the five days. Till the five-day over, even the lord and the lady will be under the supervision of respective trustees.

The Real Event

The five-day full festivity will start with kizhie /ki•e/. It is a mandatory ritual conduct of every family in the village. When all rituals are conducted and preparation for the mass feast is ready, the two general priests of the village will come to the house and invoke blessing turn by turn. After the invocation prayer, leaf-cup containing the rice-beer and cooked-meat would be served to them. They are the first tasters. Only after completion of all those ritual formalities, food and drink will be served to the guests. In case the village has several couples offering such feast, the two priests would first visit the house which situated eastern most location and proceeded towards western site in sequence. No man including the couple offering the feast will not eat or drink anything before the two priests' service of tasting. It is whole day celebration. All guests will drink rice-beer in leaf-cup made of banana leaf. It is also forbidden to take away the served meat that very morning. The day is called rüle nhie. The second day is called kinahe, third day is lhakhrohe, fourth day is 'kiwhe' and fifth day is thutsü-mechü (or tsülo). On the second day, most of the distance relatives even from neighbouring or remote villages are invited. Families from other clans are also invited on that day even if they are not present contributors. The third day is a special day. All present-contributors are invited. Special dish is prepared and served to all guests. On the fourth day, all men-folk would gather to visit all feasting couples, starting from east to west. They will be in their traditional attires, walking in procession and in singing (kehu) at the time of entering into the house. The leader of the procession, on behalf of the visiting team utters a blessing pronouncement unto the couple and turn to move towards outside. Till the last member of the visiting group return to outhouse the singing will remain. They are offered with sufficient food and drink. When the festivity is concluded in that house, the group will start the singing and move to visit the next house and continue till the last house is visited. The fifth day is marked by the tanning of skin of the slain oxen heads. During construction of that bo special points as many as number of oxen killed is raised at the entrance site. The oxen heads are cut and placed on each point piercing through its nostril on the day they are killed. The heads are removed only on the fifth day. After extracting the flesh, skin, eyes, brains etc. the skull is placed back to its reserved place.

যখন হারলে তা মানবে এবং পরের স্টেজ থেকে কাজ করবে।' কেননা হেরে যাওয়াটা শেষ কথা নয়। তা দীর্ঘ পথের এক সময়ের অভিজ্ঞতা মাত্র। আর সে কারণেই গল্পকার পরবর্তী চেতনার কথা জানিয়ে দেন।

'নিরন্ন নেংটেরা আজও উদ্যত ও অনমনীয়া। তাই তিনি হয়তো বলেন বাইরের কেতাবি শিক্ষা ও অন্তরের উদ্যম এই মাত্র যাদের সম্বল, তাদের গুলি করে নিকেশ করা চলে। হাতে কলমে কাজ করছে যারা তারা অত সহজে নিকেশ হবার নয়।'[৭]

ধর্ষণ নামক বিষয়টিকে নিয়ে অন্যকোনো গল্পকার হলে বেশ মশলা মাখিয়ে আরও বেশি উদ্যত ও আকর্ষণীয় বানাতো। কিন্তু মহাশ্বেতা তা করেননি। বরং বলা যায় পরম দরদে দ্রৌপদী চরিত্রটিকে এক অমূল্য নারী চরিত্রের মূল্যবান অসহায় প্রতিবাদকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। ঢাঁল তলোয়ার হীন একজন নারী চরিত্রের অসহায়তাও যে বলবীর্যবান শক্তিশালী সেনা নায়ককেও শুধুমাত্র বিবেক বলে হারাকে পারে। মহাশ্বেতার আগে পর্যন্ত এই তথ্য পরিপূর্ণভাবে অজানা ছিল।

তথ্যসূত্র

১. শাশ্বতী ঘোষ, নারী প্রাগ্ ইতিহাস থেকে উত্তর ইতিহাস, (নিবন্ধ) অনুষ্টুপ, শারদীয়-১৪০৪, পৃ-১০৪
২. শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নারীর মূল্য, ষষ্ঠ মুদ্রন-১৩৬৪, পৃ-৩৯-৪০
৩. তদেব ৪৭-৪৮
৪. মহাশ্বেতা রচনা সমগ্র, ৮ম খণ্ড, দে'জ, পৃ-৫১৮-১৯
৫. তদেব, পৃ-৪১৭
৬. তদেব, পৃ-৪১৮
৭. তদেব, পৃ-৪১৫

খেয়েছিল), জীবিত অথবা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারের সহায়তায় একশত টাকা...।'[৪]

দুলন ও দ্রৌপদী দাওয়ালী কাজ করত, বিচুইন বীরভূম বর্ধমান মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া রোটে ঘুরতো। ১৯৭১ সালে অপারেশন বাকুলিতে যখন তিনটি গ্রাম হেভি কর্ডন করে মেশিনগান করা হয় তখন দ্রৌপদী আর তাঁর স্বামী নিহতের ভান করে পড়ে থাকে এবং এক সময় পালিয়ে যায়। পরে অ্যাপ্রিহেনশন অ্যান্ড এলিমিনেশন তত্ত্বে চাঙ্গা হয়ে অর্জুন সিং দুর্ভেদ্য ঝাড়খানি জঙ্গল সেনানী দিয়ে চক্রব্যুহ্যে ঘেরে ফেলে। দ্রৌপদীর স্বামী দুলন মাঝি ঝর্ণার জল খাচ্ছিল উপুড় হয়ে শুয়ে। তখন ৩০৩ এর আঘাতে দুলনের শরীরটা নিশ্চল হয়ে যায়। কিন্তু দুলন মরলেও আর্মি অপারেশন থামতে পারে না। কারণ মহাজন জোদ্দার, গোলাদার শুঁড়ি বেশ্যালয়ের বেনামী মালিক, অতীতের খোঁচর, এরা আজও সন্ত্রস্ত। তাই দ্রৌপদী মেঝেনকে ধরিয়ে দিতে পারলে সরকারী পুরস্কারের ঘোষণা। বাকুলিতে জোদ্দার সূর্যসাউ দ্রৌপদীদের হাতে খুন হয় এবং সেটাই ছিল অপারেশন বাকুলির উৎস। অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং তার বিরুদ্ধে সংঘাত করা যে কতটা ভয়ঙ্কর কাজ তা যেন দ্রৌপদী হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল প্রচলিত শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো কতটা বিপদজনক ব্যাপার। জমিদারের লোকের দ্বারা দ্রৌপদী নির্যাতন, ধর্ষণ এবং খুন হয়। লেখিকার ভাষায়,

'সন্ধ্যা ছটা সাতান্নতে দ্রৌপদী অ্যাপ্রিহ্যান্ডেড হয়। জেরা চলে। আটটা সাতান্নতে সেনা নায়কের ডিনার টাইম হয় এবং দ্রৌপদীকে বানিয়ে আনতে বলে। রাত পেরতে ঘোলাটে চাঁদের আলোয় দ্রৌপদী দেখে স্তন দুটি কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত, বৃন্ত ছিন্নভিন্ন। কতজন? চাঁর, পাঁচ, ছয়, সাত তাঁর পর আর দ্রৌপদীর হুশ ছিল না। জ্ঞান আসতে অনুভব করে যোনিদ্বারে রক্তস্রাব। দ্রৌপদী তাঁর গায়ের উপর ফেলে রাখা কাপড়টা দাঁত দিয়ে ছেঁড়ে এবং উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। বলে লে: কাউটার কর লে: কাঁউটার কর।'[৫]

মহাভারতের দ্রৌপদীর কথা স্মরণ করলে বস্ত্রহরণের প্রসঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের কৃপায় মহাভারতের দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বর্তমান গল্পে দ্রৌপদী শুধু বস্ত্র হরণ নয়, দ্রৌপদী ধর্ষিত হয়। মহাভারতের ভীম দুঃশাসনের উরু ভঙ্গ করে তাঁর অপকর্মের শাস্তি দেয়। কিন্তু আলোচ্য গল্পে সেই কৃষ্ণ অনুপস্থিত। যিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করবেন। আর সে কারণেই বোধহয় দ্রৌপদী তাঁর উপর ধর্ষণ করার প্রতিবাদ করেন দ্রৌপদী নিজেই। সে নিজেকে নগ্ন করে ফেলে, কেননা তাঁর মনে হয়েছে যে এখানে কেউ পুরুষ মানুষ নেই যে লজ্জা করবে। আর সে বোধহয় লেখিকা জানিয়ে দেন, পুরুষ এবং কাপুরুষের কাজের মধ্যে পার্থক্য!

'হেথা কেউ পুরুষ নেই যে লাজ করবো। এবং এই প্রথম সেনা নায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান ভীষণ ভয়।'৬ এবং দ্রৌপদী তাঁর রক্তমাখা থুথু ফেলার জন্য বেছে নেন সেনা নায়কের সাদা বুশ সার্টটিকে। হেরে যায় দ্রৌপদী। দ্রৌপদীর প্রতিবাদের দায়িত্ব তুলে নেন যেন লেখিকা নিজেই। পাঠককে জানিয়ে দেন, 'যখন জিতছ, তা যেমন জানবে,

The main days of the festival are over, but the couple has to undergo a long term religious obligations. Their diet is restricted until the symbolic specification is obtained. For instance, someone opted for flesh of bear, someone opted for flesh of wild boar respectively. To the insect category, hornet is commonly chosen to taste first. A pilgrimage would also be undertaken to a friendly village where his host would be a person of equal or higher status.

The Nobility Terms For Achievers

As mentioned in the introductory paragraph, wealth sacrificial feast has layers of grade. The first conduct is called thesha. A couple, if desire to perform after the first offer of feast of merit can hold for the second time after a gap of one or two years. Such persons are honoured with a title called shaphruomia, which means 'person who has abundant wealth'. The third and fourth feast of merit performed by a couple is called zhatho. A couple who conducted up to zhatho are called zharümia (literarily means 'person of great achievers') The fifth feast is called leishü, an event of village community of pulling of a wooden-bloc to mark signification of higher socio-religious status. The sixth event is tsieshü, an event of the community of pulling of huge stone for monolith. At this grade, probably permits a couple to perform twice so that the monoliths can be erected in sequence. Each time two monoliths are pulled simultaneously, to mark the bigger one for the husband and the smaller one for the wife. The eight grade is called ketsie petha, the event of erection of the pulled stones in sequence. The ninth time performance is the construction of memorial-lake. From fifth to ninth grade, the achievers are called ketsukehiemia, literarily, it means 'people who has more than sufficient wealth'. The last feast of merit is called nyoyhakizhü which means 'colouring the house with colour clay'.

One significant heritage available even today is kikia which means 'house-horn'. It is a typical house design where a pair of house-horn is put on in the front side of a house. Traditionally, a couple who offered feast of merit three times (means 2 thesha + 1 zhatho) is qualified to erect kikia. Kikia has two types, the first one is called khriesa kikia or kialhi and the second types is called zharü kikia or kiare. The first one signifies junior achievers and the second one is for the senior achievers. Even after death of such a person, the design of his/her grave has a difference. Those who offer feast of merit twice will have round structure known as pfhehou and the rest have rectangular structure called pfhecha.

According to the traditional law of inheritance, the youngest son

inherits the father's house. If the father is a qualified person who has a house-horn residence, and the son conducted that feast of merit during his father's life time, he can continue to wear the legacy during his life time even if he offered just only once.

Conclusion

Within the purview of modern life style in tune with modern education, the contemporary society has changed beyond imaginable trend. The account of our ancestral life has become a mere narrative to the few. Even culture of physical world is fast eroding before its values have been studied and documented through various streams of academic study. However, I feel a sense of positivity that tracking back to old and eroding culture of pre-literal age may revive and to be studied for extracting values of humanity.

Glossary of Tenyidie terms

Chümetsie	An act of feasting offered to the whole village community by a rich couple. Literarily, it means 'meat and salt', a costly food provision in pre-Christian era in Naga society.
Terhünyi	One of the two major festivals of the Tenyimia group of Nagas. The Angami community treated this festival as festival of the rich people.
Sekrenyi	This is also one of the two major festivals of Tenyimia community. Men-folk purgation rituals are conducted in this festival. Many social events are performed during this festival.
khreidze	the act processing yeast making to mark the resolution of offering feast of merit to the village community
kizhie	A ritual conduct to mark security of the house and family in every festival of Tenyimia community. The first day of every festival.
kikia	Literarily means 'house-horn'. A typical house design to showcase for recognition of a rich but accomplished man's house.
Leitei	A large vessel of rice-beer made of bamboo split-rope and coated with a sticky tree-bark. Its capacity may have 1500-2000 litres of rice-beer.

নয়। প্রায় সব দেশের নারীরাই যুদ্ধ ক্ষেত্রের পুরস্কারের পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ : 'আমেরিকার অসভ্য চিপিওয়ানরা অকর্ষণকারা নারীর জন্য লড়াই করে। এরা নিজের জননীকেও সুন্দরী বিবেচনা করলে পিতার নিকট থেকে বলপূর্বক কেড়ে নেয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা নারী লাভের জন্য বর্শা হাতে লড়াই করে। আমেরিকার ডগরির জাতির লোকেরা একই উদ্দেশ্যে পুরুষ হরিণের মতো লড়ে। আমেরিকার মন্ত্র জাতিরা প্রাকৃতিক শক্তির মতো যুদ্ধ করে, একজন মন্ত্র জীবনে ৪০/৫০ বার বিয়েও করে। পলেনেশিয়া, নিউ ক্যালিডোনিয়া, এবং ফিজি দ্বীপের অসভ্য জাতিরা নিজের প্রাণ দিয়ে স্ত্রী লাভের জনা লড়াই করে।'[২] মা মেয়ে ভগিনী কিছুই না-মানার অনেক উদাহরণ রয়েছে সভ্য এবং অসভ্য নির্বিশেষে। অর্ধ-সভ্য আফ্রিকান গেবুন প্রদেশের রানী স্বামীর মৃত্যুর পর রাজ্য রক্ষার তাগিদে জ্যৈষ্ঠ পুত্রকে বিয়ে করে সিংহাসনের দাবী বজায় রাখেন। পারস্যের সম্রাট আর্টজারাকস নিজের রূপবতী দুই কন্যাকেই বিয়ে করেন। সুসভ্য প্রাচীন মিশরের ফেরাওরা সহোদরাকে বিয়ে করেন। সভ্য পেরু প্রদেশের রোক্কারা ইঙ্কার বংশধর ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম ইঙ্কা আভিজাত্য বজায় রাখতে দ্বিতীয় পুত্রের সঙ্গে কনিষ্ঠ কন্যার বিয়ে দিয়ে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। লঙ্কাদ্বীপের অসভ্য ভেদ্দারা ছোটবোনকে বিয়ে করা গৌরবজনক বলে মনে করে। আমাদের দেশে ঋষিও তাঁর বোন অরুন্ধুতিকে বিয়ে করেছিলেন। দীর্ঘতমা ঋষির সাত ভাই এক স্ত্রী নিয়েই ঋষি যাত্রা নির্বাহ করেছিলেন।'[৩]

পৃথিবীর সর্বত্রই নারীর মূল্য পচা পণ্যে পরিণত হয়েছিল। চিরকালই হয়ে এসেছিল ধর্ষিত, প্রান্তিকায়িত, অবহেলিত, নৈরাশ্যপীড়িত এবং নিজের অধিকার সম্পর্কে হতাশাদীর্ণ। আর সে কারণেই বাংলা সাহিত্যের জগতে চলে আসেন এক ঝাঁক সমাজ সম্পর্কে সচেতন শিল্পী সাহিত্যিকের দল, স্বর্ণকুমারী দেবী, সুলেখা সান্যাল, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, নন্দিতা ঘোষ প্রভৃতি গল্পকার।

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পের নারী চরিত্ররা অন্যান্য গল্পকারদের চিত্রিত চরিত্রের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কেননা মহাশ্বেতার নারীরা শুধুমাত্র মৌলিক অধিকার নিয়েই কথা বলেনা। কথা বলে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং সামাজিক উন্নয়নের। লড়াই করে সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধেও। কেননা তাঁর রচিত গল্পের নারীরা বিনা অস্ত্রে সশস্ত্র বিপক্ষের বীর যোদ্ধার সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা রাখে। আর এ কারণেই গল্প পাঠকের ধারাবাহিক ভাবে চলে আসা ধারণাকে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুণ্ণ হয়। নারী মানেই স্বাভাবিক ভাবে মনে আসে সংস্কার, সংস্কৃতি, ধর্মপরায়নী, করুণাময়ী, স্নেহপরায়ণ এক অসহায় রূপ। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী এই ধারা পথের সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী এক নারী চরিত্র রচনা করেন, যার নাম দ্রৌপদী। এই দ্রৌপদী মহাশ্বেতার সাহিত্য বিশ্বে তো বটে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেরও এক অনন্য চরিত্র।

গ্রামে দুটি টিউবওয়েল এবং টিনটি কুঁয়ো বসানো হয়। খরার সময় গ্রামের মানুষের জলের প্রয়োজন হলে পরে জমিদার সূর্যসাউ এর সঙ্গে লেগে যায় ঝামেলা গ্রামের মানুষের। এবং দ্রৌপদীর হাতে খুন হয় জমিদার সূর্যসাউ।

'দ্রৌপদী' গল্পের শুরুতেই সরকারী ঘোষণা... 'নাম দ্রৌপদী মেঝেন, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন মাঝি (নিহত), নিবাস চেরাখান, থানা বাঁকুড়াঝাড়, কাঁধে ক্ষতচিহ্ন (দ্রৌপদী গুলি

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol. - 6 No. - 2, July, 2019
pp, 90-93

'Draupadi' of Mahasweta: A Study from Feministic Point of View

Shibukanta Barman
Dept. of M.I.L & LS, Arts Faculty, Delhi Univ. - 110007

Abstract:

The enslavement of woman has begun long before the practice of slavery system. Since then till now women have continued their struggle to free themselves from the bondage perpetrated on them by the patriarchy. Even though society and culture voices loudly about the need for women freedom yet real freedom for women is a mirage. Draupadi of Mahasweta Devi is a testament of age old exploitation, oppression and deprivation of women in the hands of men. It is also a tale of protest by the woman against male chauvinism. When Draupadi is ravished by the protectors of the nation and its citizens, the question about the very survival of the society arises. And then the victim, the raped, the undressed being begins to challenge and her naked body turns to be the language of protest.

The very look of blood-stained mutilated body of Draupadi instills a sense of fear in the minds of the victors, the perpetrators of the crime. This paper aims to closely and analytically study the pathetic story of such a victim who had taken a course at the call of her conscience.

Keywords: *slavery system, rotten material, ravished, soldiers, body.*

নারীর দাসত্ব সৃষ্টি হয়েছে ইতিহাসের দাস প্রথারও আগে। পুঁজিবাদের গেঁড়াকলেই নারীর বন্দিদশা এবং বশ্যতা। মানব জাতির মধ্যে নারীই সবার আগে দাসত্বের শৃঙ্খল পড়েছে। ধর্ম এবং কুসংস্কাররের মোড়কে নারীর যৌনতাকে পদানত করার পেছনে ছিল সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অনিবার্য অর্থনীতি। যা নারী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তবে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে 'বয়ঃসন্ধিকালে নারী ও পুরুষের বিশেষ হরমোন প্রস্তুত হওয়ার আগে পর্যন্ত শরীর বৃত্তিয় ভিন্নতার থেকে সামাজিক অনুশীলনের ভূমিকা একজন পুরুষকে পুরুষ এবং একজন নারীকে নারী করে গড়ে তোলার ব্যাপারে অনেক বড়।'[১]

স্ত্রী-কন্যা-ভগিনী-জননী, এই চার স্তরেই নারীর জীবন বিভক্ত। পৃথিবীর কোথাও কোনো দেশই নারীর প্রাপ্য মূল্য দেয়নি। নারী ব্যক্তি বিশেষের নিকট সম্বন্ধ বিশেষেই দামী, অন্যথা

Kerunyi	A minor festival which falls in early part of May to mark the starting point of paddy plantation in water-fields. It is performed by the sawyer-priest of the village.
rüle	A typical ritual performed by a family or close relatives to share a dish by tasting in descending manner - from most senior to most junior member
kinahe	The second day of Feast of merit.
Lhakhrohe	The third day of feast of merit on which all individual who offer present to the couple during the festival, are invited and special celebration is observed.
kiwhe	The act of visiting all conductors of feast of merit by all men-folk in procession
kehu	A type of traditional tune (not of folksong) in which no poetry is accompanied.
bo	A special compartment build for killing and butchering oxen during feast of merit khriesa kikia
(or kialhi)	The house-horn design to symbolize junior achievers.
zharü kiaka (or kiare)	The type of house-horn design for the senior achievers.
pfhehou	The grave design in circular shape to mark the status of an accomplished man/woman in Angami society.
pfhecha	The grave design in rectangular shape for common man or woman in Angami society.
thoutshe	An intermediate stage in the making of rice-beer in which boiled water is mixed with flour.
zushü	The act of mixing thoutshe with drinking water in a proportionate volume.
Zudi	Oceanic volume of rice-beer prepared for the feast of merit.

References:

1. Akhrieü & D.Kuolie, 2000 : Festivals of Western Angami - M.A. dissertation, Department of Tenyidie, Nagaland University.
2. D.Kuolie (ed) : Terhünyi Dze - Ura Dze, Bouhou-XVIII, 1999, Da-4 (page 16-18), Da-5 (page 17-19), Da-6 (page 11-14), Da-7 (page 20-21), Da-8 (page 16-18), Da-10 (page 15-17), Da-Ura Academy Publication Board, Kohima
3. D.Kuolie : Terhünyi Dze - Ura Dze, Bouhou-XIX, 2000 Da-1 (Page-11-13). Shürhozelie (ed) : Ura Academy Publication Division, Kohima
4. Duovituo Kuolie, 2012 : *Tenyimia Festivals : The Basis of the Socio-Cultural Life of the Community - The Insiders' Perspective* - Marg Publications, Vol-63 No.4, June 2012 (page 36-43)
5. Kiezotuo Zhale, 1995 : *Tenyimia Kelhou* - Ura Academy Publication, Kohima
6. Menguzeü & D.Kuolie, 2000 : Festivals of Northern Angami - M.A. dissertation, Department of Tenyidie, Nagaland University.
7. Neichüriazo, 1989 : *Tenyimia Kelhou Dze* - Ura Academy Publication, Kohima
8. Shürhozelie, 1986 : Phousanyi - Ura Academy Publication Division, Kohima

***

সূত্রনির্দেশ ঃ

১) মিত্র, প্রেমেন্দ্র, 'ফেরারী ফৌজ' (কবিতা), উল্লিখিত, রায়, সুপ্রকাশ (সম্পা), 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, কলকাতা মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ ম মুদ্রণ, ২০০৩, পৃঃ ৪৭

২) দত্ত, উৎপল, 'ফেরারী ফৌজ' (নাটক), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ৪র্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০০২, পৃঃ ২৩

৩) তদেব

৪) হোসেন, রোকেয়া সাখাওয়াত, 'অলংকার না Badge of Slavery', উল্লিখিত ভট্টাচার্য, সুতপা (সম্পা), 'বাঙালি নারীর ভাবনামূলক গদ্য (উনিশ শতক)', কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, ৫ম মুদ্রণ, ২০১৪, পৃঃ ৪৫

৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১২৫ তম সুলভ সংস্করণ, ১৯৬৯, পৃঃ ৬২৬

৬) দীনেশ রঞ্জন, 'কল্লোলের কাল', উল্লিখিত, সিংহ রায়, জীবেন্দ্র (সম্পা), কলকাতা, দে'জ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৮৭, পৃঃ ১৪৮

৭) দত্ত, উৎপল, 'ফেরারী ফৌজ', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪

৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কালান্তর', রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬৯,পৃঃ ৩৩৯

৯) তদেব, পৃঃ ১৯৮

১০) দত্ত, উৎপল, 'ফেরারী ফৌজ', পূর্বোক্ত গ্রন্থ (ভূমিকা) পৃঃ ২

***

ইচ্ছাশক্তির প্রকাশে। এ হচ্ছে যোগলব্ধ ধন অর্থাৎ যে যোগের দ্বারা মানুষের সকল বৃত্তি আপন সৃষ্টির মধ্যে সংহত রূপ লাভ করে। পোলিটিক্যাল যোগ বা ইকনমিক যোগ পূর্ণ যোগ নয়, সর্বশক্তির যোগ চাই।"[৮] সব জাতি দুর্গম পথেই দুর্লভ জিনিসকে আয়ত্ত করেছে এবং স্বাধীনতা এমনই জিনিস যা হাতজোড় করা ভিক্ষের দ্বারা নয়, চোখ রাঙানো স্ফুলিঙ্গের দ্বারাই সম্ভব, এই ফন্দিতেই সমস্ত দেশ একদিন মেতে উঠেছিল। "একদিকে ভয়, আরেকদিকে কান্না, দুর্বলের এটাই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড় লজ্জা।"[৯] তাই নাটকে অশোক বলেছে যে হত্যাকাণ্ডে কখনই দেশে বিপ্লব সম্ভব নয় - জনতা নিজেই পারে সেকাজ করতে, সংগঠন সৃষ্টি করতে। শেষে দেখি অশোকের কথাই সত্য হয়, শান্তিদাও পারলেন না ভুবনভাঙা বাসীকে স্বাধীন করতে - হয়তো সঠিক নেতৃত্বের অভাবে বা হয়তো বিশ্বাসঘাতকদের অন্ধবানে। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে যে বিশ্বাসঘাতকদের এক বড় ভূমিকা ছিল তার উদাহরণ 'কুমুদ' (নাটকের এক চরিত্র)। সে বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেছে, কিন্তু তার মধ্যেও বিপ্লবের সফলতা নিয়ে সন্দেহ ছিল। সে সকলকে বিশ্বাসঘাতক বলেছে, অথচ নিজেই শেষ পর্যন্ত শান্তিদার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সংগঠনটির সর্বনাশ করেছে আর শান্তিদাকেও পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। হয়তো কুমুদ ভেবেছিল শান্তিদার মৃত্যুতে সে নিশ্চিন্তে সুখে ঘর করতে পারবে।

এভাবেই ব্রিটিশের অত্যাচারে বাংলার বুকে যখন এক তরুণদল নতুন আশা উদ্দীপনায় আগুনের মতো জ্বলছিল, এরপাশে আরেক দল এমনও ছিল যে বিপ্লবীর মুখোশ পরে গ্রামাবাংলাকে বহুবার ব্রিটিশের হাতে বিক্রি করেছে। 'ফেরারী ফৌজ' নাটকেও শান্তিদার নির্দেশে অশোক, কুমুদ, জ্যোতির্ময়, সিরাজুল, দেবব্রত ঘোষ একের পর এক পুলিশকে হত্যা করেন। গোপনে নতুন নতুন প্ল্যান তৈরি করেন। এঁরা সকলেই যে বিপ্লবের সাফল্যে ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ত্বরান্বিত আগমনে আশাবাদী ছিলেন— তা ঠিক নয়। তবু এক উত্তেজনা ও উদ্দীপনার বশে শান্তিদার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই ছিল বিংশ শতকের তিরিশের দশকের সামাজিক পরিস্থিতি এবং সংগ্রামী দলের পরিণতি, যার পটভূমিকায় লেখা হল 'ফেরারী ফৌজ' নাটকটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবতা এবং চরিত্রের রূঢ় রূপকে নগ্ন করার প্রয়াসে। যার ভূমিকায় মন্মথ রায় লিখেছেন - "দেখলাম, নাটক নয়, মহানাটক। বাংলার অগ্নিযুগটি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল। বাঙালির রাত্রের তপস্যাকে এমন করে কেউ কখনও রক্তোৎপল অর্ঘ্য দেয়নি এর আগে। ..... 'ফেরারী ফৌজ' বাংলার সেই অগ্নিযুগকে বাঁচিয়ে রাখবে, প্রেরণা যোগাবে ভবিষ্যৎ বিপ্লবে - যার পদধ্বনি কান পাতলে শোনা যাবে আজকের এই দুঃসহ জীবন যন্ত্রণায়।"[১০]

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol. - 6 No. - 2, July, 2019
pp, 25-31

Confessions of A Woman In Kamala Das' An Introduction : A Feminist Approach.

Petekhrienuo Sorhie
Project Officer, Women's Studies Centre, Nagaland University.

Abstract

Kamala Das, a forerunner in her own right as an Indian author writing in English, she has created a niche for women to resort to writing as a form of outlet to speak for and about their lot. An Introduction, one of the most popular poems of Kamala is a brilliant poetic piece where she frankly does a confessional bit in order to pose as a beacon of hope for every woman living in a patriarchal society. As the poem An Introduction is studied in this paper, it is intended to throw light on the subjective core of a women's experiential psyche conditioned by patriarchal tenets and practices and how the poet as a representational figure of every women charts a way towards emancipation and gender equality.

Key Words: *confessional, patriarchal, beacon of hope, women, emancipation, gender equality.*

Introduction

Kamala Das is a well known confessional Indian English poet who is deservingly called as the mother of Modern Indian English Poetry. Kamala Das was born in a strongly conservative Hindu orthodox family and community that presumably raised her to be keenly aware about power politics discourses consequential to a patriarchal social system. Kamala Das "emerges as a major post-independence poet and is simultaneously a postcolonial and a feminist one. Looked at in this was Kamala Das as a representative Indian woman poet who in her own individual manner tries to decode the Indian sensibility, particularly from the point of view of gender bias perpetrated because of a predominantly patriarchal system which forms the core of Indian social life. For a writer like Kamala Das feminism is a powerful tool to awaken and strengthen the marginalized, the oppressed and the under-privileged

women in India." (Bhargava122). As a woman writer she represents every women and their sensibilities particularly those who suffer under strict socio cultural gender constructs. As she bares herself in the poem An Introduction, she speaks for her fellow women too and she brazenly is straightforward in bringing to surface her feminists concerns in a voice of assertion and protest against male-centered society that looks down the woman. "A trailblazer in the Indian English poetry, she is the first Indian woman writing in English who openly talks about the sexual desires and experiences of Indian women." ("Kamala Das" www. mapsofindia.com).Biographical introduction minutiae of the poet will be veiled lest the beauty of the poet's recourse to introduce her-self through the poem is dwindled. Kamala Das in her own dexterous style poetizes the confessional 'I' to be a beacon of voice for every woman living in the shadows of a patriarchal society. As the poem An Introduction is studied in this paper, it is intended to throw light on the subjective core of a women's experiential psyche conditioned by conventional patriarchal tenets and practices.

The Poem-An Introduction

Kamala Das' An Introduction is poetized using the technique of poetic confessionalism wherein the poet uses the personal or "I" to express (her) 'self'. Kamala undoubtedly excels in the style of confessional writing where she is known to unreservedly share even the most intimate experiences of her life. This unconventional deviation as a woman writer based in a staunch orthodox society does draw attention to disapproval of critiques but the poet is not deterred or show any sign of timidity in her pursuit of uniqueness and individual identity. She celebrates womanhood even as she sculpt her way in and out of a male dominated society by being boldly open in putting down conservative social mores that constricts the full potential of its women to thrive. Kamala gallantly dares to deviate from the typical woman adherence to specific prescribed roles pertaining to her gender.

By the way Kamala opens the poem, she seem to be keenly aware that power politics is a man's game. Post Independence political scenario of India is accounted and the poet can only recount personas that are male alone. The lines are suggestive that perhaps all the politicians starting from Nehru are male and the sardonic comparison of the names to the days and months renders a sense of unending power politics in the hands of the men and that it so regular a thing that it seem to have been embedded in the mind as something so natural as the name of week days and months of the year. As the poet relates herself to every woman at

নাটকে দেখি অশোক ও শচী - তার বাবা-মা ও একটি মাত্র কন্যাসন্তানকে নিয়ে বেশ সুখেই ছিল, কিন্তু বিপ্লবের অমোঘ আকর্ষণ তাকে এক বন্ধনহীন জগতের দিকে ক্রমশই টানছিল। তাই অশোক চাটুজ্যকেও বেরিয়ে আসতে হয়েছিল মায়ার বন্ধন ছিঁড়ে। কবি দীনেশচন্দ্রের ভাষায় -

"সে যে ধরার লক্ষ্মীছাড়া কোন যুগের এ-কপাল পোড়া
হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে।
ভাগ্য লেখা মুছে ফেলে
সব হারাবার জয়টীকা পরেছে সে কপাল জোড়া।"[৬]

সমাজ, পরিবেশ, দরিদ্র, ক্ষুধা, শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তারা সব হারিয়েছে, হাজার ব্যর্থতা মাথায় পেতে নিয়েছে। কিন্তু যেখানে স্বদেশীরাই গোলাম সেজে বসে আছে, 'হয়' কে 'নয়' আর 'নয়কে' (না-বোধক অর্থে) 'হয়' করা তো সাধারণ ব্যাপার তাদের কাছে। এদের ছলনাতেই অশোকের মত স্বদেশ প্রেমিককে সমাজের চোখে হতে হয়েছিল দেশদ্রোহী। হয়তো বা সঠিক পদ্ধতি এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের অভাবে গ্রামবাংলার অনেককেই দেশদ্রোহীর গ্লানি মেখে প্রাণ দিতে হয়েছিল - অথচ এই দেশকে বাঁচাবার জন্য অশোক নিজ স্ত্রীর সতীত্ব বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি, পুলিশের প্রচণ্ড অত্যাচারেও যে নিজ প্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসেনি - তারই মৃত্যু ঘটে নেতা শান্তিরায়ের হাতে, এক করুণ পরিণতি। মৃত্যুর আগে কাউকে বোঝাতে পারেনি যে সে বিশ্বাসঘাতক নয়, এমনকি নিজ পরিবারকে পর্যন্ত পারেনি। তার মৃত্যুর পর বিপ্লবী নেতা শান্তিদা বুঝাতে পারেন যে সে নির্দোষ, কিন্তু নিয়তির যূপকাষ্ঠে অশোককে মরতে হল। এভাবে একে একে রাধা (গণিকা), দেবব্রত মাষ্টার, জ্যোতির্দা সকলেই ধরা পড়েন ব্রিটিশের হাতে।

এভাবে সঠিক নেতৃত্বের অভাব বাংলার স্বাধীনতাকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছিল। শান্তিদা বিপ্লবের হাওয়া বয়ে নিয়ে এসেছিলেন ভুবনভাঙায়। এর আগে নিজে এগারো বছর জেলে কাটান, নির্বিচারে ইংরাজ হত্যাই যাঁর জীবনব্রত। তাঁর ধারণা এই পথেই বিপ্লব আসবে। তিনি তাঁর শিষ্যদের ইংরেজ হত্যার নির্দেশ দেন। - তা যদি না হয় তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু এ পথের শেষ কোথায়! কোথায় বা তার গন্তব্যস্থল! বাংলার অনেক আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার এটাই ছিল মুখ্য কারণ। তাঁরা নিজেরাই জানতেন না যে শেষ কোথায় টানতে হবে। অশোক বাস্তববাদী, তাই বিপ্লবের এই পথ নিয়ে তার মনে সংশয় ছিল। সে ভালোভাবেই জানত যে স্বাধীনতা সংগ্রাম বা বিপ্লব কখনই একার নয়, তা হচ্ছে সম্মিলিত প্রয়াসের ফসল। সে বুঝেছিল যে যেখানে মানুষ মেরুদণ্ডহীন, যে দেশের অর্ধেক মানুষেই ব্রিটিশের খোসামদে ব্যস্ত, তাদের আধুনিকতায় লালায়িত, সেখানে স্বাধীনতা এত সহজ নয়। নাটকে অশোক বলছে - "এই হত্যাকাণ্ডের আবশ্যকতা কী? উদ্দেশ্য কী? প্রয়োজন কী? একজন উইলমটকে মারলাম, তার জায়গায় আর এক পুলিশ সুপার আসবে। ইংরেজ রাজত্ব কী মেরে মেরে শেষ করা যাবে?"[৭] অশোক স্বাধীনতার মূল অর্থটি বুঝতে পেরেছিল, বুঝেছিল যে হিংস্রের ন্যায় ব্রিটিশকে হত্যা করে, রক্তের আহুতি দিয়ে কখনই একটি দেশ, একটি সমাজ দাসত্ব মুক্ত হতে পারে না। আসল মুক্তির জন্য প্রয়োজন সার্বিক জাগরণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় - "সমগ্র দেশ বলে একটি জিনিস সমস্ত দেশের লোকের সৃষ্টি, এই সৃষ্টি তার সমস্ত হৃদয়বৃত্তি দিয়ে, বুদ্ধিবৃত্তি ও

সহ্য করতে প্রস্তুত। নাটকের সংলাপে এর কিছু দৃষ্টান্ত -

"কৃষক (১) সূর্য স্যানরে ধরবার পারে নাই।

ঘর জ্বালাইছে মায়ের কোল থেইকা দুগ্ধপোষ্য শিশুরে কাইড়া লইয়া আছাড় মারছে। তবু এক মরদের মু দিয়া একটি বাতও বারায় নাই।"[৩]

এভাবে এক শিখার দ্বারা উজ্জীবিত হল হাজার হাজার প্রদীপ, সেই প্রদীপের আগুনে অনেকের জীবন জ্বলেছে, অনেক পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়েছে- সেই আত্মবিসর্জনের ফসল স্বরূপই আজকের স্বাধীন বঙ্গ।

তবে একথাও সত্য যে পরাধীন বাংলায় কিছু প্রাণী এমনও ছিল যে ব্রিটিশ শাসনকে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারের মাধ্যম মনে করেছে। আসলে তারা ছিল ব্রিটিশের উচ্ছিষ্ট দ্বারা পোষিত জন্তু, আরামে - আহ্লাদে নিজেদের নিয়ে বেশ ছিল তারা। তাই স্বদেশীদের মৃত্যুতে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করত না। বরং তরুণদের মিথ্যা আচারের বেড়াজালে বেঁধে পঙ্গু করতে চাইছিল একদিন। নাটকে দেখি -

"হরিশ" '..... এখানে একটা ঐতিহ্য আছে, আধ্যাত্মিকতা আছে। আত্মানাম বিদ্ধি - নিজেকে চিনতেই দিন কেটে যাচ্ছে আমাদের, ওসব হট্টগোল সহ্য হয় না।

ব্রজেন '..... যজমান শিশুদের একটু ভারতীয় দর্শনে দীক্ষিত করুন তো পণ্ডিতমশাই। এই বন্দুকবাজি যে পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে আমদানি এটা বুঝতে কি কষ্ট বুঝি না। ভালো কথা ঘোষদের বয়স্থা কন্যার এখনও বিবাহ হল না, এটা কি ভালো কথা?"[৪]

হায় রে সমাজ, জান যায় কিন্তু আচার মানতেই হবে। পেটে খাবার নেই কিন্তু কন্যা দায় বড় দায়। তাই আজ বঙ্গদেশ পঙ্গু। এই প্রসঙ্গে রোকেয়ার কথা উল্লেখনীয় - "সভ্যতা বলছে অর্ধেককে পিছিয়ে কখনই উন্নতি সম্ভব নয়। আমাদের সমস্যার মূল জায়গাটাই এখানে। ..... নারীর উপর প্রভুত্ব করে বলেই আজ আরেক দল তাদের শাসন করছে"[৫] - আচারের উৎপীড়ন এতটাই তীব্র ছিল যে একদিন সারা বাংলা তার দাপটে কাঁপছিল। ফলস্বরূপ সেই আচার লাঞ্ছিত বঙ্গদেশকে ভিন্ন জাতির পদতলে নিষ্পেশিত হতে হয়েছিল। তখন কোথায় গেল সেই আচারের দম্ভ, নারীর ঘোমটা ঢাকা মুখ, স্বামীর প্রভুত্ব বিস্তারের সেই আকাঙ্ক্ষা। প্রসঙ্গক্রমে নাটকের অন্যতম চরিত্র হিতেন দাশগুপ্তের কথাই বলা যায় - ব্রিটিশ শাসনের একনিষ্ঠ কর্মী সে। দেশের প্রতি বিন্দুমাত্র ভালোবাসা তো দূরের কথা, নিজের স্ত্রী, সন্তানকে পর্যন্ত উপেক্ষা করে, এক নির্মম অত্যাচার চালায় তাদের উপর। আসলে তখনকার প্রায়ভাগ পরিবারেরই এই চিত্র। স্বামী দ্বারা নিপীড়িতা স্ত্রী। স্ত্রীকে উপেক্ষা করে জৈবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বাঈজীদের কাছে তো তাদের আনাগোনা থাকতই; এতে নাকি তাদের রুচিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকে রাধার (গণিকা চরিত্র) সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিল হিতেন। ব্রিটিশরা তো শারীরিক পরিশ্রমে বাধ্য করত, কিন্তু স্বদেশরূপী এই বিদেশিরা যে নিজ স্ত্রীদের ক্রীতদাস ব্যতীত আর কিছুই মনে করত না। কিন্তু কে রেখেছে সেই অন্তঃপুরের খবর। এই ছিল নারীর পারিবারিক মর্যাদা। ব্রিটিশের আনুগত্যে ইংরেজি শিক্ষিত এই যুবকেরা নিজ শিক্ষাদীক্ষা মায়া মমতা সবই বিসর্জন দিয়েছিল একদিন, আর এর উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল অন্তঃপুরের নিশ্চুপ নারী দেরই। তবে দাম্পত্য জীবনের কিছু চিত্র এমনও ছিল, যা গ্রাম-বাংলার শোভা বর্ধন করেছিল।

the tail of the poem, the 'I' in ignorance writ in the first line carries a note which implies women are far removed from actual participation in power politics. Was the poet painting then a picture of a vast canvass wherein images crafted in are perennially solely of men in all their game play of might and power? She writes:

I don't know politics but I know the names
Of those in power, and can repeat them like
Days of week, or names of months, beginning with Nehru.

But only for a momentary credence rendered to an over towering image of men, the poet did a quick brush-up stroke and in a brusque stance after her confessional knowledge and awareness of the overpowering presence of men, she brings a tacit assertive introduction of herself in the next lines. Simple and succinct these lines are worded but connote robust underlying brilliance in portraying that she is a woman and is as proficient and intellectual as anyone and maybe even more. She is trying to put in the female 'I' into the canvass that she paint in the opening lines. This brings to mind Mary Wollstonecraft's famous work Vindication of the Rights of Women (1792), in which she fiercely advocated for the competency of women's intellect. Kamala's ability to transcend the narrow divisions of caste, creed and colour to a broad outlook of acquiescence to human ability and existence irrespective of generic differences is admirable. She as a woman is as efficient a creature and she asserts the 'I' in her:

I am Indian, very brown, born in Malabar,
I speak three languages, write in
Two, dream in one.

Kamala after firmly establishing her identity whizzes to remonstrate in an effort to disentangle herself from the ideology of what Simone De Beauvoir states of women that, "One is not born, but rather becomes, woman. No biological, psychical or economic destiny defines the figure that the human female takes on in society" (Beauvoir 293). Kamala minces no word to express her sheer disenchantment of the typical socialization process that ascribes specific gender roles and gendered expectations. In a tone of weariness, she pens the limiting voices of many like the opinionated critics, friends and visiting cousins who beleaguer her into overriding her choices. Imposition of social expectations and the abidance by its regulations packed with all kinds of dos and don'ts to the minutest details of, " Don't write in English, they said, English is
Not your mother-tongue", gives a claustrophobic effect and one can possibly picture the poet in exasperation with both hands raised up speaking enraged :

Why not leave
Me alone, critics, friends, visiting cousins,
Every one of you? Why not let me speak in
Any language I like? The language I speak,
Becomes mine, its distortions, its queernesses
All mine, mine alone.

Beneath the echoes of assertive pulsations of a woman, Kamala stirs the readers into murky expanses of being the subaltern gender. The poet treads into a place where even angels will fear to tread on, a place where society dictates and subjugates the very essence of doing life as a woman. The initial 'I' imagery of women now shrinks pitifully in the lines following wherein are exposed the objectifying of a woman's physical body that is repercussive and makes her living no better than a cadaver. When the girl could hardly come to terms with the physiological changes taking place in her body - at a mere but most enthused age for a girl be, to roam in the fields of fantasy, meddling on oneself in self love or amorous love, the child in the poet is brutally coerced to taste reality in its bitter most state. The poet confesses how she was thrust into a viciously meaningless marriage to a much older man; sadly, not for love but to satisfy his carnal needs. Well! She had no choice being a part of an orthodox set up, does she? She was only a child physically, mentally and emotionally. She just became a body of quarry to the, "destiny that society traditionally offers women is marriage. Even today, most women are, were, or plan to be married, or they suffer for not being so. Marriage is the reference by which the single woman is defined, whether she is frustrated by, disgusted at, or even indifferent to this institution." (Beauvoir 451) And the poet openly shares:

I was child, and later they
Told me I grew, for I became tall, my limbs
Swelled and one or two places sprouted hair.
When I asked for love, not knowing what else to ask
For, he drew a youth of sixteen into the
Bedroom and closed the door, He did not beat me
But my sad woman-body felt so beaten.
The weight of my breasts and womb crushed me.
I shrank Pitifully.

Ricochet to the stark experience of womanhood, the poet seem to react naturally or subconsciously in defiance of the destiny that society traditionally offers women in marriage. The poet seem to be in a disgusted mood which draws her into a state of disillusionment; disillusioned on her gender triggered from such a brutal blow to her

স্বতন্ত্র রূপ দিল। কল্লোলের বিদ্রোহ (১৩৩০-১৩৩৬), গণ আন্দোলনের হাত ধরে বাংলা নাটক যাত্রা করল এক নতুন পথে - গণনাট্য, বহুরূপী, নবনাট্য ইত্যাদি বিভিন্ন নামে নাট্যদল গঠিত হল - যার মধ্যে সংস্কৃতি স্বাতন্ত্রের নবতর পরিমণ্ডল পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

'নীলদর্পণ' নাটকে যে অধ্যায়ের সূত্রপাত, তার প্রায় ৮০ (আশি) বছর পর মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩), 'কারাগার' (১৯৩০) ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নবীনকালকে সচেতনভাবে বরণ করেন, চল্লিশের দশকে যাকে নবনাট্যের সূচনা বলা হয়। 'আগুন' (১৯৪০), 'জবানবন্দী' (১৯৪২) এবং সার্থক হন 'নবান্ন' (১৯৪৪) নাটকে গিয়ে - একে নবনাট্যের সার্থক সূচনা বলা হয়। এরপর তুলসী লাহিড়ী, দিগিনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ইত্যাদি নাট্যকারের হাত ধরে - নবনাট্যের ধারায় পরবর্তীকালে এলেন উৎপল দত্ত। তাঁর বিশাল নাট্য সম্ভার নিয়ে। যেখানে শুধু যুগের বাস্তবতাকেই বহন করলেন না, সময় ও সমাজের শর্তে বেঁচে থাকার স্পন্দনে মানুষের জয়গান করলেন। এই নিরীক্ষেই উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৬১) নাটকটির আলোকে নব্যনাট্যের ধারায় বঙ্গীয় সমাজকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

'ফেরারী ফৌজ' (প্রথম অভিনয় মিনার্ভা) - সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের অদম্য তেজশক্তি, সাহস এবং দেশকে পরবশ্যতা থেকে মুক্ত করার কঠিন সঙ্কল্প এবং মৃত্যুবরণের নির্ভীকিতায় বাংলার মাটি যে একদিন সন্ত্রাসমুক্ত হতে পেরেছিল, সেই সংগ্রামেই চিত্রিত হয়েছে এই নাটকে। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং জালালাবাদ যুদ্ধের নায়ক বীর সূর্যসেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, চট্টগ্রাম এবং আশেপাশের অঞ্চলের অসংখ্য যুবক যুবতীদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। তারই আদর্শে রচিত হল 'ফেরারী ফৌজ'।

"ছাড়ানো সূর্যের কণা
জড়ো করে যারা
জ্বালাবে নতুন দিন।"[২]

এই কবিতাই 'ফেরারী ফৌজ' নাটকের মূল সুর। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথাসিদ্ধ নাটক নয়, একটি ব্যতিক্রমী নাটক, যার মধ্যে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকের বাংলার উত্তাল বিপ্লবী আন্দোলনকে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। যার মধ্যমণি ছিলেন সূর্যসেন, যিনি মাস্টারদা বলে খ্যাত।

নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতেই আছেন শান্তিদা, এক বিপ্লবী নেতা (সূর্যসেনের অনুগামী) - যিনি নীলমণি বাড়ুজ্যের ছদ্মবেশে বিশ্বাসঘাতক রূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করে ইংরেজদের বিশ্বাসভাজন হয়েছেন। আসলে তিনি বিপ্লবী নেতা, তিনিই সকলের মনে প্রতিরোধের দাবানল বয়ে নিয়ে আসেন।

নাটকের প্রথমেই দেখি ব্রিটিশ শাসনে গ্রাম-বাংলা কম্পিত। গ্রামের নাম ভূবনভাঙা। যেখানে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণে শিশুর পর্যন্ত নিস্তার নেই। সমাজের নিম্নবিত্তরা (কৃষক, মাঝি, শ্রমিক) লুণ্ঠিত, শোষিত। লুণ্ঠনের ভার এতটাই বেশি যে 'মুক্তি' - শব্দটাই হয়তো তাদের আজানা ছিল। কিন্তু সূর্যসেনের মতো বিপ্লবীরা এসে তাদের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুললেন, দিলেন মুক্তির আস্বাদ। তিনি হয়ে উঠলেন সর্বহারাদের দেবতা। এই দেবতার প্রাণ রক্ষার্থে তারা হাজার যন্ত্রণা

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol. - 6 No. - 2, July, 2019
pp, 84-89

Social Realism in Utpal Dutta's Play Absconding Soldier

Shelly Dutta
Research Scholar, Dept. of Bengali, Gauhati Univ., Guwahati-781014

Abstract:

Utpal Dutta is one of the often repeated names in the annals of dramatic history of Indian literature. His contribution to the neo-dramatic movement in the country is always remembered by the lovers of dramatic art and critical minds. His plays are tales of common men, reflection of the contemporary life and society, and at the same time sing the joy of living for the life and the society. Dutta's Absconding Soldier conforming to the neo-dramatic movement tells the story of Bengali society where with the political flux is revealed sufferings of man's soul and where we find a picture of the sufferings of the people of India, bitter satire on betrayal and also the fearlessness and heroism of Indians.

Keywords: *politics, revolutionary society, realism, human rights, betrayal.*

"ধূলিরুক্ষ রাজপথে নিরাশ্রয় যারা পরিশ্রমী,
যুগ্মকরে তাহাদের নমিঃ
মরণের স্নেহ যেন, - সব অঙ্গে করিতেছে ছেদ,
জীবনে ঘুচালো যারা মৃত্যু আর মৃত্তিকার ভেদ,
শিরপাতি লয় যারা একচক্ষু বিধাতার অমোঘ কুঠার,
তাদের জানাই নমস্কার।"[১]

১৯২৩ সাল, নিষ্পেশিত জর্জরিত ভারতবাসী। নিষ্ঠুর ব্রিটিশরাজ; শাসক ইংরেজের একটাই লক্ষ শোষণ। আর ভারতের নব প্রজন্মের একটাই কথা - 'We will put off that fire' - অর্থাৎ আগুনের মোকাবিলা করব আগুন দিয়েই। সারা দেশে বিপ্লবের দাবানল জ্বলে উঠল। দেশকালের পরিবর্তিত এই অবস্থা বাংলা নাটকের রূপান্তরকে অবশ্যসম্ভাবী করে - তাকে এক

femininity which spurts her towards a journey of extinguishing her identity for good. We see a despairing woman naively resorting to external and temporal means to swathe or maybe even to protect her femininity but little does she know that her core identity could ever be wiped away. One could the voice of despair in the lines :

Then … I wore a shirt and my
Brother's trousers, cut my hair short and ignored
My womanliness.

This attempt to surface out of being stereotyped drew a lot of flak from the categorizers who want Kamala to 'fit in' into a stereotyped role and identity and to "Be women, stay women, become women." (Beauvoir 3). The poet corroborates her thoughts with the ideology of separate spheres which defines a clear line of disjunctive domain in the role and identity of men and women wherein women are assigned to the domestic sphere committed to full time domesticity - submissive wife, honorable mother and womanhood and to don and perform the role of the Angel in the House. The poet seem to be perfectly in sync with the writer Easterine Kire who captures and articulates societal constructions and expectations thereby on the stereotyped role and identity of the woman through a character in her prose work A Terrible Matriarchy, "girl-children are never considered real members of the family. Their mission in life is to marry and have children and be able to cook and weave cloths and look after the household. If they got married, they would always be known as somebody's wife or somebody's mother and never somebody's daughter."(ATM 25) The numerous do's and don'ts penned in the few lines cited below suggests a claustrophobic ambience fabricated by a gender biased society:

Dress in sarees, be girl
Be wife, they said. Be embroiderer, be cook,
Be a quarreller with servants. Fit in. Oh,
Belong, cried the categorizers. Don't sit
On walls or peep in through our lace-draped windows.
Be Amy, or be Kamala. Or, better
Still, be Madhavikutty. It is time to
Choose a name, a role. Don't play pretending games.
Don't play at schizophrenia or be a
Nympho. Don't cry embarrassingly loud when
Jilted in love …

After the rattling sound of the endless do's and don'ts settles, the cadence of the poet's spirit takes a high and by the end of the poem, Kamala universalizes the subjective longings of every man and every

woman through which she strongly foregrounds the letter 'I' symbolizing the individuality of the genders. The 'I' is taken as a generic expression to indicate gender identity where the man's identity as prescribed by patriarchal tenets is as tightly packed like the Sword in its sheath. The poet as a representational voice to every woman asserts her displeasure that it is the male 'I' that is anywhere and everywhere. She stands to don the responsibility of a feminist to asseverate and transcend the tightly prescriptive codes and mores of gender stereotyping and puts the female 'I' on the same pedestal with the male 'I' navigating to establish an obdurate place of identity for women, where just as men does, even women can confidently assert - I too call myself I.

Who are you, I ask each and everyone,
The answer is, it is I. Anywhere and,
Everywhere, I see the one who calls himself I
In this world, he is tightly packed like the
Sword in its sheath. It is I who drink lonely
Drinks at twelve, midnight, in hotels of strange towns,
It is I who laugh, it is I who make love
And then, feel shame, it is I who lie dying
With a rattle in my throat. I am sinner,
I am saint. I am the beloved and the
Betrayed. I have no joys that are not yours, no
Aches which are not yours. I too call myself I.

Conclusion:

Kamala Das pertinently limns different paradigms of a woman's life constricted by a world of orthodox male dominated society through her poem in discussion. In using her own life as the main line of context, the poet in a brilliant stroke of intelligence and wisdom astutely exposes the plight and miseries of women. However, the poet is not impeded by despondency and rings a triumphant chime when she chooses to chart away from the miry spaces of male dominance to a place of emancipation where even the woman is as much and capable a human as the man. Therefore, Kamala concludes that even if she is flawed or not flawed, even if she be a sinner or a saint, she owns all accountability of her actions on herself as a complete individual and thus the poet disowns the notion of dependency and meek submission. Kamala as a representational voice is on firm footing in asserting the theme of women on equal plinth with that of man and her beautiful relyric on the notion of emancipated women is sublime.

৪.০০ উপসংহাৰ ঃ

চন্দ্রধৰ চমুৱাৰ অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ আৰু স্বকীয় চিন্তাৰ পৰিধি যথেষ্ট বিস্তৃত। তেওঁৰ গভীৰ সমাজ নিৰীক্ষণৰ স্বাক্ষৰ ভিন্ন নাটকসমূহে উপযুক্তভাৱেই দাঙি ধৰিছে। ব্যক্তিৰ অন্তর্লীন স্বৰূপ সম্পর্কে থকা অনুসন্ধিৎসাই চমুৱাৰ নাটকত ভুমুকি মাৰিছে। *ক'লা বাকচৰ লেখা* নাটকখন মূলতঃ পুঁজিবাদে কঢ়িয়াই অনা অত্যধিক পদার্থপ্রীতিৰ প্রকৃতি বা স্বৰূপ উদ্‌ঘাটনৰ প্রয়াস। সমান্তৰালকৈ অনিশ্চয়তা আৰু অনির্ণেয়তা নাটকখনৰ প্রধান উপজীব্য। পৰিৱর্তিত অর্থসর্বস্ব সামাজিক পটভূমিয়ে ব্যক্তিসত্তা আৰু মানৱসত্তালৈ কটিয়াই অনা ভাবুকি নাটকখনৰ যোগেদি প্রতিফলিত হৈছে। একে সময়তে প্রজন্মৰ ব্যৱধান খুব সূক্ষ্মভাৱে নাটকখনৰ জৰিয়তে প্রকাশ লাভ কৰিছে। কমল দত্ত আৰু পুতেকহঁতৰ মাজত থকা সময়, সম্পর্ক আৰু পৰিস্থিতিৰ ব্যৱধান সমাজৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে এক ডাঙৰ বিড়ম্বনা। বিংশ শতিকাৰ শেষৰ দশককেইটাই কঢ়িয়াই অনা যান্ত্রিকতাসর্বস্ব মানসিকতাৰ বাবে আমি কাক জগৰীয়া কৰিম; দিনে দিনে বাঢ়ি অহা প্রজন্ম ব্যৱধানৰ বাবে কোনটো পক্ষক প্রকৃততে দোষাৰোপ কৰিম - এইসমূহ বর্তমান সময়ত এক ডাঙৰ প্রশ্ন হৈ আমাৰ আগত থিয় দিছেহি। চন্দ্রধৰ চমুৱাই নাট্যকলাৰ যোগেদি এনেধৰণৰ দৃষ্টিকোণ শ্রোতাৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছে। লগতে নাট্যকাৰ আশাবাদী এই দৃষ্টিকোণৰ সঠিক কর্যণেৰে পৰৱর্তী প্রজন্মই সমাজখনক এক গতিশীলতা প্রদান কৰিব।

প্রসংগ সূত্র ঃ

১. অৰূপ বৰঠাকুৰ আৰু আন্যান্য, *প্রায়োগিক নাট্যকলা*, 'সম্পাদকীয় সংযোজন', পৃ-২৭০
২. বিনন্দ বৰুৱা, *মুনীন ভূঞাৰ নাটক 'হাতী আৰু ফান্দী' আৰু 'জৰৌবৌৰা পৰজা' ঃ এটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন*, এম. ফিল গৱেষণা গ্রন্থ, অসমীয়া বিভাগ ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩ বর্ষ, (অপ্রকাশিত)
৩. ফণী তালুকদাৰ, অনাতাঁৰ নাটক ঃ ৰচনাশৈলী আৰু প্রযোজনা, *অসমীয়া নাটক ঃ পৰম্পৰা আৰু পৰিবর্তন*, পৰমানন্দ ৰাজবংশী (সম্পা.), পৃ-১০৫

***

উপভোগ কৰিব লাগে। অথচ শ্ৰুতিৰ মাজেৰেই শ্ৰোতাৰ মনত নাটকৰ পটভূমি, সংঘাত, বিষয়বস্তু, পৰিস্থিতি, সময়ৰ ব্যৱধান আদি সঠিকভাৱে মূৰ্ত হৈ উঠিব লাগিব। প্ৰথম অৱস্থাত অনাতাঁৰ নাটকে এই সীমাবদ্ধতা অতিক্ৰম কৰাত কঠিনতাৰ সমুখীন হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত অনুশীলনৰ জৰিয়তে নাট্য ৰচনাৰ কৌশল আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে।

চন্দ্ৰধৰ চমুৱাৰ *ক'লা বাকচৰ লেখা* নাটকখনে শ্ৰৱণৰ যোগেদিয়েই শ্ৰোতাক নাট্যকাহিনীৰ দ্বন্দ্বৰ সৈতে সূক্ষ্ম পৰিচয় কৰাই দিয়াত সক্ষম হৈ উঠিছে। সেই দৃষ্টিৰে অনাতাঁৰ নাটক হিচাপে *ক'লা বাকচৰ লেখাই* এক বিশেষ গুৰুত্ব দাবী কৰে। নাটকখনৰ পাঠ (Text)টি ৰেডিঅ' নাটৰ বাবে উপযোগী হৈ উঠিছে বাবেই ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ মাধ্যমৰ যোগেদি সম্প্ৰচাৰ হৈছে। কিন্তু নাটকখনৰ সফলতা বহুপৰিমাণে পশ্চাদ্‌ৱলোকন (Flash back) পদ্ধতিৰ সঠিক ব্যৱহাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। সময় আৰু পৰিস্থিতিৰ সমান্তৰাল চিত্ৰণৰ অবিহনে নাটকখনে শ্ৰোতাৰ মনোযোগ দাবী কৰিব নোৱাৰিব। কিয়নো, সময় আৰু পৰিস্থিতিয়ে নাটকখনত একো একোটা চৰিত্ৰৰ দৰে ভূমিকা পালন কৰিছে। সমাজ জীৱনৰ বিৱৰ্তনৰ ইতিহাসক নাট্যকাৰে চৰিত্ৰৰ যোগেদি প্ৰতিফলন ঘটাইছে। গতিকে চৰিত্ৰসমূহৰ সময়োপযোগী উপস্থাপনৰ বিশেষ প্ৰয়োজন আছে। চন্দ্ৰধৰ চমুৱাৰ নাটকখন সেই দিশেৰে সফল হৈ উঠিছে বুলি ক'ব পাৰি। নাটকখনৰ একো একোটা চৰিত্ৰই পৰিৱৰ্তিত সমাজখনৰ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ দাঙি ধৰিছে। নাটকখনৰ বিষয়বস্তু নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত চমুৱাই গভীৰ পৰ্যবেক্ষণশীলতাৰ পৰিচয় দিছে।

ৰেডিঅ' মাধ্যমৰ বাবে লিখা নাটক উপস্থাপনৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত। "গতিকে এই দৃষ্টিৰে ৰেডিঅ' নাটক লিখিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে মাধ্যমটোৰ কথা চিন্তা কৰিবই লাগিব। তেনে ৰেডিঅ'-নাট্যকাৰে নাটকৰ চৰিত্ৰৰ কণ্ঠস্বৰ, পটভূমি তথা 'পাৰ্ছপেক্‌টিভ' (Perspective)ৰ অনুভূতি, নাটকীয় উৎকণ্ঠা, সংলাপৰ সৰলতা অথচ মিতব্যয়িতা, আবহ সংগীত তথা শাব্দিক (Sound effect) সহযোগিতা আদিৰ বিষয়ে স্পষ্ট ধাৰণা আহৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব। অনাহক চৰিত্ৰৰ ভিৰ, চিঞৰ-বাখৰ বা আন শব্দমালাৰ অপৰিমিত ব্যৱহাৰ, মঞ্চসুলভ সংলাপ প্ৰক্ষেপণ আদি দোষ থকা নাটক ৰেডিঅ'ত প্ৰচাৰিত হ'লে, শ্ৰোতাৰ বাবে আমনিদায়ক হয়। কাহিনী তথা পটভূমি অনুধাৱনত অসুবিধা হয়।"[৩] চন্দ্ৰধৰ চমুৱাৰ ক'লা বাকচৰ লেখা নাটকখনত অযথা সংলাপৰ ভিৰ নাই। শাব্দিক চয়ন আৰু নাটকীয় উৎকণ্ঠা সৃষ্টিতো নাট্যকাৰে মিত্যবয়িতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। প্ৰণিধানযোগ্য যে, পৰিস্থিতিগত আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাত নাট্যকাৰ সফল হৈছে। ইয়াৰ প্ৰকৃত দৃষ্টান্ত হৈছে কমল দত্ত নামৰ চৰিত্ৰটি। চৰিত্ৰটিৰ মাজেদি অতিমাত্ৰা আৱেগৰ প্ৰকাশ ঘটা নাই। তৰুণা আৰু শংকৰ চৰিত্ৰ দুটাৰ মাজতো একেই কথাকে প্ৰযোজ্য হৈছে। চৰিত্ৰ সৃষ্টিতো নাট্যকাৰে একপ্ৰকাৰৰ সংযম প্ৰদৰ্শন কৰিছে। কমল দত্তৰ পাঁচজন পুত্ৰৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যদিও নাটকখনত আমি তিনিজনৰহে প্ৰত্যক্ষ চিত্ৰায়ণ দেখিবলৈ পাইছোঁ। অথচ নাটকীয় কাহিনী তথা অনুষংগসমূহে শ্ৰোতাক পাঁচোজন পুত্ৰৰে জীৱনকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ স্বৰূপ সম্পৰ্কে স্পষ্ট ধাৰণা দিবলৈ সক্ষম হৈছে। এককথাত, চন্দ্ৰধৰ চমুৱাৰ ক'লা বাকচৰ লেখা প্ৰায়সমূহ ৰেডিঅ' উপাদানেৰে সমৃদ্ধ এখন পৰিশীলিত সামাজিক নাটক।

Works Cited:

Bhargava Rajul. Ed. *Gender Issues: Attestations and Contestations*. Jaipur:Rawat Publications,2010.Print.

Kire, Easterine. *A Terrible Matriarchy*. New Delhi: Zubaan, 2008. Print. (Abbreviated :ATM)

De Beauvoir,Simone. *The Second Sex*. London:Vintage Books, 2011.Print.

"Kamala Das Biography."<https://www.mapsofindia.com/who-is-who/literature/kamala-das.html>. Web. 26 June 2019.

***

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol. - 6 No. - 2, July, 2019
pp, 32-38

The Hornbill in Naga Folklore

Enunu Sale
Ph.D. Scholar, Department of English, Nagaland University, Kohima Campus, Meriema, Kohima- Nagaland -797004.

Abstract

The hornbill is a bird which occupies a significant place in the cultural life of the Nagas. It is looked upon with awe, conceived to be the king of the birds, and considered to be gifted with wisdom, beauty and grace. The bird is also associated with courage, strength and prosperity. The hornbill came to represent beauty because of its significant beak, its prominent feathers and its size. However, it is considered not only as a sign of beauty but also of good fortune. It is believed that if hornbills fly across a village, the weather will be favorable. Such beliefs of the ancestors have enhanced the reputation of the hornbill, and hence glorified in the folklore of the Nagas making it the protagonist in folktales and a source of inspiration folksongs and dances. The paper aims to analyze the importance of the hornbill in Naga culture and understand how and why it came to attain such an illustrious reputation.

Keywords: *Hornbill, Folktale, Folksong, Folkdance, Material Culture.*

The Naga ancestors were ardent believers in the supernatural, spirits and deities. Their life was governed by rituals, customs, laws and regulations of the land. Loyal devotion to the deities and gaining their favour was considered to be the most important duty; therefore, they perform the rites and ceremonies with utmost care and interpret every natural phenomenon as a sign of response to or reaction from the gods. Their relationship with the beasts and birds was so intimately intertwined that every creature was believed to possess a soul and some the soul of gods. This belief is proved by their tales and songs about spiritual beings and animals. The hornbill is one such bird which is looked upon with awe, conceived to be the king of the birds, and considered to be gifted with wisdom, beauty and grace. The bird is also associated with courage, strength and prosperity. The cry of the hornbill is taken as an

সমাজৰ এক সূক্ষ্ম নিৰীক্ষণ দাঙি ধৰিছে। নাট্যকাৰে প্ৰকাৰান্তৰে এই বাৰ্তাও দিবলৈ যত্ন কৰিছে যে সমাজৰ উল্লিখিত ব্যাধিবোৰ এতিয়াও আঁতৰ হৈ যোৱা নাই। অৱশ্যে এই সমস্যাবোৰৰ সমাধান সম্পৰ্কীয় দৃষ্টিকোণ তেওঁ নাটকখনত দাঙি ধৰা নাই। চন্দ্ৰধৰ চমুৱা বাওঁ মতাদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট আছিল। সেয়ে তেওঁৰ ৰচনাত সমাজৰ অসমতা, দুৰ্নীতি, শোষণৰ প্ৰতিচ্ছবিয়ে বিশেষভাৱে স্থান লাভ কৰিছে।

২.০৪ নাটকখনৰ নামকৰণৰ তাৎপর্য ঃ

চন্দ্ৰধৰ চমুৱাৰ *ক'লা বাকচৰ লেখা* নাটকখনৰ নামকৰণৰ বিশেষ তাৎপর্য আছে। প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰেই সংঘর্ষপূর্ণ এক সামাজিক ইতিহাস থাকে। এই সংঘাত, দ্বন্দ্বকেন্দ্রিক ইতিহাসক সকলোৱে নিজৰ মাজত সঞ্চিত কৰি ৰাখে। কোনোৱে ডায়েৰীৰ ৰূপত আকৌ কোনোৱে নিজৰ অভ্যন্তৰত আনে নেদেখাকৈ থুপাই ৰাখে। প্ৰকৃততে প্ৰত্যেক মানুহৰেই এখন একান্ত নিজা জগত থাকে। এই জগতখনক আমি নিজা একো একোটা 'বাকচ' বুলিও অভিহিত কৰিব পাৰোঁ। যিটো বাকচত মন গ'লেই আমি নির্বিঘ্নে বিচৰণ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু সঘন ব্যৱহাৰ নহয় বাবেই কেতিয়াবা এই বাকচটোত ক'লা ৰঙ লাগে। আকৌ বয়স অর্থাৎ দীর্ঘ সময়েও বাকচটোক ক'লা বাকচলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। সময়ৰ লগে লগে বাকচটোত সঞ্চিত হৈ থকা জীৱন অভিজ্ঞতাৰো মূল্য বাঢ়ি গৈ থাকে। যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিৰ দীর্ঘদিনীয়া সঞ্চয়ৰ ভঁৰাল 'ক'লা বাকচ' একোটা খোল খাই তেতিয়াই সংশ্লিষ্ট মানুহজনৰ জীৱন-ইতিহাস আমাৰ আগত মূর্ত হৈ উঠে। সদায় দেখি থকা মানুহজনৰ ব্যক্তিসত্তাকো ক'লা বাকচ একোটাই পৃথক ধৰণেৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰে। এককথাত, ক'লা বাকচ হৈছে জীৱন-অভিজ্ঞতাৰে সমৃদ্ধ এক সামাজিক ইতিহাস। চন্দ্ৰধৰ চমুৱাৰ নাটকখনতো চিত্রিত ক'লা বাকচটো সামাজিক বিৱর্তনৰ ইতিহাসলৈ পর্যবসিত হৈছে। কমল দত্তৰ ডায়েৰীখন সংৰক্ষণ কৰি ৰখা ক'লা বাকচটো কেৱল এটা পৰিয়ালৰ উত্থান-পতনৰ ইতিহাসেই নহয়। একেসময়তে পুঁজিবাদ তথা বিশ্বায়নৰ হাতোৰাত পিষ্ট হেজাৰটা পৰিয়ালৰ জীৱন সংগ্রামৰ ইতিহাস। নাট্যকাৰে 'শংকৰ'ৰ চৰিত্রটোৰ মাজেদি নাটকখনৰ শিৰোনামৰ তাৎপর্য সম্পর্কে ইংগিত দিছে এনেদৰে - *দেউতাই ডায়েৰী লিখিছিল আৰু ডায়েৰীখন যিটো বাকচত থৈছিল সেইটো কাকো খুলিবলৈ নিদিছিল। সেইবাবে তৰুণাই তাৰ নাম দিছিল ক'লা বাকচ। যোৱা দুটা বছৰে মই পৰিয়ালৰ এই বস্তুবোৰ সংগ্রহ কৰিছো আৰু এতিয়া সকলোবোৰেই দেউতাৰ শেষ লেখাটোৰ লগত সম্পর্ক থকা একোটি যেন ক'লা বাকচৰ লেখা*। উল্লেখ্য যে, শংকৰে দেউতাকৰ ক'লা বাকচৰ অন্যান্য লেখাবোৰৰ সদৃশ শেষ লেখাটো উদ্ধাৰ কৰি এক চৰম সত্য আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে, দেউতাকৰ মৃত্যু অস্বাভাৱিক। দেউতাকৰ ইচ্ছামৃত্যুৰ অংগীকাৰ জীৱিত সময়ছোৱাত তেওঁলোকে গ'মেই নাপালে। বহু ব্যক্তিৰ এনে বহু অংগীকাৰ নিজৰ অভ্যন্তৰৰ ক'লা বাকচটোতেই সঞ্চিত হৈ থাকি যায়। যি কেতিয়াও উদ্ধাৰ নহয়। প্ৰকৃতপক্ষে ক'লা বাকচেই আমাৰ জীৱনবোৰৰ দ্বৈৰথ দ্বন্দ্ব (Binary oppsition)ৰ প্ৰকৃত সত্য।

৩.০০ অনাতাঁৰ নাটক হিচাপে *ক'লা বাকচৰ লেখা* ঃ

দর্শন আৰু শ্রৱণৰ বাবেই নাটকৰ জন্ম যদিও ৰেডিঅ' নাট কেৱল শ্রৱণেন্দ্রিয়ৰ দ্বাৰাহে

সমাজৰ প্ৰতিফলন ঘটিলেই তাক পোনচাটেই সমাজ-চেতনা বুলি অভিহিত কৰিব নোৱাৰি। "লেখকগৰাকীৰ লাগিব সমাজ সম্পৰ্কে এটা দাৰ্শনিক বা তত্ত্বীয় আধাৰ বিন্দু আৰু ই হ'ব লাগিব সমাজৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে ইতিবাচক (Constructive) আৰু শুভবাদী (Optimistic)। অৰ্থাৎ গঠনমূলক দৃষ্টিভংগীৰে যেতিয়া লিখকৰ দাৰ্শনিক ভিত্তিৰে সমাজৰ বিভিন্ন দিশৰ অংকণ সাহিত্যত প্ৰতিফলিত হ'ব, তেতিয়া সেই বিশেষ দিশবোৰ ব্যক্তিচেতনাৰ আলোকত উদ্ভাসিত হৈ উঠিব আৰু সমাজ সম্পৰ্কীয় লিখকৰ সেই চেতনাটোকে সমাজ-চেতনা বুলি অভিহিত কৰা হ'ব।"[২]

স্বৰাজোত্তৰ সময়ছোৱাত আমাৰ দেশত এক বৃহৎ বুৰ্জোৱা শ্ৰেণীৰ আবিৰ্ভাৰ ঘটিল। এই শ্ৰেণীটোৱে পূৰ্বৰ সামন্তবাদ, জমিদাৰ শাসন শ্ৰেণীৰ নেতৃত্ব লৈ সংকীৰ্ণ শ্ৰেণী স্বাৰ্থ পূৰণত ব্যস্ত হৈ পৰিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকতাতে পুঁজিবাদ গঢ় লৈ উঠিল। এই পুঁজিবাদে আমদানি কৰা সস্তীয়া পণ্যৰ বজাৰখনে আমাৰ সমাজখনৰ পৰিকাঠামোটোকে ভাঙি পেলোৱাৰ উপক্ৰম কৰিলে। এনে এক পৰিৱেশতে এচাম সুযোগ সন্ধানী, অহৰহ মুনাফাৰ সন্ধানত থকা মানুহৰ সৃষ্টি হ'ল। চন্দ্ৰধৰ চমুৱাই ক'লা বাকচৰ লেখা নাটকখনত এনে কিছুমান চৰিত্ৰকে চিত্ৰিত কৰিছে। যিয়ে মূল্যবোধ পাহৰি তথাকথিত আধুনিক, আমোলাতান্ত্ৰিক, দুৰ্নীতিযুক্ত পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খাই আগবাঢ়ি যাবলৈ শিকিছে। 'বিশ্বজিত', 'দুষ্মন্ত', 'গীতা', 'অৰূপা'ৰ দৰে চৰিত্ৰবোৰে প্ৰতিযোগিতামুখি বজাৰ এখনৰ মাজেৰেই দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু এই দৌৰ অনিশ্চিত আৰু সংশয়পূৰ্ণ। শংকৰৰ দৰে মানুহবোৰ এই প্ৰতিযোগিতাত তিষ্ঠিব নোৱাৰি অপমানিত হ'ব লগা হৈছে। কমল দত্তই নিজেই পুতেকহঁতক আওপকীয়াকৈ তেনে এটা পৰিৱেশলৈ আগবঢ়াই দি শেষত আত্মপ্ৰবঞ্চনাত ভূগিছে। সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন কাৰকসমূহে নাট্যকাৰৰ চেতনাত আহি ভিৰ কৰিছেহি। অত্যধিক ব্যক্তিকেন্দ্ৰিকতা আৰু সম্পৰ্কহীনতা যে সমাজৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে ভয়াবহ সেই চেতনাই নাট্যকাৰৰ জীৱন-দৃষ্টিত মূৰ্ত হৈ উঠিছে। কমল দত্ত নামৰ চৰিত্ৰটোৱে কোৱা এইখিনি কথা প্ৰকৃততে নাট্যকাৰৰে নিজা পৰ্যবেক্ষণ - *আৰু এদিন এই আই বসুসতীও মৰি থাকিব। সৌৰজগতত এটা বিস্ফোৰণ ঘটিব, আৰু তাৰ আগতে মানুহৰ সকলো অহংকাৰ ধোঁৱা হৈ উৰি যাব। মানুহৰ এই নিষ্ফল যাত্ৰা। চগাৰ যাত্ৰা।* আকৌ জীৱনৰ ভৱাৱহ সংঘাত পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো কিছুমান মানুহৰ শুভবুদ্ধি উদয় হোৱা নাই। দুষ্মন্ত চৰিত্ৰৰ যোগেদি এনে দিশেই স্পষ্ট হৈছে - *এৰা, এইখন এতিয়া যেন আমাৰ দেশ হৈ থকা নাই। ডকাইতৰ দেশ হ'ল। মুঠতে কথাটো হ'ল, মানুহৰ ঈৰ্ষা বাঢ়িছে। কাৰোবাৰ কিবা এটা হোৱা দেখিলে কিছুমানৰ চকুত টোপনি নোহোৱা হয়। অৰূপা, আমাৰ দিন এদিন ঘূৰি আহিবই, কিন্তু তাৰ বাবে ধৈর্য ধৰিব লাগিব। আৰু শুনাঃ তোমাৰ কথা অমান্য কৰি দেউতাৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ দিনা যেতিয়া উত্তৰ লখি মপুৰৰ ঘৰত উপস্থিত হ'লোগৈ তেতিয়াই মানুহবোৰৰ মনোভাৱবোৰ বুজিলো। কথাটো কি জানা? মই দেউতাৰ সমাধিৰ ওপৰত স্তম্ভ এটি নিৰ্মাণ কৰি দিম বুলি ক'লো। এজনে আকৌ তাকে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ প্ৰচাৰ কৰি দিলে। মানুহবোৰে এনে নিলৰ্জ্জভাৱে গিৰ্জনি মাৰি হাঁহি দিলে ... মই হেনো পিতৃভক্তিৰ অভিনয় কৰিছিলো। (এদল মানুহৰ গিৰ্জনি মৰা হহাঁ শব্দৰ প্ৰতিধ্বনি হয়। লগত 'পিতৃভক্তি', 'অভিনয়' আদি শব্দ) এৰা (হুমুনিয়াহ)* - নাটকখনৰ যোগেদি নাট্যকাৰে

auspicious sign when people prepare for war or are on their way to the battle field as it signifies victory. The hornbill came to represent beauty because of its significant beak, its prominent feathers and its size. It is also considered not only as a sign of beauty but also of good fortune. It is believed that if hornbills fly across a village, the weather will be favourable.Such beliefs of the ancestors have enhanced the reputation of the hornbill, and hence are glorified in the folklores of the Nagas making it the protagonist in folktales and a source of inspiration in folksongs and dances.

Folktales:

Folktales have a prominent status in the prolific culture of the Nagas. They are heirlooms which have been presented to the young by the old so that their history will be remembered. The importance of folktales is realised only when one is compelled to go back to it in order to interpret the past. The hornbill is perhaps one of the most popular birds in Naga folktales and since it is considered to be the mightiest in the hierarchy, it is portrayed as possessing qualities that cannot be rivalled.

Here is a story, according to the Angami tribe about how the hornbill feather came to indicate warrior status or prestige in the society:

In an Angami village lived a girl with her father and stepmother. Her stepmother was unfortunately a cruel and pitiless woman so the girl was made to do all the household chores and work in the field all day. The girl would often pray to the gods in her misery to turn her into a bird so that she would fly away and live as free as them. Unable to endure the suffering the girl decided to leave her home one day but afraid that her family will see through her plan, she packed her basket under the pretence of going to the field. Once she reached her destination, she placed her basket under a tree and then using her woven shawl called loramhousü (Angami dialect) as her wings she turned into a hornbill and flew away.

The girl visited her family on the day her father died. When she saw her step brother, she plucked the most beautiful feather from her body, gave it to him and told him to decorate himself with it but only after he has done something deserving. So the brother held a feast in order to earn the feather. Thus, it is believed that if people wear the feather without being worthy of it, it flies away.

Since then people would try to earn the feather by:

Hosting feast of merit: It involves a complex procedure of performing rituals, providing feasts to the entire village and pulling stone.

This is performed only by the rich as a demonstration of their wealth. When a person has successfully held the Feast of Merit, he is entitled to decorate himself with the hornbill feather.

The feather of other kinds of hornbill such as the brown hornbill, wreathed hornbill and the rufous necked hornbill can also be used but only for decorating and not as a symbol of honour for they are not as respectable as that of the great hornbill.

Hunting heads: The Nagas are known for their famous head hunting tradition.. In the past, when a village wages war against another, the warrior who brings to his village the head of his enemy is awarded with a 'ramei' or the feather of the prestigious hornbill. So it is said that even if a village is small and the population is comparatively less than other villages, yet most of their men have 'ramei' adorned on their head, that village is feared and respected and the men are perceived to be accomplished warriors (Liezietsu41). The tradition of head hunting came to be widely practiced by the Nagas ancestors because of the belief that the human head possesses great power (Elwin 11).

Counting heads: A person can also acquire 'ramei' by counting the numbers of head warriors bring.

The term 'ramei' is used by the Angami people to this day as a synonym of the word 'degree.'The hornbill feather can also be awarded for touching the corpse of the enemy, raiding villages or sacrificing mithun. In some tribe, not only the head of the family but the daughter is also given the right to wear the feather.

It is apparent that the feather of the hornbill is coveted by all in the past. Perhaps the feather is prized as the bird is difficult to catch because of its strength and size. In the folktale, the woman-hornbill's request to his step brother to prove himself worthy of the feather suggests the value of the feather. The fact that it is used to mark or signify the status of a person shows the power and glory it holds.

Material Culture

Material culture is a genre of folklore which deals with the material and visual aspects. The Nagas have distinct beliefs and practices which influence their art and crafts, their creation of material things in general, which are pregnant with meanings. The hornbill is a commonly used figure depicted to indicate status, wealth and prestige of the wearer or also of the village in general.

The Tsüngkotepsü shawl of the Ao community is given to a warrior who has taken an enemy's head or those who have sacrificed mithun.

মানুহে বিশ্বায়নৰ ধুমুহাত পৰি পণ্যসামগ্ৰী বুটলাৰ দৌৰত যেনেদৰে চামিল হৈছে তাৰ কোনো অর্থ নাই । কমল দত্তই স্বগতঃ উক্তি কৰিছে - *যন্ত্ৰৰ লগত দৌৰোতে দৌৰোতে মানুহবোৰ যন্ত্ৰ হৈ গ'ল। এৰা (হুমুনিয়াহ), যন্ত্ৰৰ গতিবেগ আছে, কিন্তু প্ৰাণ নাই। আৰু দৌৰি দৌৰি মানুহবোৰে কিছুমান নিৰ্জীৱ পদাৰ্থ বুটলি ফুৰিছে, তাকে বুলিছে ঘৰ, তাকে বুলিছে সম্পত্তি, তাকে বুলিছে সভ্যতা। (অস্বাভাৱিক হাঁহি) আৰু বোটলক আৰু দৌৰক। দৌৰি দৌৰি উশাহ বন্ধ হৈ য'ক। জুইৰ মাযাত চগাৰ দৰে পুৰি মৰক। যেনেদৰে, যেনেদৰে মই পুৰি শেষ হৈ আহিছো। (বিৰতি। খন্তেক কৰুণ বাদ্যসংগত। তাৰ পাছত পুনৰ অস্বাভাৱিক হাঁহি) চগাৰ যাত্ৰা, চগাৰ যাত্ৰা।* - এয়া আচলতে চৰিত্ৰৰ মাজেদি প্ৰকাশিত নাট্যকাৰৰ নিজা সূক্ষ্ম জীৱন দৃষ্টিভংগী।

নাটকখনৰ আন এটা প্ৰধান চৰিত্ৰ 'তৰুণা'ই নিজকে বৃদ্ধ পিতৃৰ পৰিচর্যাৰ কামত নিয়োগ কৰিছে। এককথাত এই চৰিত্ৰটোৱেও প্ৰকৃত বিকাশ লাভ কৰিছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু 'তৰুণা'ৰ মানসিকতা পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলতকৈ কিছু ভিন্ন। ককায়েক-বৌয়েকহঁতৰ অত্যধিক বস্তুপ্ৰীতিত তাই ক্ষুন্ন হৈছে। একেদৰে 'শংকৰ'কো তাই সৰু মানুহ বুলি তাচ্ছিল্য নকৰে। প্ৰকৃততে 'তৰুণা'ৰ চৰিত্ৰটোৱে বস্তুকেন্দ্ৰিকতাৰ ঊৰ্ধলৈ যাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে যদিও পৰিস্থিতিৰ বিপক্ষে যোৱাৰ প্ৰৱণতা নাই। আকৌ পিতৃৰ পৰিচর্যাত থকা একপ্ৰকাৰৰ কৃত্ৰিমতা, উদ্দেশ্যহীনতাও চৰিত্ৰটোৰ মাজত ধৰা পৰিছে। 'তৰুণা' চৰিত্ৰটো নাট্যকাৰে এক পর্যবেক্ষকৰ ৰূপত বা ভূমিকাৰে নাটকখনত অংকিত কৰিছে। নাটকখনৰ অন্যান্য চৰিত্ৰসমূহ মূলতঃ স্থিতিশীল চৰিত্ৰ। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যৱস্থাই সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতিয়ে তেওঁলোকক য'লৈকে লৈ গৈছে তেওঁলোক তালৈকে গতি কৰিছে। কোনোধৰণৰ সূক্ষ্ম বিবেকবোধ চৰিত্ৰকেইটাৰ মাজেদি প্ৰতিফলিত হোৱা নাই। 'বিশ্বজিত', 'দুষ্মন্ত', 'গীতা', 'অৰুণা' আদি চৰিত্ৰ ধনতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাই সৃষ্টি কৰা ব্যক্তিকেন্দ্ৰিকতাৰ প্ৰতিভূ। এওঁলোক যিদৰে সুযোগ সন্ধানী একেদৰে জীৱনৰ কঠিন পৰিস্থিতিত নিঃসহায় আৰু অস্তিত্বহীন। এনেদৰে সময়, সমাজ আৰু পৰিস্থিতিৰ অন্তর্লীন সংযোগত চৰিত্ৰবোৰৰ নিজা স্বৰূপ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। অৱশ্যে 'শংকৰ' চৰিত্ৰটোৱে কিছু পৃথক মনোযোগ দাবী কৰে। শেষত 'শংকৰেই 'তৰুণা' আৰু দেউতাকৰ ডায়েৰি উদ্ধাৰ কৰি 'লেখক' নামৰ চৰিত্ৰটোক অৱগত কৰিছে। পৰিয়ালটোৰ এক লিখিত ইতিহাস 'পাঠ' (Text) হিচাপে সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰিছে।

চন্দ্ৰধৰ চমুৱাৰ *ক'লা বাকচৰ লেখা* নাটকৰ চৰিত্ৰসমূহৰ পটভূমি মূলতঃ বিংশ শতিকাৰ শেষৰ দশককেইটাই জন্ম দিয়া পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যৱস্থাৰ পৰাই প্ৰত্যক্ষভাৱে সংগৃহীত।

২.০৩ নাট্যকাৰৰ সমাজ-চেতনা ঃ

সমাজ এখনক ভিন্ন মতাদর্শৰ (Ideology) দ্বন্দ্বক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয়। সমাজ এখনেই যিহেতু এজন লেখকক জন্ম দিয়ে, সেয়ে সমাজ এখনে ধাৰণ কৰি থকা ভিন্ন মতাদর্শৰ প্ৰভাৱ লেখকৰ জীৱনতো পৰে। সমান্তৰালকৈ সামাজিক বিৱর্তনে লেখকৰ জীৱনত পেলোৱা প্ৰভাৱেই তেওঁৰ বিভিন্ন শিল্পকর্মসমূহৰ মাজেদি প্ৰকাশ লাভ কৰে। নাটক এখনৰ বিষয়বস্তু আৰু পটভূমি যিহেতু সমাজ এখনৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰা হয়, গতিকে নাট্যকাৰ এজনৰ অন্তর্দৃষ্টিত সমাজ-চেতনাই সক্ৰিয়ভাৱেই ক্ৰিয়া কৰা পৰিলক্ষিত হয়। অৱশ্যে সাহিত্যকর্ম একোটাত

লেখা নাটকখনে সংঘাত, দ্বন্দ্ব, বৈপৰীত্যৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি শেষ পৰিণতি লাভ কৰিছে।

২.০২ চৰিত্ৰ ঃ

নাটকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হৈছে চৰিত্ৰ। কোনো এখন নাটকৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব বহুসময়ত উপযুক্ত চৰিত্ৰ সৃষ্টিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। সেয়ে 'Logos Egri' নামৰ বিদ্বানজনে *The Art of Dramatic writting* নামৰ গ্ৰন্থখনত কৈছে — *Character was the greatest fector in aristotles time and no fine play ever was and ever will be written it.* নাটকৰ চৰিত্ৰক প্ৰকৃততে দুইধৰণে ভাগ কৰিব পাৰি। যথা - গতিশীল বা বিকাশশীল চৰিত্ৰ (Round or Dynamic Character) আৰু স্থিতিশীল চৰিত্ৰ (Static Character)।

চন্দ্ৰধৰ চমুৱাৰ *ক'লা বাকচৰ লেখা* নাটকখনত কাহিনী বা বৃত্তৰ অগ্ৰগতিত চৰিত্ৰই বিশেষ ভূমিকা পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু নাটকখনৰ কোনো এটা চৰিত্ৰই সজ্ঞান উপলব্ধিৰে সমসাময়িক সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে যোৱাৰ সাহস গোটাব পৰা নাই। উদাৰীকৰণ তথা পুঁজিবাদে কঢ়িয়াই অনা নিৰ্জীৱ পদাৰ্থ বুটলাৰ দৌৰত 'বিশ্বজিত', 'দুষ্মন্ত', 'অনন্ত', 'হেমন্ত'ৰ দৰে চৰিত্ৰবোৰ চামিল হৈছে। এককথাত নাটকখনৰ কোনো এটা চৰিত্ৰকে গতিশীল বা বিকাশশীল চৰিত্ৰ বুলি অভিহিত কৰিব নোৱাৰি। অৱশ্যে 'কমল দত্ত' আৰু 'তৰুণা' চৰিত্ৰটিয়ে গতিশীলতাৰ কাষ চাপিবলৈ যত্ন নকৰা নহয়। কিন্তু ভাৰাদৰ্শৰ সঠিক উত্তৰণ চৰিত্ৰ দুটাৰ মাজেদি প্ৰতিফলিত হোৱা নাই। বৃদ্ধ 'কমল দত্ত' নাটকখনৰ এটা মুখ্য চৰিত্ৰ। কৌশলী উপস্থাপনে চৰিত্ৰটোক একোটা ব্যঞ্জনা প্ৰদান কৰিছে। 'কমল দত্ত'ৰ পাঁচজন পুত্ৰ এজনো তেওঁৰ কাষত নাথাকে। প্ৰকৃততে 'কমল দত্ত'ই নিজৰ পুত্ৰ সন্তানকেইটাক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তুলিলে সঁচা, কিন্তু প্ৰকৃত মূল্যবোধৰ শিক্ষাৰে মানুহ কৰি গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিলে। সেয়ে পিতৃৰ টান নৰিয়াৰ সময়তো পুত্ৰই সামান্যতম অনুকম্পা নেদেখুৱালে। অৱশ্যে 'কমল দত্ত' নামৰ চৰিত্ৰটোৰ ব্যক্তিসত্তা উচ্চ জীৱন-বোধ আৰু মননশীলতাৰে চহকী বুলি ক'ব নোৱাৰি। কিয়নো কাঠ মিস্ত্ৰি বাবেই তেওঁ ডাঙৰ পুতেকক প্ৰায়ে তাচ্ছিল্য কৰে। পিতৃ হিচাপে 'তৰুণা'ৰ প্ৰতি থকা দায়িত্বও তেওঁ পালন কৰিব পৰা নাই।

স্বীকাৰ্য যে, 'কমল দত্ত' নামৰ চৰিত্ৰটো বস্তুকেন্দ্ৰিকতাৰ ঊৰ্ধত নহয়। ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ পুতেকক লৈ; 'অনন্ত' আৰু 'হেমন্ত'ৰ প্ৰচুৰ ধন-দৌলতক লৈ তেওঁ গৌৰৱবোধ কৰিছে। কিন্তু এই ধন-দৌলতৰ আঁৰৰ কাহিনী তেওঁ জানিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাই। এই চৰিত্ৰটোৰ মাজত একোটা বৈপৰিত্য আছে। নাটকীয় চৰিত্ৰ তেতিয়া সাৰ্থক হয়, যেতিয়া চৰিত্ৰৰ দ্বন্দ্ব আৰু বৈপৰিত্যই কাহিনীৰ গতিশীলতাত প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰে। 'কমল দত্ত'ই জানে যি সংস্কাৰ আৰু মূল্যবোধেৰে তেওঁ সন্তানকেইটাক ডাঙৰ কৰিলে সেই সংস্কাৰে কেতিয়াও পুতেকহঁতক তেওঁৰ কাষত আহি থিয় নকৰাই। প্ৰাত্যহিক জীৱন প্ৰবাহত তেওঁলোক ইমান ব্যস্ত যে পিতৃৰ বেমাৰৰ খবৰ কৰিবলৈও সময়ৰ নাটনি। 'কমল দত্ত'ই সকলো জানিও ভুৱা সান্ত্বনা লভিছে এইবুলি যে পুতেকহঁত কৰ্তব্যপৰায়ণ। কামৰ তাগিদাৰ বাবেহে পিতৃৰ কাষলৈ আহিব পৰা নাই। ইয়াতেই প্ৰকৃততে দ্বন্দ্বৰ সূচনা হৈছে। শেষত চৰিত্ৰটোৱে সঠিকভাৱেই উপলব্ধি কৰিছে যে

The motifs in the shawl have different meanings attached to it. The mithun represents wealth, the elephant symbolises strength, and the hornbill stands for bravery and success of the warrior. Thus, the Tsüngkotepsü is the most respected and coveted shawl by the male members of the Aotribe.

According to the Rengma tribe, a man who has performed the head taking genna can wear the headgear called the bear's hair wig. However, only a warrior can add hornbill feathers to it (Mills 26). Carvings of the great hornbill are commonly found on the house of the warriors, on traditional gates, and on the morungs. As the bird signifies warrior status in general and competence, intelligence and strength in particular, the birds are chiselled to remind one of the dignities in possessing such qualities. They are engraved on the houses of those who have hosted feasts of merit, sacrificed mithun to exhibit their social standing in the society.

Folksongs

A folksong is composed of simple words strung together that can be comprehended without any difficulty and its tune unique to a specific community. The sound and style of the song may differ from village to village or tribe to tribe. Then again, as primitive men migrate from one place to another, their song could be influenced where familiarity may arise. According to Punia, folksongs can "be easily sung, understood and learnt on different social occasions by all the members of the folk-group with no distinction of singer and listener. It requires no prior setting and no professional skill... and has no known originator or possessor (Punia 13)."

Folksongs to the Naga ancestors are an integral part of communication and expression. They are not only sung for personal gratification or enjoyment. They serve deeper purpose. Folksongs are also used as means of conveying sentiments and feelings which cannot be addressed or evinced directly. There are folk songs of every kind and experiences. There are war songs, celebration songs, songs that "talks of the bravery of a warrior, and the accomplishments of a hero, and narrates the story of a romance or describes the beauty of a place" (Thou 5). There are songs which are sung when working in the field, herding cattle, and songs which can be sung only by men or women. Songs and poems dedicated to animals, birds, and flowers, are also common.

The Khonoma village of the Angami tribe has a form of song called Üpesiewhich which is sung by boys when they visit the girls' dormitory (Sophie 44):"Dear love,/ if dead do us depart,/Do not incarnate into bees

or butterflies.Yet turn yourself to a dazzling hornbill,/Perched on the tallest of trees/That I may see you and be consoled."

This folk song reflects the desires of the girls for their beloved to not incarnate into any ordinary creature but into a hornbill. Perhaps even after their death, the realization that they have turned into a creature unrivalled in strength and beauty will give them comfort and a sense of security in the divine attribute of the bird.

Folkdance

There are different accounts about the origin of folkdance. According to the Sumi tribe, dancing was taught to them by the spirits (Arts 162-163). Like the folk songs, there are folk dances which are performed only by men such as the war dance. However, there are some villages which do not permit their womenfolk to dance for reason of decencies. Naga folk dances are powerful, vibrant, animated and striking. Some are accompanied by songs, some only the beatings of the log drum or a continuous unmodulated hum. The pattern and movement of the dance change with the tempo of the song. These folk dances are not just movements but they are performed by men to demonstrate their skills and abilities such as the Angami folk dance called Udowhuo where men compete and attempt to jump as high as they can. Some folk dances are danced only during certain festivals and some dances like folksongs tell a story. The great hornbill has been immortalised in Naga folklores for its prominent features and its influence can be seen in folk dance as well where men aims to achieve the agility and brilliance of the bird.

The Zemi tribe have a hornbill dance which they perform by holding the feathers of the hornbill. This dance can be performed by both men and women.There is another dance called the hornbill dance which was inspired by the migration of the hornbill during the autumn season. The beauty of the flight of the bird caused the ancestors to mimic its powerful motions and hence created the hornbill dance.

The hornbill dance of the Lotha is performed by the village elders who would fix the feathers on their headgears to resemble the hornbill and move around mimicking the lively and energetic motion of the bird and invoke the blessings of the Almighty upon the people.

The Hornbill is called as the 'bird of victory (Clark 54),' of strength and beauty and in order to support such claims, the ancestors have woven stories, composed songs and choreographed dances dedicated to the bird. Hence, the essence of the bird has been captured in folklore and the material culture and this belief and practice is respected and accepted as part of a heritage. Folklore serves as an efficient apparatus

থাকিব লগা দায়িত্ব আৰু কৃতজ্ঞতাবোধ এজনৰো নাই। ‘কমল দত্ত’ৰ বোৱাৰী তথাকথিত আধুনিকা ‘গীতা’ আৰু ‘অৰুণা’ গিৰীয়েকৰ সৈতে চহৰত থাকে। ঘৰখনৰ প্ৰতি, শহুৰেকৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনোধৰণৰ মানসিক টান নাই। সকলো নিজা নিজা ধৰণেৰে সম্পত্তি গঢ়াত ব্যস্ত। ‘কমল দত্ত’ই নিজৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু ডাক্তৰ পুতেকক লৈ ভিতৰি ভিতৰি গৌৰৱ কৰে। ‘অনন্ত’ আৰু ‘হেমন্ত’ মেধাবী নাছিল যদিও ভিন্ন উপায়েৰে সিহঁতেও প্ৰচুৰ ধন-দৌলত কৰিছে। কিন্তু ডাঙৰ পুত্ৰই যুগৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰি কাঠ মিস্ত্রিৰ বৃত্তিৰে জীৱন-নিৰ্বাহ কৰিব লগা হোৱাৰ বাবে দেউতাকে প্ৰায়ে ‘শংকৰ’ক তাচ্ছিল্য কৰে। অন্যহাতে, ‘তৰুণা’ৰ বিয়াৰ বয়স পাৰ হ’ব ধৰিছে যদিও বৃদ্ধ পিতৃক ধনপুৰকাই নামৰ কাম কৰা মানুহজনৰ কাষত অকলে এৰিব নোৱৰাত আৰু প্ৰেমিকৰ সৈতে থকা জাত-পাতৰ ব্যৱধানৰ বাবে পিতৃৰ জীৱিত অৱস্থাত বিয়াত বহাত অমান্তি হৈছে। নাটকখনত ‘লেখক’ বুলি এটি চৰিত্ৰৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছে। নাট্যকাৰৰ ভাষাত ‘লেখক’ কাহিনীৰ আঁত ৰখা চৰিত্ৰ। প্ৰকৃততে *ক’লা বাকচৰ লেখা* নাটকখনৰ কাহিনী বা বৃত্তটি পশ্চাদ্‌ৱলোকন (Flash back) পদ্ধতিৰে আগবঢ়াই নিয়া হৈছে। শংকৰে ‘লেখক’ নামৰ চৰিত্ৰটিক প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতাৰ লগতে দেউতাক আৰু ভনীয়েকৰ ডায়েৰী, পৰিয়ালৰ কিছুমান চিঠি-পত্ৰৰ সহায়ত নিজৰ পৰিয়ালটোৰ ভিতৰুৱা কাহিনী অৱগত কৰে। উদ্দেশ্য হৈছে, লেখকৰ কলমেৰে নিজা পৰিয়ালটোৰ উত্থান-পতনৰ কাহিনী ধৰি ৰখা। নাটকখনৰ কাহিনীটোৱে এটা সৰলৰৈখিক গতিৰে আগবাঢ়ি এটা সময়ত সংঘাতৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। যেতিয়া বৃদ্ধ ‘কমল দত্ত’ টান নৰিয়াত পৰিল তেতিয়া ‘তৰুণা’ই ককায়েকহঁতলৈ খবৰ পঠিয়ালে। কিন্তু পত্নীৰ অৱজ্ঞাসূচক উচটনিত নিজৰ নিজৰ কামৰ অজুহাত দেখু�ৱাই এজনো পুত্ৰ পিতৃৰ কাষলৈ নাহিল। ‘বিশ্বজিত’ আৰু ‘দুষ্মন্ত’ই কেৱল টকা পঠিয়াই দায় সাৰিবলৈ যত্ন কৰিলে। কিন্তু, ‘কমল দত্ত’ই স্বভাৱসিদ্ধ অহংকাৰেৰে পুতেকে পঠোৱা টকা উভটাই দিলে। তেতিয়া কথাৰ ওলোটা পাক দেখি পৈতৃক সম্পত্তিৰ ভাগ নোপোৱাৰ ভয়ত ‘বিশ্বজিত’ আৰু ‘দুষ্মন্ত’ই পত্নীৰ সৈতে গোপন আলোচনাত মিলিত হৈ পিতৃৰ কাষ পালেহি। কিন্তু ‘শংকৰ’ক দায়িত্ব দি তেওঁলোক সোনকালেই উভটি যায়গৈ। ইফালে ‘শংকৰ’কো দেউতাকে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে। এনেতে এদিন বৃদ্ধ ‘কমল দত্ত’ৰ মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ পাছত ক’লা বাকচত উদ্ধাৰ হোৱা পিতৃৰ ডায়েৰীৰ পৰা পাছত গম পোৱা গ’ল যে, ‘কমল দত্ত’ৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক নহয়। প্ৰকৃততে আমৰণ অনশন কৰি তেওঁ ইচ্ছামৃত্যুহে বৰণ কৰিলে। এককথাত মানুহৰ নীচ পদাৰ্থপ্ৰীতিৰ প্ৰতিবাদত ‘কমল দত্ত’ ছহিদ হ’ল। দেউতাকৰ মৃত্যুৰ পাছতেই গোটেইপৰিয়ালটোলৈ দুৰ্যোগ নামি আহে। ‘বিশ্বজিত’ দুৰ্নীতিত অভিযুক্ত হয়, ‘দুষ্মন্ত’ৰো দিন বেয়ালৈ আহে, ‘অনন্ত’ স্মাগলিং কৰি জেললৈ যায়। ইফালে ‘হেমন্ত’ই চাকৰি হেৰুৱায়। নাট্যকাৰে ‘লেখক’ নামৰ চৰিত্ৰটোৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিছে যে এয়া প্ৰকৃততে *ধনতান্ত্ৰিক দৌৰৱ অৱধাৰিত ফল*। কিন্তু যেতিয়া বিয়াৰ এবছৰৰ পাছতে ‘তৰুণা’ৰ গিৰীয়েক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ শংকৰে ‘লেখক’ নামৰ চৰিত্ৰটোক দিছে তেতিয়া তাৰ ব্যাখ্যা কৰি ‘লেখকে’ কৈছে -*তেন্তেতো মানুহৰ পতনৰ কাৰণ দুৰ্ঘটনাও হ’ব পাৰে। যিবোৰৰ লগত কৰ্মফলৰ সম্পৰ্ক নাই* । এনেদৰেই *ক’লা বাকচৰ*

শাক্যমুণি গৌতম (২০০০, ধাৰাবাহিক, প্ৰযোজক - লক্ষী দত্ত) আদি অন্যতম। উল্লিখিত নাটকসমূহৰ উপৰিও *অর্জুনৰ শক্তি সাধনা, তেজীমলা, আঁৰত এখন জগত, হলাহল, অভিজ্ঞান* শীৰ্ষক কেইবাখনো নাটক আকাশবাণীৰ যোগে প্ৰচাৰিত হৈছে বুলি ডিম্বেশ্বৰ গগৈয়ে তেওঁৰ এটি প্ৰবন্ধত লিপিবদ্ধ কৰিছে। ইয়াৰে *পুৰণি ভেটিৰ নতুন ঘৰ* নাটকখনে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছিল।

সম্প্ৰতি অসমত অনাতাঁৰ নাটকৰ এক সু-দৃঢ় পৰম্পৰা গঢ় লৈ উঠিছে। পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা আৰু প্ৰাচ্য-প্ৰাশ্চাত্যৰ ভিন্ন মতাদৰ্শৰ সমাহাৰে অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটকৰ ঐতিহ্য আৰু পৰিক্ৰমাক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।

২.০০ চন্দ্ৰধৰ চমুৱাৰ *ক'লা বাকচৰ লেখা* ঃ

২.০১ বিষয়বস্তু আৰু কাহিনী- বিন্যাস ঃ

চন্দ্ৰধৰ চমুৱাৰ *ক'লা বাকচৰ লেখা* নাটকখনৰ বিষয়বস্তু মূলতঃ ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক পটভূমিত গঢ় লৈ উঠিছে। পুঁজিবাদৰ আগ্ৰাসনে আধুনিক সমাজখনৰ নৈতিক কাঠামোত কিদৰে আঘাত হানিছে, যান্ত্ৰিকতা আৰু অৰ্থসৰ্বস্বতাই সমাজ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই অনা অত্যধিক পদাৰ্থপ্ৰীতি, কেৱল প্ৰতিযোগিতাকেন্দ্ৰিক মনোভাৱে সমাজত পেলোৱা প্ৰভাৱ আদিৰ প্ৰতিচ্ছবি নাটকখনৰ যোগেদি প্ৰতিফলিত হৈছে। প্ৰকৃততে, নাট্যকাৰে সমসাময়িক সমাজ-বাস্তৱতাক সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষন কৰিছিল। সম্পৰ্কৰ মূল্যহীনতা, মূল্যবোধৰ অৱক্ষয় আৰু মানুহে যে কেৱল টকা আৰু সম্পত্তি গঢ়াৰ তাড়নাত ক্ৰমান্বয়ে দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ এক নিৰ্মোহ ছবি চমুৱাৰ *ক'লা বাকচৰ লেখা* নাটকৰ প্ৰধান উপজীব্য। নাটকখনত কমল দত্ত নামৰ চৰিত্ৰটোৱে *সেয়ে কৈছে - পৃথিৱীত এটা ডাঙৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈ গৈছে।*

বিংশ শতিকাৰ শেষৰ দশককেইটাত অসমৰ সমাজ জীৱনত এক দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা হয়। অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী (Middle Class)ৰ অধিকাংশৰ বাঢ়ি অহা তীব্ৰ আকাংক্ষাই সমাজত এক দ্বন্দ্বৰ সূচনা কৰে। বহুসময়ত এই দ্বন্দ্বক আমি মতাদৰ্শগত বা দৃষ্টিভংগীগত দ্বন্দ্ব বুলি অভিহিত কৰিব পাৰোঁ। মতাদৰ্শগত দ্বন্দ্বই যেতিয়াই অৰ্থসৰ্বস্বতা, প্ৰলোভন, সম্পৰ্কৰ মূল্যহীনহাৰ পক্ষত থিয় দিলে তেতিয়াই সমাজৰ ঐতিহ্যলৈ ভাঙোন নামি আহিল। চমুৱাই এই অনাতাঁৰ নাটখনৰ পাঠ (Text)টিত সমাজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ঐতিহ্য তথা সম্পৰ্কলৈ নামি অহা ভাঙোনমুখীতাৰ চিত্ৰ অংকিত কৰিছে। তীক্ষ্ণ-তন্ময়তাৰে তেওঁ ব্যক্তি, সমাজ আৰু সময়ৰ দ্ব্যৰ্থকতা নাটকখনৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰিছে।

ক'লা বাকচৰ লেখা নাটকখনত এটা পৰিকল্পিত, সুবিন্যস্ত কাহিনী নাই; তাৰ পৰিৱৰ্তে কাহিনীৰ ভগ্নাংশহে আছে। কিন্তু সেই ভগ্নাংশৰ চিত্ৰনেৰেই পাঠক বা দৰ্শকক নাটকীয় পৰিস্থিতিৰ একোটা সামগ্ৰিক ধাৰণা দিয়াত নাট্যকাৰ সফল হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। নাটকখনৰ মূল চৰিত্ৰ 'কমল দত্ত'ৰ পাঁচজন পুত্ৰ। কিন্তু একমাত্ৰ কন্যা 'তৰুণা'ৰ বাহিৰে আটাইকেইজন পুত্ৰ নিজা নিজা কৰ্মৰ তাগিদাত আঁতৰত থাকে। গতিকে বৃদ্ধ পিতৃৰ পৰিচৰ্যাৰ দায়িত্ব কন্যাই পালন কৰিব লগা হৈছে। 'কমল দত্ত'ৰ ডাঙৰ পুত্ৰ 'শংকৰ'ক বাদ দি বাকীকেইজনৰ আৰ্থিক অৱস্থা টনকিয়াল। 'বিশ্বজিত' আৰু 'দুষ্মন্ত' ক্ৰমে ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু ডাক্তৰ। অথচ, পিতৃৰ প্ৰতি

in learning about the past since the Naga ancestors preserve their life, culture and occurrences in these forms. They are the foundation, the backbone, and the identity of the Nagas. These lore carry cultural traits, history, and knowledge systems of the preceding generations which impart information and therefore should be regarded invaluable.

Works Cited

Ao, Temsula. *The Ao Naga Oral Tradition.* Dimapur: Heritage Publishing House. 2012. Print.

Clark, Mary Mead. *A Corner in India.* Philadelphia: American Baptist Publication. 1907. Print.

Elwin, Verrier. *The Tribal World of Nagaland.* Guwahati: Spectrum Publications. 1997. 11. Print.

Fables from the Misty Mountains: Folklore of the Nagas. Arts and Culture Department, Govt. Of Nagaland .Guwahati: LBS Publication. 2009. 162-163. Print.

Liezietsu, Shürhozelie. *Phousanyi.Kohima:* Ura Academy. 1981. 41. Print.

Mills, J.P. *The Rengma Nagas.* London: Macmillan Publication. 1937. 26. Print.

Neichüriazo.*Tenyimia Kelhou Dze.* Kohima: Ura Academy. 1989. Print.

Punia, Deep. *Social Values in Folklore.* New Delhi. Rawat Publications. 1993. 13. Print.

Sekhose, Rüzhükhrie. *Tenyimia Dzeyie.* Kohima: Ura Academy. 2014. Print.

Sophie, Megovisa Michael, Visalhuto Savino, Ruopfuzhalie Shunyu. *Glimpses of Khonoma.* 2015. 44. Print.

Sorhie, Vikielie. *Tenyimia Kelhou Bode.* Kohima: Ura Academy. 1993. Print.

Thou, Kangzangding. *Roots: A Collection of Zeliang Folktales.* Dimapur: Heritage Publishing House. 2008. 5. Print.

Interviews

Hibo, Virihoe. Personal Interview. 13th July. 2016.
Kikhi, Pukron. Personal Interview. 26th May. 2016.
Kirha, Phelukhwe. Personal Interview. 27th May. 2016.
Lüho, Vizosül. Personal Interview. 7th July. 2016.
Lüho, Zakiehol. Personal Interview. 7th July. 2016.
Neikha, Visanol. Personal Interview. 12th July. 2016
Naleo, Tepueyo. Personal Interview. 13th July. 2016.
. Lotha, Longshithung. Telephone Interview. 2nd Aug. 2016.
Konyak, Wangying. Telephone Interview. 2nd August. 2016.
Sale, Vinonü. Personal Interview. 10th Jan. 2019.

***

সম্প্রচাৰ কৰিবলৈ ধৰে। সত্যপ্রসাদ বৰুৱাৰ *ধৰালৈ যিদিনা নামিব সৰগ নাট* খনেই গুৱাহাটী কেন্দ্র যোগে প্রচাৰিত প্রথম অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটক। প্রথম অৱস্থাত গুৱাহাটী কেন্দ্র যোগে সম্প্রচাৰিত নাট্যানুষ্ঠানসমূহে বহুতো অসুবিধাৰ সমুখীন হৈছিল। মৌলিক অনাতাঁৰ নাটকৰ অভাৱৰ বাবে জনপ্রিয় অসমীয়া মঞ্চ নাটকৰ অনাতাঁৰ অভিযোজনা প্রস্তুত কৰিব লগা হৈছিল। তদুপৰি বিখ্যাত উপন্যাস আৰু চুটিগল্পও অনাতাঁৰ নাটকলৈ অভিযোজনা কৰি উলিয়াইছিল। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্র যোগে সম্প্রচাৰিত আৰু জনপ্রিয় হোৱা নাটকসমূহৰ ভিতৰত - *ভোগজৰা, ত্রিকেন্দ্রজিৎ, ভোটাই ডেকা, আৱ. কে. জি. থার্টিন, মাণিক ৰাইটং, আধা আঁকা ছবি, এবেলাৰ নাট, জাহ্নৱী, অধিকাৰ, সোৱণশিৰিক ভেটিৰ কোনে, মালতী, ফিল আপ দি গেপচ্, ভোটাই ডেকা, ভৰলী পাৰৰ সাধু, নামৰূপৰ ৰূপ কথা, এনাজৰী* আদি অন্যতম। ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া, অৰুণ শর্মা, মহেন্দ্র বৰঠাকুৰ, হিমেন্দ্র বৰঠাকুৰ, প্রফুল্ল বৰা, ঘন হাজৰিকা আদি নাট্যকাৰে অনাতাঁৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিশেষ পৰিচিতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ভৱেন্দ্রনাথ শইকীয়াৰ *এজাক জোনাকীৰ জিলমিল*, অৰুণ শর্মাৰ *শ্রীনিবাৰণ ভট্টাচার্য, আহাৰ*, মহেন্দ্র বৰঠাকুৰৰ *জন্ম*, হিমেন্দ্র বৰঠাকুৰৰ *বাঘ* আদি নাটকে এটা সময়ত অশেষ জনপ্রিয়তা লাভ কৰিছিল।

অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটকৰ ধাৰাটোক সমৃদ্ধিশালী কৰি তোলাত আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্রৰ পাছতেই ১৯৬৯ চনত স্থাপিত হোৱা ডিব্রুগড় কেন্দ্রৰ ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। অৱশ্যে এই সময়ছোৱাতে আকাশবাণী যোৰহাট, নগাঁও, শিলচৰ কেন্দ্রও স্থাপিত হয়। আকাশবাণী ডিব্রুগড় কেন্দ্র যোগে সম্প্রচাৰিত প্রথমখন নাটক হৈছে ফণী দাসৰ *হে যুদ্ধ বিদায়*। এইখন সম্প্রচাৰ হৈছিল ১৯৭১ চনত। বর্তমান সোণালী জয়ন্তী বর্ষত উপনীত হোৱা আকাশবাণী ডিব্রুগড় কেন্দ্রৰপৰা ভালেসংখ্যক অনাতাঁৰ নাট সম্প্রচাৰিত হৈছে। এই কেন্দ্রৰ যোগেদি বহুসংখ্যক নাট্যকাৰেও জন্ম লাভ কৰিছে। আকাশবাণী ডিব্রুগড় কেন্দ্রৰপৰা প্রচাৰিত নাটসমূহৰ ভিতৰত - আলি হাদিৰৰ *এটা চোলাৰ কাহিনী, নতুন অতিথি*; সুশীল গোস্বামীৰ *কুকুহা*; প্রিয়েন্দু তামুলীৰ *বৰদৈচিলা*; অৰুণ গোস্বামীৰ *বান ৰজাৰ পতন*; ৰফিকুল হুছেইনৰ *জলাশয়*, জয়ন্ত কুমাৰ বৰাৰ *দেবঃ ন জানতি*; যোগেন চেতিয়াৰ *প্রত্যাহ্বান*; অৰুণ শর্মাৰ *চিঞৰ*; ইমৰান শ্বাহৰ *সিদ্ধান্ত বিভ্রাট*; দীনেশ চন্দ্র গোস্বামীৰ *আলফা স্পন্দন*; নৰকান্ত বৰুৱাৰ *ডঙুৰা ভাবনা ওৰফে ভঙুৰা ভাবনা*, ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়াৰ *ইতিহাস*; ঘন হাজৰিকাৰ *শ্বহীদ*; মদন শর্মাৰ *অৰণ্যত এটা দিন*; লুটফুৰ ৰহমানৰ *বন্ধ দুৱাৰ*; অসীম কুমাৰ শর্মাৰ *নিলাজ*; ফণী তালুকদাৰৰ *নতুন নায়ক*; আজিম আহমেদৰ *ফাতিমাৰ বিয়া*; সপোনজ্যোতি ঠাকুৰৰ *সপোনৰ মৃত্যু বা অপমৃত্যু* আদি নাটকৰ এখন অসম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত কৰিব পাৰি।

আকাশবাণী ডিব্রুগড় কেন্দ্র যোগে চন্দ্রধৰ চমু�ৱাৰ কেইবাখনো অনাতাঁৰ নাট সম্প্রচাৰিত হৈছিল। তেওঁৰ এটা খণ্ড আৰু ধাৰাবাহিক দুয়োধৰণে সম্প্রচাৰিত হোৱা নাটকসমূহৰ ভিতৰত - *পুৰণি ভেটিৰ নতুন ঘৰ* (১৯৮৯, প্রযোজক - মুনীন ভূঞা), *ৰত্নাকৰ* (১৯৮৯, প্রযোজক - লক্ষী দত্ত), *ক'লা বাকচৰ লেখা* (১৯৯০, প্রযোজক - মুনীন ভূঞা), *অভিযান* (১৯৯৩, প্রযোজক - মুনীন ভূঞা), গুনাহগাৰ (১৯৯৪, প্রযোজক - মুনীন ভূঞা), *জয়াৰ জয়* (১৯৯৬, প্রযোজক - লক্ষী দত্ত), সোণালী শইচৰ দেশ (১৯৯১, ধাৰাবাহিক, প্রযোজক - মুনীন ভূঞা),

০.০৪ অধ্যয়নৰ পৰিসৰ ঃ

এই অধ্যয়নে চন্দ্রধৰ চমুৰাৰ 'ক'লা বাকচৰ লেখা' শীৰ্ষক অনাতাঁৰ নাটখনহে কেৱল সামৰি লৈছে। নাটখনত প্রতিফলিত ভিন্ন দিশৰ লগতে নাট্যকাৰৰ সামাজিক চেতনা আৰু দর্শন উন্মোচনৰ মাজতে মূলতঃ এই অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ। অৱশ্যে, গৱেষণা কর্মৰ উদ্দেশ্যৰ প্রতি লক্ষ্য ৰাখি অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটকৰ পৰিচয়জ্ঞাপক মূল্যায়নো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে।

০.০৫ অধ্যয়নৰ পদ্ধতি ঃ

চন্দ্রধৰ চমুৰাৰ অনাতাঁৰ নাট 'ক'লা বাকচৰ লেখা' শীৰ্ষক বিষয়টো অধ্যয়নৰ ক্ষেত্রত সাহিত্যৰ সমাজতত্ত্ব নামৰ বিদ্যায়তনিক শাখাটোৰ অন্তর্গত বিষয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis Method) আৰু সমাজ বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Socio-Analysis Method)ৰ সহায় লোৱা হৈছে।

১.০০ অসমীয়া অনাতাঁৰ নাট - এক পৰিচয়জ্ঞাপক মূল্যায়ন ঃ

নাটকৰ বিৱর্তনৰ ইতিহাস বিচাৰ কৰি চালে দেখা যায় যে, নাটকে মুকলি মঞ্চৰ পৰা প্রেক্ষাগৃহলৈ আৰু পৰৱর্তী সময়ত ৰেডিঅ', কথাছবি, টেলিভিচন আদি মাধ্যমলৈ প্রসাৰ লাভ কৰিলে। অৱশ্যে, অতি সম্প্রতি নাটকৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাই একোটা বহুমাত্রিক ৰূপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মাধ্যম সালসলনিয়ে নাটকৰ ৰচনা কৌশল আৰু উপস্থাপনত প্রভূত পৰিৱর্তনৰ সূচনা কৰে। কেৱল শ্রৱণেন্দ্রিয়ৰ দ্বাৰা ৰেডিঅ' নাট উপভোগ কৰিব পাৰি। তৎপশ্চাত সেই নাটকে শ্রোতাৰ মনত নাটকখনৰ বিষয়বস্তু, সংঘাত সম্পর্কে এক সু-স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি বিকশাই তুলিব পাৰিব লাগিব। "শ্রুতি নাটকৰ বৈশিষ্ট্যৰ কথা বুজাবলৈ 'নৰমান কৰউইন' নামৰ পাশ্চাত্যৰ এজন থিয়েটাৰ বিশেষজ্ঞই কৈছিল যে, শ্রুতিমাধ্যমৰ থিয়েটাৰ হৈছে তেনে শ্রোতা-দর্শকৰ উদ্দেশ্যে পৰিবেশন কৰা থিয়েটাৰ যিসকল চক্ষুহীনৰ দৰে। ("Auditory theatre is addressed to an audience of the blind" - Norman Corwin)। সেইবাবেই এই মাধ্যমৰ থিয়েটাৰ কেৱল কথিত শব্দ তথা বাক্য (words), সংগীত (music) আৰু 'ফলপ্রসূ শব্দ'ৰ (sound effects) জৰিয়তেই সম্পূর্ণ কৰি তোলা হয়। এই মাধ্যমত নাটক পৰিৱেশনাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগিব কেৱল শ্রোতাৰ কাণ দুখনহে, যাৰ সহায়ত শ্রোতাই নিজৰ কল্পনাশক্তিৰে নাটকৰ চকুৰে নেদেখা দৃশ্যসমূহ মনৰ মাজতে বাস্তৱ ৰূপত অনুমান কৰি লয়।"[১]

ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষ দশকত ৰেডিঅ' আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পাছতহে অনাতাঁৰ নাটকে জন্ম লাভ কৰে। সেই দৃষ্টিৰে অনাতাঁৰ নাটকৰ পৰম্পৰা যথেষ্ট অর্বাচীন। ইটালীত পোনপ্রথমবাৰৰ বাবে ৰেডিঅ'ৰ কার্যসূচী আৰম্ভ হয়; ভাৰতবর্ষত প্রথম ৰেডিঅ'ৰ কার্যসূচী সম্প্রচাৰ হয় ১৯২৩ চনত। পৰৱর্তী সময়ত এই মাধ্যমে ভাৰতবর্ষত এক সুস্থ আৰু পৰিশীলিত সমাজ-সাংস্কৃতিক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিবলৈ সক্ষম হয়।

বিংশ শতিকাৰ মধ্যম ভাগত অসমত অনাতাঁৰ নাটকৰ জন্ম আৰু বিকাশৰ প্রক্রিয়া আৰম্ভ হয়। ১৯৪৮ চনত আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্র স্থাপন হোৱাৰ লগে লগে অসমত অনাতাঁৰ সেৱাই নিজা যাত্রা আৰম্ভ কৰে। সমান্তৰালভাৱে এই কেন্দ্রই বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠানো

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol. - 6 No. - 2, July, 2019
pp, 39-45

Articulation of Nonverbal Assault in the Plays of Mahesh Dattani

Shishir Barik
Ph. D.Scholar,P. G. Department of English,
Sambalpur University,JyotiVihar, Burla, Odisha

Abstract:

Nonverbal assault crops up like herpes. It is never an act of the civilized. Persons who are bent upon hurting others invent alibi and ruses to resort to nonverbal assault. There is some kind of destructive chemistry among the perpetrators of nonverbal assault/ aggression and their cohorts, abetters. What makes it more menacing is not the act itself but the point of its origin. It is observed that nonverbal aggression is more frequent in patriarchal colonial set-ups than in progressive, feminist, post-colonial, and post-gender set-ups. The paper intends to focus how Dattani's craft of articulating non-verbal assault in his plays is demystified with reference to his plays like "On a Muggy Night in Mumbai", "Final Solutions", "Tara", "Seven Steps around the Fire", "Thirty Days in September", "The Big Fat City" and "Uma and the Fairy Queen".

Keywords: *aggression, violence,abuser, perpetrator, non-verbal assault,physical violence*

1. Introduction:

Mahesh Dattani, who is a man of multi-dimensional personality, is regarded as one of the best Indian dramatists writing in English. In fact, he is the first Indian playwright in English to have been conferred with the prestigious Sahitya Akademi Award. When it comes to his subject matter, Dattani deals with compelling issues which are rooted in his milieu. The social issues including sexual identity, gender discrimination, and communal tensions have been skilfully dealt with by this creative genius. He has taken up the issue of evil, of aggression and of violence. At the same time, he has also showed the beauty of peace, harmony, tolerance and love in his dramatic works. Dattani has theatrically ideated

nonverbal assault/ aggression in his plays which can be understood with reference to some of his plays.

2. Analysis of selected plays from the perspective of nonverbal assault:

2.1. *On a Muggy Night in Mumbai*

The play *On a Muggy Night* in Mumbai by Dattani is really "muggy" and it is not simply because of the dampness of or mouldiness of the nights in Mumbai but because of the metaphoric mugginess of the women victims, in general, and of the nonverbal assault/ aggression against women by the male perpetrators in particular. In the play, there is no female tigress to take on the male perpetrators of violence against women, along with nonverbal assault. So, nonverbal assault keeps "cropping up…like herpes" (CP 58) in this play. Contaminated by this "muck" (CP 66), people here hurt people "as wonderful as Sharad". So here Kiran is at the receiving end. Her first husband has been fighting with her and so "the nightmare wouldn't end" (CP 77). He would beat Kiran left and right so brutally that she would have "the black eye" (CP 77). He would bang her head "against the door" and would break her ribs (CP 77). Kiran has been also lacerated with "cigarette burns". She has been subjected to nonverbal assault to such an extent that she has become "afraid of his touch" (CP 90) during her "troubled first marriage" (CP 85). No doubt, Kiran's first husband has been arrested but justice has failed because it "doesn't last for very long" (CP 77). In contrast, Bunny has been "a considerate husband" (CP 85). Having been forced to tolerate so much nonverbal assault, Kiran has "fallen apart" (CP 86) with and because of her scarred psyche. So Kiran's first husband, the male perpetrators of nonverbal assault in "On a Muggy Night in Mumbai" represents "the male power", the "power with sex and muscle" (CP 101).

2.2. *Final Solutions*

The play *Final Solutions* deals with nonverbal aggression directly. So in it, windows are broken, "one by one" (CP 167) and "stone come "smashing" (CP 167). People here are "frenetic" (CP 168), breaking rath, felling the Hindu Gods and pelt stones at the Gods. So Chorus 2 and 3 have stated categorically,

"The stone that hit our God was no accident! The knife that slit the Pujari's stomach was no accident!" (CP 168).

In other words, nonverbal aggression is here deliberate. In *Final Solutions*, Dattani has portrayed the Muslim fundamentalists as "an unruly mob crying out for blood" (CP 169), but doesn't specify the

শীর্ষক এটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হৈছে। অৰুণ শর্মাই উল্লিখিত প্রবন্ধটিত কেৱল গুৱাহাটীৰ অনাতাঁৰ কেন্দ্র যোগে প্রচাৰিত নাটকৰহে এটি সমীক্ষা দাঙি ধৰিছে।

হেমন্ত শর্মা আৰু প্রশান্ত দত্তই অসম নাট মহোৎসৱ-২০১০ উপলক্ষে সম্পাদনা কৰি প্রকাশ কৰা *অসমীয়া নাট্য-সমীক্ষা (আলি হাইদৰ আৰু মুনীন ভুঞাৰ নাটকৰ বিশেষ উল্লেখনেৰে)* গ্রন্থখনত ডিম্বেশ্বৰ গগৈৰ এটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হৈছে। উক্ত প্রবন্ধটিত গগৈয়ে চন্দ্রধৰ চমুৱাৰ 'পুৰণি ভেটিৰ নতুন ঘৰ' নামৰ অনাতাঁৰ নাটখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। লগতে চমুৱাৰ অন্যান্য নাটকৰো পৰিচয় দাঙি ধৰিছে।

গৱেষণা গ্রন্থ ঃ

প্রস্তুত গৱেষণা কর্মটোৰ সৈতে আনুষংগিকভাৱে জড়িত এখন গৱেষণা গ্রন্থ পোৱা গৈছে। যথা - এম. ফিল পাঠ্যক্রমৰ অংশ হিচাপে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগত দাখিল কৰা - কৌস্তুভমণি নাথৰ *আকাশবাণী ডিব্রুগড় কেন্দ্র যোগে প্রচাৰিত নাটকত সমাজ-ব্যৱস্থাৰ প্রতিফলন (একবিংশ শতিকাৰ প্রথম দশকৰ নির্বাচিত নাটকৰ আধাৰত)*।

পূর্বকৃত অধ্যয়নৰ পুনৰীক্ষণৰ দ্বাৰা দেখা পোৱা গ'ল যে, অসমীয়া অনাতাঁৰ নাট সম্পর্কে কিছু আলোচনা হৈছে যদিও চন্দ্রধৰ চমুৱাৰ অনাতাঁৰ নাট সম্পর্কে অদ্যাপি বিশেষ আলোচনা হোৱা দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। সমান্তৰালভাৱে চমুৱাৰ 'ক'লা বাকচৰ লেখা' অনাতাঁৰ নাটখনৰ সম্পর্কেও কোনোধৰণৰ অধ্যয়ন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই। গতিকে, চন্দ্রধৰ চমুৱাৰ অনাতাঁৰ নাট সম্পর্কে অধ্যয়ন হোৱাৰ যথেষ্ট অৱকাশ আছে।

০.০২ অধ্যয়নৰ গুৰুত্ব ঃ

ক) অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটকৰ কলা-কৌশল, পৰিৱেশন শৈলী আদি সম্পর্কে বর্তমানলৈকে বৰ বিশেষ অধ্যয়ন হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। আকাশবাণী গুৱাহাটী আৰু ডিব্রুগড় কেন্দ্র যোগে প্রচাৰিত নাটকসমূহৰ ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগীৰে তথ্যপূর্ণ অধ্যয়ন হোৱাৰ যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

খ) অসমীয়া সাহিত্য তথা নাট্য সাহিত্যৰ ইতিহাস প্রণেতাসকলে চন্দ্রধৰ চমুৱাৰ সাহিত্যকর্মৰ বিশেষ মূল্যায়ন দাঙি ধৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। চমুৱাৰ অনাতাঁৰ নাটসমূহত প্রতিফলিত ভিন্ন দিশ সম্পর্কে উপযুক্ত পর্যালোচনা হোৱাৰ প্রাসংগিকতা আছে। কিয়নো এই নাটসমূহে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ এছোৱা গুৰুত্বপূর্ণ সময় ধৰি ৰাখিছে। গতিকে, প্রস্তুত গৱেষণা কর্মটি অধ্যয়নৰ নতুন কিছুমান দিশৰ সৈতে জড়িত আৰু সেই দৃষ্টিৰে গুৰুত্বপূর্ণ।

০.০৩ অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্য ঃ

ক) চন্দ্রধৰ চমুৱাৰ 'ক'লা বাকচৰ লেখা' শীর্ষক অনাতাঁৰ নাটখনত প্রকাশিত ভিন্ন দিশ বিচাৰ কৰা।

খ) নাট্যকাৰৰ দৃষ্টি আৰু স্থিতি বিচাৰ কৰা।

গ) অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটৰ এটি পৰিচয়মূলক মূল্যায়ন দাঙি ধৰা।

যোগাযোগৰ অসুবিধা, পৰিয়ালৰ আর্থিক সংকট অতিক্রম কৰি চন্দ্রধৰ চমুৱাই নিজা উদ্যমেৰে ক্রমে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্রী লাভ কৰে। পৰৱর্তী সময়ত *William Somerset : A study of his Attitude to Human life and situation as Reflected in his Major works of Fiction* শীর্ষক বিষয়ত গৱেষণা সম্পন্ন কৰি ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্রী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চমুৱাৰ অধ্যয়নৰ পৰিসৰ যথেষ্ট বিস্তৃত আৰু বহুমাত্রিক আছিল। *কৃষ্ণ আৰু বুদ্ধ ঃ সময় আৰু সমাজ* (২০০৩), *জৈন ধর্ম-দর্শন আৰু পঞ্চ কল্যাণক পৰম্পৰা (২০০৩), তাই আহোমৰ ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ৰূপৰেখা আৰু অন্যান্য ঐতিহ্য* (২০০৮) আদি গ্রন্থৰ যোগেদি চন্দ্রধৰ চমুৱাৰ চিন্তাৰ ব্যাপ্তি আৰু গভীৰতাৰ পৰিচয় পাব পাৰি। তদুপৰি তেওঁ চাৰিখন উপন্যাস আৰু চাৰিখন গল্প সংকলনো প্রকাশ কৰিছিল। কিন্তু চন্দ্রধৰ চমুৱাৰ প্রকৃত পৰিচয় এজন নাট্যকর্মী হিচাপেহে বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি। মঞ্চ নাটক, অনাতাঁৰ নাট, একাংকিকা, বাটৰ নাটৰ জৰিয়তে তেওঁ সমাজৰ ভিন্ন দিশ সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণেৰে তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁৰ *চার্বাক* শীর্ষকেৰে প্রকাশিত নাট্য সংকলনটিত কেইবাখনো নাটক সন্নিৱিষ্ট হৈছে। যথা- *অভিজ্ঞান* (অনাতাঁৰ নাট), *চার্বাক, বৌ-ননন্দনৰ ঘৰ আৰু পৰ, যাত্রা আমাৰ মহামিলনৰ, ম্যাঙ দুন চ্যুন খাম, ৰেবা দেৱী বৰুৱা*। অনাতাঁৰ নাট ৰচনাত চমুৱাই বিশেষ পাৰদর্শিতা দেখুৱাইছিল। তেওঁৰ কেইবাখনো অনাতাঁৰ নাট আকাশবাণী ডিব্রুগড় কেন্দ্র যোগে সম্প্রচাৰিত হৈছিল। উল্লেখ্য যে, *পুৰণি ভেটিৰ নতুন ঘৰ* নামৰ অনাতাঁৰ নাটখনৰ বাবে চমুৱাই সর্বভাৰতীয় অনাতাঁৰ নাট (পাণ্ডুলিপি) প্রতিযোগিতাত প্রথম স্থান লাভ কৰিছিল। কিন্তু, চন্দ্রধৰ চমুৱাৰ এই সাহিত্য কর্মসমূহৰ বিষয়ে যথোপযুক্ত বিদ্যায়তনিক অধ্যয়ন, পর্যালোচনা হোৱা দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। তেওঁৰ মঞ্চ আৰু অনাতাঁৰ নাটসমূহৰ প্রকৃত বা সাধাৰণ বিশ্লেষণো হোৱা অদ্যাপি পৰিলক্ষিত নহ'ল। প্রণিধানযোগ্য যে, চন্দ্রধৰ চমুৱাৰ সমাজ বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ, উপন্যাস, চুটিগল্পৰ লগতে নাটকসমূহৰ উপযুক্ত অধ্যয়ন, গৱেষণা হোৱাৰ প্রয়োজন আছে। তেওঁৰ অনাতাঁৰ নাটসমূহত প্রকাশিত ভিন্ন দিশ সম্পর্কেও সঠিক অধ্যয়ন হোৱাৰ যথেষ্ট প্রাসংগিকতা আছে।

০.০১ পূর্বকৃত অধ্যয়নৰ সমীক্ষা ঃ

অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটকৰ পৰম্পৰা আৰু বিকাশ সম্পর্কে কিছু পৰিমাণে গৱেষণামূলক অধ্যয়ন হৈছে যদিও চন্দ্রধৰ চমুৱাৰ অনাতাঁৰ নাট সম্পর্কে অদ্যাপি কোনোধৰণৰ বিদ্যায়তনিক অধ্যয়ন, গৱেষণা হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। অৱশ্যে, চমুৱাৰ ভিন্ন সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে দুই-এক পৰিচয়মূলক আলোচনা হোৱা দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। প্রস্তুত গৱেষণা কর্মটিৰ লগত আনুষংগিকভাৱে জড়িত বিভিন্ন প্রবন্ধ, গৱেষণা গ্রন্থ আদিৰ সমীক্ষা দাঙি ধৰা হ'ল -

পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে সম্পাদনা কৰা *অসমীয়া নাটক ঃ পৰম্পৰা আৰু পৰিবর্তন* (২০০৮) শীর্ষক গ্রন্থখনত অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটকৰ এক পৰিচয়জ্ঞাপক পর্যালোচনা সন্নিৱিষ্ট হৈছে।

অজিত শইকীয়াৰ সম্পাদনাত প্রকাশিত *ছশ বছৰৰ অসমীয়া নাটক পৰম্পৰা আৰু পৰিৱর্তন* (২০০৮) গ্রন্থখনত অৰুণ শর্মাৰ 'আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ অনাতাঁৰ নাটৰ আদিছোৱা'

specific causes which might have incited them to do so. So "chorus all" broods over the issue: "Why did they? Why did they? Why?" (CP 171). Still then Muslim reactionaries like Javed and Bobby have not relented. Javed is always keen to fight. He challenges Bobby with the words, "You want to fight…? O kay, lets fight" (CP 176). However, Javed is looted and "they" snatch away Javed's watch. Javed and Bobby are petrified. The Hindu fundamentalist's threat:

"Kill the sons of swine! Kill the sons of swine" (CP 178).

They beat Javed and Bobby with lathi. As the young Muslims sneak into the house of Ramnik Gandhi, they "pound at the door" menacingly (CP 179).

In the past during the holocaust of the Partition, Ramnik's grandfather was killed by the Muslims (CP 179). So, Javed fears that the Hindus would haunt them down, would prey upon them. So the Hindus have been frenzied enough to "harm" them. So the "chorus all" denounces the passion "inflamed passions" (CP 181) of the vandalists: "Thwart them. So we may live in peace". Yet stones are pelted and glass is broken by the maniacs (CP 183). They threaten to butcher the Muslim seekers of shelter/protection in the house of Ramnik. Ramnik refuses to hand over Javed and Bobby to the ferocious "hunters". He advises, "…we should at least try to be civilized" (CP 184). So in Final Solutions, Dattani has made a vital point, "nonverbal assault/ aggression", for that matter, physical violence is never an act of the civilized. That is why, hurling a stone at a house/ at somebody is not a hallmark of one being civilized. So the "stone throwers" (CP 191) are not civilized, none the threats given by them are marks of civilization. Hence both the "offenders" and "victims" (CP 195) should not blame their respective violence "on other people" (CP 198). Really, violence is in the "mind". So Ramnik has said, quite wisely:

You have violence in your mind (CP 198).

2.3. *Tara*

Nonverbal assault is one of the products of "turbulent emotions" (CP,323). Hence "a mere description" of it is "helplessly inadequate" (CP 323). That is why, a demystificatory analysis needsto be attempted. In Tara, Roopa is a snobbish shrew. Since Tara is friendly with Prerna and Nalini, she is not happy with Tara. So she advises Tara to avoid them because they are not really upto their standard and so won't understand Tara's erudite jokes. Evidently she has put Prema and Nalini under her "elite gaze". And so she is a perpetrator of nonverbal assault/ aggression. She "crinkles her nose in disgust"(CP 339). Bharati has not appreciated

Roopa's snobbery. So she "with an element of stern-ness" (CP 340) explains to Roopa how Tara is distinctively different from others, even from Roopa. And Roopa "nods violently". Again she has taken recourse to a non-verbal attack. So Tara calls Roopa a "horrible creature" because she is "ugly" in her mind (CP,369). Roopa is basically violent and that is why, she has not bothered "to hurt other people". So in Tara, Dattani has showed that persons who are bent upon hurting other people are personally violent in their words, thoughts, and actions and do give a vent to their violent temper in non-verbal expressions.

2.4. *Seven Steps around the Fire:* An Expose

Dattani's Radio play *Seven Steps around the Fire*, being an artefact on/about crime and punishment, is a criminologists' delight. Hence persons like Uma bask in the glory of being the penologist-on-duty. That is why, it is quite logical to explain violence, in general, and physical violence in particular, in "Seven Steps around the Fire", with the help of Uma and hence from Uma's angle of vision. It is alleged that Anarkali has killed Kamla. And Anarkali has pleaded "not guilty". The world led by Mr. Sharma and Suresh doesn't trust Anarkali, but Uma is sceptical. She inquests and proves that Anarkali is honestly innocent and Sharma has got Kamla murdered to ensure that his son Subbu does not get a chance to marry Kamla, the hijra-beauty. Hence, no doubt, there is an orgy of gender-related violence in "Seven Steps around the Fire". And that is why it can't be much of a critical problem to unravel the impact of nonverbal physical violence in this grim story of investigative style.

Anarkali has been non-cooperative with Uma, right from the initial stage of the inquest. And s (he) fears that she might be killed. Kamla has been subjected to severe kind of assault, grievous assault "with a butcher's knife", her face has been scarred (CP15). Kamla has been burned to death. Salim has threatened Anarkali and Champa. Mentally disturbed after the murder of his Kamla, Subbu has committed "suicide" (CP 42). So Seven Steps around the Fire begins without a note of crime/ violence, but ends with a grimace on two innocent lives, that of Kamla and that of Subbu.

2.5. *Thirty Days in September*

If Seven Steps around the Fire, is a criminologists' delight, *Thirty Days in September* is a (post) feminist's nightmare. However, by being based on a dark and mysterious crime, it is basically a tangled web of acts of violence both verbalized and non-verbalized. So to bring home the honour and pain apparent in the traumatized lives of Mala and Shanta,

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol. - 6 No. - 2, July, 2019
pp, 71-83

Writings of Black Box: A Radio Play by Chandradhar Chamuah

Chandan Jyoti Chutia
Research Scholar, Dept. of Assamese, Dibrugarh Univ., Dibrugarh, Assam.

Abstract:

Chandradhar Chamua has greatly contributed to the dramatic writings in Assamese. He has enriched the literary world of Assam by his multidimensional creativity. He with his minute observation has written a number of stage dramas, one-act plays and radio plays . Most of his plays have reflected different aspects of social life of Assam. A number of radio plays of Chamuah have been broadcast by the All India Radio, Dibrugarh. One such "New House on Old Foundation" has bagged in the manuscript category. Chamuah's another significant radio play Writings of Black Box records fast changing life in Assam in the last part of twentieth century. The play too reflects how the wind of capitalism has swept away and jeopardized the life of Assamese people. Objective presentation of currents and cross-currents of events and incidents happening in the life of contemporary Assamese people has made this play one of the most successful one. Even though Chamuah's writings have contributed for an objective and incisive look into contemporary life, not much has been discussed on his literary output. This paper is prepared to have an analytical and critical study of Chamuah's one of the most acclaimed radio play Writing on the Black Box

Keywords: *Radio play, capitalism, ideals, conflict, reflection.*

০.০০ প্রস্তাৱনা ঃ

অসমৰ শৈক্ষিক আৰু সাহিত্যৰ ক্ষেত্রখনক স্বকীয় চিন্তা আৰু কর্যণেৰে যথাসাধ্যে আগবঢ়াই নিবলৈ যত্ন কৰা ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত চন্দ্রধৰ চমুৱা অন্যতম। বিংশ শতিকাৰ পঞ্চাছৰ দশকৰ আৰম্ভণি বর্ষটোত ঢকুৱাখনাৰ বান্তৌ গাঁৱৰ এটি কৃষক পৰিয়ালত জন্ম গ্রহণ কৰা চমুৱাই গভীৰ সমাজ-বীক্ষাৰে অসমৰ বৌদ্ধিক জগতখনক অন্বর্থভাৱে সমৃদ্ধ কৰি থৈ গৈছে। যাতায়াত আৰু

L. Kompf, Michael (Eds), *Teacher Thinking and Professional Action.* Routledge: Oxford 189-200

6. Loewenberg-Ball, D. & Cohen, D. (1996). "Reform by the Book; What is?: Or Might be: The role of curriculum materials in teacher learning and instructional reform". *Educational Researcher,* Vol 25, No., 9.6-14
7. Woodward, A., & Elliot, D.L.(1990). "Textbook use and teacher professionalism". In D.L. Elliot & W. Arthur (Eds.) *Textbooks and schooling in the United States* (pp.178-193). Chicago: University of Chicago Press.
8. Sosniak, L.A. & Perlman, C.L. (1990). "Secondary Education by the Book". *Journal of Curriculum Studies,* 22(5), 427-442.
9. Stodolsky, WS. (1989). *The Subject Matters.* Chicago: University of Chicago Press.
10. Freeman, D.J. & Porter, A.C. (1989). "Do textbooks determine the content of math instruction in elementary schools?" *American Educational Research Journal,* 26, 403-21.
11. Pandey.S, "Human Rights Awareness of Teachers and Teacher Educators".(2005) http://www.hurights.or.jp/pub/hreas/10_02/16HR% 20 Awareness% 20of%20 Teachers%20 and% 20Teacher %20 Educators.pdf
12. Osaka: HURIGHTS OSAKA, "Assessing Knowledge of Human Rights Practices in Malaysian Schools"(2005) http://www.hurights.or.jp/pub/hreas/8/14MalaysianSchool.htm
13. Nagaland Post, 11.09.2007.

***

one has to pay at least as much attention to nonverbal assault as to the verbalized physical violence, in Thirty Days in September.

In Thirty Days in September, "the abuser" (CPII, 4) appears to be powerful. He is the male perpetrator of physical violence. Really, there are two-abusers- one being the brother of Shanta, and the other being Mala's uncle Vinay. Again, in this play, violence has not been anticipated in the beginning. Shanta has never anticipated that her own brother would abuse her both physically and sexually. Similarly Mala has been victimized because of her inability to see through the surface of respectability and love/concern of her "uncle". To make their helplessness more arresting and shocking, Dattani has applied a magic mix of non-verbal physical violence with sharply articulated expressions suggesting physical violence. That is why, the man thrusting out his "pelvis in an imposing manner" (CPII, 11) is a powerful image suggesting nonverbal assault. Critiqued in the context of the pelvis-engendered trauma of both mother and daughter, this image suggests that nonverbal assault in the playtakes very little time to switch into a well-accented act of violence. Strangely, Deepak has also taken the posture of the man thrusting out his pelvis but he is not an abuser. So it is logical to conclude that what makes a nonverbal assault more menacing is not the act itself but the point of its origin. So Mala's acts of nonverbal assault, such as bowing and hitting the man "in the crotch" (CPII, 19) are more arresting and effective. That is why, neither the audience misses their impactful impact nor the man remains unaffected (he has run off ""yelping").

2.6. *The Big Fat City*

The *The Big Fat City* is a Dattani dark satire, in which Dattani has flexed his "creative muscles" (Me and My Plays, 145) to assess the impact of nonverbal aggression vis-a-vis Verbal Violence. Yet it is not a "morbid Dattani play" (Me and My Plays, 168). In *The Big Fat City*, Niharika has been "looking daggers at Murli" (164). And she has been able to rattle him. However, by being "a serious play" (Me and My Plays, 168), it unravels how acts of violence do not really help. So Puneet has advised Anu not to fight but he himself has strangled Kailash. When he finds Kailash sprawling naked on the bed in their bed room, he fails to control his anger. So his ASPDs (Antisocial personality disorder) surface and he strangles Kailash to death. He screams while strangling and Kailash screams while being strangled. Hence the bitonality of the act of screaming suggests that unless appreciated against the backdrop of the context of its happening, nonverbal assault loses much of the load of its lethality. Niharika, also out of vindictive anger commits an act of

nonverbal assault. She threatens Puneet by pulling out "a large kitchen knife" (Me and My Plays, 186) and darting "into the bed room brandishing the knife" (Me and My Plays, 186). By threatening, Niharika, much like the man Sailesh has referred to, has committed an act of nonverbal assault.

Rahul has been a victim of nonverbal aggression. As he has tried to knock down the cameraman (Me and My Plays, 223) a goonda has also perpetrated nonverbal assault to injure him. The goonda has broken his "little finger" (Me and My Plays, 231) after threatening to break his arm. So Rahul has been "traumatized" (Me and My Plays, 233). Hence Rahul has personal experience of nonverbal assault.

2.7. Uma and the Fairy Queen

In the radio play, "Uma and the Fairy Queen", Dattani has also articulated nonverbal aggression. That is why, it is appropriate to begin the probe with an analysis of the modus operandi of "some ruffian in the bazar" (CP II, 425) and Uma, "no more sleuthing around" (CP II, 427). In this play of crime, Michael Forsyth is kidnapped. Before kidnapping him, hehas been "pushed into a car" (CP II, 429). So, there is some kind of "destructive chemistry" (CP II, 430) among the perpetrators of violence, including nonverbal assault, and their cohorts. So there is some sort of a tangled web between the active instruments of violence.

3. Conclusion:

Thus Mahesh Dattani's plays like *On a Muggy Night in Mumbai, Final Solutions, Tara, Seven Steps around the Fire, Thirty Days in September, The Big Fat City* and Uma and the Fairy Queen can been studied from the perspective of Nonverbal assault/aggression. The inferences drawn from the study of are:

i) Non-verbal aggression crops up like herpes (2.1),
ii) Non-verbal assaultis never an act of the civilized (2.2),
iii) Persons who are bent upon hurting others invent alibi and ruses to resort to Nonverbal Assault (2.3),
iv) Dattani has not simply demystified the progeny of evil of the Nonverbal Assault but also has showed the beauty of peace, amity, tolerance and love (2.4),
v) What makes anonverbal assault/ aggression more menacing is not the act itself but the point of its origin (2.5),
vi) ASPDs (Antisocial personality disorder)boost one's vulnerability to the crime of committing all sorts of violence, including Physical Violence, nonverbal assault, Partner Sexual Violence (PSV) and others (2.6) and

rights need to be encouraged in proper ways. From the school level till the higher education level, efforts need to be made to practice human rights in the educational institutions. The different activities related to human rights and celebration of international days needs to be listed in the calendar of events at all levels of education. There needs researches on curriculum materials and their suitability and efforts need to be made to have orientation of curriculum at different levels. Researches need to be promoted on the areas related to human rights with the help of Nagaland State Women's Commission. At the last, but not the least, Nagaland is a place where human rights have been violated for quite a long time and the state needs the State Human Rights Commission to improve here status of human rights awareness and education. This may enable and promote various human rights activities in the state.

Thus, training the teachers on human rights education is very important to bring human rights home through the students' learning not only 'about' human rights but also 'for' human rights.

References :

1. Horsley, M. & Laws, K. (1993). Textbooks aren't terrible. Textbook use in the classroom: The gap between theory and practice. Australian Teacher Education Association Conference. July, Perth: Australia.
2. Horsley, M. (2001). Emerging institutions and pressing paradoxes. In M. Horsley, (Ed.), *The Future of Text Books*? Research about emerging trends. TREAT. 35-52
3. Horsley 2009,
4. Loewenberg-Ball, D. & Cohen, D. (1996). "Reform by the Book; What is?: Or Might be: The role of curriculum materials in teacher learning and instructional reform". *Educational Researcher,* Vol 25, No., 9.6-14
5. Loewenberg-Ball, D. & Feiman-Nemser, S. (2005). "Using Textbooks and Teachers' Guides: What beginning elementary teachers learn and what they need to know". In Denicols, Pam.,

problems, both academic and otherwise, fearlessly and 89.4% admitted that there was cordial relationship between teachers and students, only 4.3% of the stated that they had celebrated International Human Rights Day that was one of the events that could create awareness and promote the feeling of human rights. Even a single reason for non-celebration of HRD in their institutions was not justified. Similarly, 42.6% schools/ colleges did not have students' unions, associations, clubs, etc. and the available unions, associations, clubs,…in the remaining 57.4% institutions were under different tribal/community names and could be a way to promote communal feelings rather oneness.

Some of the responses of teachers are cited here which show their knowledge and their understanding of, attitude and feeling towards human rights education and practices.

"We don't encourage formation of any students' union/ associations…"

"I am not aware of human rights since we don't have the subject"

"We don't celebrate International Human Rights Day as it is not listed in the school/college calendar of events"

"The students are not matured enough to understand human rights at this stage"

"Science and technology is only beneficial for our life and not human rights"

Conclusion:

Almost two decades have been completed since the Declaration of Human Rights Education, but still the dark of ignorance exists and the world is looking for a dawn. There is still a long way to go ahead when we look back of what we have covered yet but only a little distance. For the effective implementation of human rights, teachers should be equipped with skills and empowered with knowledge but in the state of Nagaland still many teachers are untrained and there were few thousands teachers appointed in the year of 2012. Thus untrained teachers having a minimum chance of being trained within a short period of time limit and therefore, inclusion or non-inclusion in the teacher education curriculum is not going to give much immediate effect upon the teachers' quality to teach or practice human rights. Thus well planned curriculum materials on human rights need to be provided that would not only help students but also the teachers. If the appointed teachers are having chances of being trained, in teacher training courses human rights need to have a place and also as there needs a serious concern on a dearth of in-service training on human rights education The teachers who undertake courses on human

vii) There is some kind of "destructive chemistry" among the perpetrators of nonverbal assault and their cohorts, abetters (2.7)

Hence it is apt to state that Mahesh Dattani has excelled in his craft/art of theatrically ideating non-verbal assault in his plays as interpreted with reference to some of his plays. In other words, he has very efficiently aestheticized or articulatednonverbal assault/ aggression in his plays.

Works Cited:

Dattani, Mahesh. *Collected Plays.* New Delhi: Penguin Books, 2000. Print.

_____. *Collected Plays.* Vol.II. New Delhi: Penguin Books, 2005. Print.

_____. *Me and My Plays.* New Delhi: Penguin Books, 2014. Print

***

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol. - 6 No. - 2, July, 2019
pp, 46-55

Status of Women in Islam: Theory-Practice Dichotomy

Shirtaz Begam Laskar
Assistant Professor, Janata College, Kabuganj

Abstract:

It is generally argued that the Quran and the Hadith have offered mental and spiritual equality to men and women alike. A deeper theoretical study of the Quran shows that it is a very humane document and through the ethical and religious preaching or teaching of the Quranic verses Islam tried to liberate the human beings in general and women in particular from various evils and odds of lives. But this positive theoretical aspect of the Quranic verses filled with immense hopes and aspirations gets a tough counter when contrasted to the status of women's lives in the society. Questioning the big gap between the theory and practice is an urgent necessity against this backdrop. The present paper attempted to highlight upon the status of women in Islam in the light of both the textual prescriptions (of Quran and Hadith) and the actually practiced norms. The far cry between the virtual status assigned in Texts and the actual status enjoyed by women in Islamic society unconditionally affirms the patriarchal bias existing in it.

***Keywords**: women, Islam, Education, Marriage, Inheritance*

1. Introduction

It is generally argued that, the Quran and the Hadith (ethical guides of Muslims), while recognizing the universal dignity of human lives have offered mental and spiritual equality to men and women alike. It is also said, that in the Pre-Mohammedan stage the convention of treating women as „things. was quite prevalent. The usual practice was to treat her not as equal to man but as lesser human beings. With the advent of Islam through Prophet Muhammad a new age of hopes and aspirations emerged. As recorded by the historian like Syed Ali,1 W.M.Watt [2] and others, there are evidences which show that the religion as led by the

instructional materials to effective teaching and improve the quality of education" (Verspoor in Farrel & Heyneman, 1989:52). Thus, learning materials are an integral part of curriculum development and a means of promoting both good teaching and learning. Human rights in the form of Fundamental Rights and Directives of State Policy are engrained in the text books from the elementary and secondary level text books but 36.2% teachers could not list even two fundamental rights. Would this mean that they understood human rights are different from those fundamental rights of our Constitution?. Here, the integrated approach to human rights in the fundamental rights did not give adequate effect even on the teachers' knowledge on human rights. This requires little modification in curriculum materials by extending fundamental rights to human rights enshrined in the UDHR. By this, without burdening the students and occupying too much space human rights could be placed in the curriculum and in the minds of teachers. Nagaland Board of School Education's introduction of human rights in the curriculum at the higher secondary level was an appreciable act in promotion of human rights in 2000. But, provision of bare UDHR had not given much effect as giving information would not fulfil the purpose of human rights education. Curriculum materials provided on human rights should have been more explanatory and elaborative for the teachers. Contents related to environment were found at different levels of schooling and in different subjects and overlapping of contents was found at the same level too in different subjects. Since 2010, in General Foundation Course prescribed for the classes 11 and 12 students had been replaced with environmental education. In this textbook if contents, which had been already a part at lower levels, are not repeated still there could be found space for including human rights. As such, it requires proper orientation and co-ordination from different boards of school education in designing the curriculum materials. Human rights is a part of B.Ed course but that is not a part of core papers but as an elective subject. Similarly, as 13'many of NHRC staff do not have much knowledge about human rights' our teachers' human rights knowledge level is low as placement of human rights in the curriculum and curriculum materials is not adequately done. Universities need to have human rights as a separate discipline at the degree and master's degree level.

Practices Promoting/infringing Human Rights

The inefficiency of human rights education is further added with the prevalent practices and attitude of teachers. Although it is an encouraging factor that 85.11% teachers found their students free in expressing their

found the teachers lacked the awareness of even basic human rights which were integrated in textbooks.

Reasons for Low Awareness:

The responses indicate that 53.2% teachers had pre-service exposure to human rights education and for in-service exposure 14.9% from those53.2% were preferred or others did not show any interest or efforts were not taken for imparting training to those who were untrained. When there are quite good number of teachers untrained and efforts were not taken or shown less interest or opportunities, the curriculum materials related to human rights could have little relief. But, human rights which was a part of school curriculum at higher secondary level as a part of internally assessed General Foundation Course had been since 2000 till 2009, was replaced by environmental education.

Effectiveness of HRE:

The Universal Declaration of Human Rights, 1948 and other related contents, though a part of school curriculum, only 38.3% teachers were aware of its presence in the syllabus. Had the curricular elements which was less subjected to external scrutiny due to its internal assessment at the institutional level and the extracurricular and co-curricular activities related to human rights been sincerely conducted in the form of celebration of International Days, community activities, formation of students' unions/associations/… more number of teachers could have been aware of the presence of human rights in the curriculum. Thus, it shows the ineffective implementation of human rights education due to its placement in the internally assessed area followed by improper scrutiny mechanism available in finding effective implementation and similar result was found also in other studies for instance … and this is found congruent with a study in which 12Jefferson R. Plantilla concluded in this way "while education policies supporting human rights education are in place, there is generally weak implementation at the school level".

The study, just mentioned, also found that there was a gap between knowledge of human rights and their practice confirmed the findings of other human rights awareness surveys.

Curriculum Materials:

As mentioned elsewhere many teachers rely upon curriculum materials which assist and make their teaching-learning process effective. Research evidenced by the World Banks supports the view that "…considerable contributions [are made by] textbooks and other

Prophet put tremendous efforts for the emancipation of women.s status in the society.

The claim that the Islamic way (of life) was intended to make life simpler and more liberal is stated in the writings of quite a few historians cum believers, commentators or interpreters of the religious texts of Islam. This new way was devised to protect the worth and dignity of human lives in society. The issue of protection of women.s rights thus formed a part of the ethico-religious agenda of Islam, viz., leading good and virtuous life on earth. The textual recommendations not only justified but depicted the way for materialization of the said targeted goal. In addition to which the sayings of Prophet Muhammad also helped in strengthening the base for the defence and protection of women.s rights agenda. The Prophet had love and respect for women and hence tried to give them due recognition to their all sorts of contribution in the life of the society. It is said that the sole mission of the Prophet.s life was to establish a social system where each and every individual would lead an „honoured. life and would be enabled to claim equal social justice. Reflecting on the matter, John Esposito, a notable historian states:

Islam brought a shift in the basis of the social foundation- from blood kinship to fellowship of the community (umma) of believers, from loyalty to the tribe to that of the extended family as its basic unit, and a strong family meant recognition not only of male but of female rights as well. Some of the most important and radical reforms of customary law were those made by the Quran in order to improve the status of women and strengthen the family in Muslim society.[3]

The claim put forth thus is that the religious practices of women and men were basically identical in the initial phase of Islam. Both the sexes received religious education, participated in daily prayers at the Mosque and engaged in worship. But after the death of Prophet Muhammad and especially, after the take-over of Islam by the,, rightly guided. Caliphs[4], women.s status in both religious institutions and broader Muslim culture declined a lot. This decline is attributed to the consolidation of religious power in to the male hands by the orthodox Islamite, which according to them, was supposedly necessitated by Islam.s spread to areas which were more rigidly patriarchal than the Arabian Peninsula.

The present scenario of the Islamic society is far away from its desirable form as prescribed in the Quran. While the egalitarian core of Islam remains quite explicit within the Quran such spirit seems to be completely lacking in the practicing codes of the religion today. The situation has worsened more because of the fact that the attempts for reviving the sexually unbiased character of the religious texts have not

been easily taken by the male-biased Islam, conservatives and the fundamentalists both. But there are many devout, liberalists and protagonists of transformative Islam who think that the un-corrupt versions of the Islam.s primary sacred texts are still recoverable by astute observations.

The deterioration of the status of women in Islamic society has become a matter of serious concern these days. The way Islam is understood and is being handled in to its day-to-day realm indicates how patriarchy has taken over Islam and vitiated Islamic social setup. Concentration of power in the male hands has not only marginalized women.s existence but is depriving them of their basic rights and autonomy too, leaving for them very restricted scope of self-expansion. Thus has emerged two seeming varieties of Islam — one for women and the other for men depicting double standards in respect of the power positions, relational hegemony, matters of procreation or enjoyment of basic rights and dignity etc.

All the inequalities relating to women in the Islamic society with regard to their identity, lower levels of self-awareness, spirituality, sensitivity, subjectivity and autonomy etc., if properly assessed, will be found to be rooted in sex/gender discriminatory framework of the society. In the given context it is pertinent to ask: if the true spirit of the textual source of Islam did not permit any discrimination between men and women at all, how then the discriminatory practices got so easily legitimized and sustained, and that too, in the name of Islam as religion? The entire issue calls for an intensive study of the textual sources on the one hand and reflection on the kinds of the deviation from the prescribed norms on the other.

The position or the status of woman in a society can be best assessed in terms of her entitlement, capability and achievements. What role does she play and is expected or compelled to play in the life of man, in the family, and in the community life in general are indicative of her actual status and limitations both. Hence, an effort is taken to analyse the actual and the virtual status of Islamic woman with reference to certain significant spheres of her life that make her what she is like that of education, family, marriage, divorce etc. The extent of participation of woman in the so-called private and the public spheres and the limits set on the actualization of her human potential would bring out not only the praxis of her existence but also throw light upon the nature and intensity of violence she is subjected to.

Objectives:

1. To assess the teachers' awareness of human rights
2. To identify the school practices promoting and/or violating human rights
3. To analyze the text book contents related to human rights.

Human Rights Awareness:

"It is people's perception that they have rights and that they have them because they are human beings irrespective of any social or other distinction"

Methodology:

A sample of 47 teachers from the eight districts, teaching the higher secondary level of schooling, (approximately 75%; out of 11 districts) were chosen by 'Purposive Sampling' method and administered with the questionnaires. There were 22 institutions chosen out of which 12 higher secondary schools and 10 colleges in which higher secondary level classes were being undertaken.

The contents from social sciences and integrated science from class:8 till 10 and Environment Education prescribed as an internally assessed core subject for classes 11 and 12 were analyzed to see the presence of curriculum materials related to human rights.

Discussion & Findings:

More than three fourth of the respondent teachers (87.2%) had heard the term 'human rights' before the study was undertaken and similarly 76.6% had heard of the National Human Rights Commission. But the percentage considerably become lowered when their understanding level was analysed as only 63.83% teachers could list three or more human rights (Though, many basic human rights are enshrined in our Constitution in the form of Fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy, 53.2% of them could list out some of the roles and functions of the NHRC. Similarly, 72.3% teachers were aware that the environmental issues and human rights issues were closely related to one another but only 42.6% of them could explain how they were related. Though 59.6% teachers favour the inclusion of human rights in the curriculum, 23.6% of those could not state the reasons for the inclusion of human rights. Thus, the above indicates that in spite of a quite good number of teachers had heard of the term human rights (87.2%) and the NHRC (76.6%) their understanding level exhibited was comparatively much less. Similar finding was reported in other studies for instance, 11Pandey, S. 2005,

ignorance and subjugation, is one of the greatest reasons for separation movements and conflicts. Thus, it is imperative to make the people, both the violators and violated, aware of their rights and duties. Thus, this study has been undertaken at the backlight of one of the North Eastern States of India, Nagaland, that has been ridden with conflicts for years and yet to look for a beacon to reach the shore of peace.

Need:

Democracy should prevail in classrooms as propounded by John Dewey and observation of human rights needs to take place there and ultimately to be passed on to the society. Thus the teachers, who are the facilitators of human rights, need to be aware of human rights and need to observe human rights in their classrooms. Practicing of human rights will be possible in schools only when the teachers are aware of human rights and have the commitment to promote human practices in the classrooms. Therefore, it is pertinent to know the teachers' awareness of human rights.

A number of studies have shown (1Horsley and Laws 1993, 2Horsley 2001, 3Horsley 2009, 4Loewenburg-Ball and Cohen 1996; and 5Loewenberg-Ball and Feiman-Nemser, 2005) at the least in Australian and the United Stages that text books are influential in the preparation of new (pre-service) teachers. Curriculum materials also provide potential learning opportunities for the adults who teach them (6Ball & Cohen, 1996). Teachers have long been dependent on text books to help guide their instruction (7Woodward & Elliot, 1990; 8Sosniak & Perlman, 1990; 9Stodolsky, 1989; 10Freeman & Porter, 1989). Thus, after successfully completing the Decade for Human Rights Education, to know the effective imparting, inculcating and practicing of human rights, the curriculum materials need a probe to know the availability and suitability to supplement the teachers' awareness.

The then Secretary General of the United Nations, Kofi Annan in his message for Human Rights Day, 2000 concluded that "We still have a long way to go. Only a few countries have developed national strategies for human rights education. There is a big gap between the promises made under the Decade for Human Rights Education and the resources actually committed"

Human rights is not alone something related to the imparting of knowledge alone but it needs to be practiced in the classrooms. Thus, here is also an attempt made to probe the practices promoting and/or violating human rights.

2. Education

It is sometimes argued that the reasons for educational backwardness of the women in Islamic society lie largely in certain principles and norms of the religion itself. But the contention has been contested by many as well. The contrary thesis is that Islam does not stand against the acquisition of knowledge and education by its believers, men and women alike, and that there is nothing in the texts which prevent women from getting educated. Knowledge and education are not only highly emphasized in Islam but are made integral parts of the religion. Islam encourages its followers for acquiring knowledge of their religion as well as other branches of knowledge. It has been stressed in the Quran that the entire aim of the Divine revelation and the sending of Prophets of humankind is only for the purpose of justifying communication of knowledge. As is expressed in the following verse of the Quran:

In that we have sent among you an Apostle of your own, rehearsing to you our signs and sanctifying you and instructing you in Scripture and wisdom and in new knowledge. Yourselves who recites My messages to you, and purifies you and teaches you that which you did not know. [5]

There are many verses in the Quran which praise learned people and encourage original thinking and condemn unimaginative imitation. This is expressed in the following verses of the Quran:

And such are the parables we set forth for mankind, but only those understand them who have knowledge. [6]

And,

Among all Allah.s servants, who are learned only they fear Him. He is Mighty, Forgiving. [7]

In the Hadith too knowledge and education are highly appreciated and made obligatory on the part of both men and women. The Prophet Muhammad is seen to pronounce thus:

The pursuit of knowledge is incumbent on every Muslim male and female.[8]

It is further prescribed by him:

Go in quest of knowledge as distinct a place as China.[9]

There is no priority assigned to men over women in relation to the right to education. The textual citations thus depict that neither the Quran nor the Hadith prohibit or prevent women from seeking knowledge and having education. Seeking knowledge is rather made obligatory upon every Muslim man and woman. It is expected, therefore, that the religion would keep open the avenues for acquisition of knowledge for all. So,

like their male counterparts, all women are under moral and religious obligation to seek knowledge and to develop their intellect.

For whatever reasons might be, the actual status enjoyed by women at present seems to be far off from the stated Quranic prescriptions. They are prevented from participating in the public life of the community. They are deprived to enjoy their right to acquire knowledge. The general view is that it is sufficient for women to have some awareness of the religious rites and to have memorized some parts of the Quran. Education for women is viewed as being of secondary importance as compared to the task of maintenance of the home and the family. Moreover, female education is viewed as a threat to the traditional customs and the way of life of the society.

The illiteracy of women in Islamic society has figured high in all international rankings[10] and has become a matter of deep concern in most of the third world countries. As a result of lack in basic awareness women are remaining ignorant not only of the public affairs but also of their legal rights in terms of marriage, divorce and inheritance etc. They are enormously cheated, deceived and misled. Lack of education renders them unable to claim and defend their basic rights.

3. Marriage

In Islamic society marriage is considered as a strong bond and a total commitment of a respectable person towards community life and the society at large. This is because marriage is considered essentially as a righteous act and an act of complete devotion. The prophet considered marriage for Muslims as half of their religion because it prevents them from promiscuity, adultery, fornication, homosexuality etc. which ultimately lead to many other evils like slander, quarrelling, homicide, loss of property and disintegration of the family. The idea is explicitly stated in the following Hadith as:

When a person marries, he or she has fulfilled half of his or her religion, so let him fear Allah regarding the remaining half.[11]

According to Islam, family is the nucleus of society and marriage is the only way to bring families in to existence. Islam believes that marriage brings peace and tranquillity of spirit and implants love and compassion between the married partners and these are great supports for one.s worship of God.

In Islamic society women have the right for marital choice. They are at liberty to choose their

prospective partners without any force from the part of the guardians. If forces or pressures are exercised, they have the right to

suggest recommendations for the promotion of human rights in the classrooms by its inclusion in the teacher training courses.

Keywords: *Democracy, higher education, sampling, human practice, human rights*

Introduction:

Destiny of society is, at the most, determined in the classrooms. But the classrooms are animated by teachers and students. School is a miniature society, where, in addition to the exchange of information, socials skills are practiced and developed. For better social cohesiveness in the society an individual's dignity should be given the first place. Subjugation and violations of human rights resulted in great human tragedy in the form of two great infamous World Wars, cold wars and proxy wars. Development, howsoever great, would have no meaning and would be brought to desolation when peace and tranquillity of people are disturbed. This was realized by the world communities and resulted in the formation of the UN and declaration of the 'Universal Declaration of Human Rights'. Declaration itself was not binding, thus gave way to international conventions. But, these laws will go ineffective when people are not aware of their rights. Education has been considered as one of the most powerful tools of creating awareness and social change. This realization resulted in the declaration of the Decade for Human Rights Education (1995-2004) whereby the signatory countries pledged to include human rights in their curriculum from the school level. Teachers take the greatest role in education and thus, they need to be aware of human rights and practice human rights in their classrooms from where changes begin. For this they should make themselves aware of or programs need to be arranged to make them aware of human rights. This study has made an attempt to study the awareness level of teachers on human rights, the school/classroom practices which promote / violate human rights and the availability of curriculum materials on human rights.

Background:

India, a country of unity in diversity, can not remain unified, so longer be diversified in culture and also in conflicts that would threaten her integration and integrity. North eastern region of India, though not in general, is one which has been ridden with conflicts both internal and external. By cohesive social relations and in democratic ways and by bringing peace and brotherhood in true spirit, the problem should be and need to be solved or resolved. Human rights violation, by neglect,

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol. - 6 No. - 2, July, 2019
pp, 62-70

Need of Human Rights Education for Teachers

T. Soundara Pandian
Assistant Professor, Modern Institute of Teacher Education, Lerie Colony, Kohima, Nagaland- 797 001.

Abstract

Destiny of society is, at the most, determined in the classrooms. But the classrooms are animated by teachers and students. School is a miniature society, where, in addition to the exchange of information, socials skills are practiced and developed. For better social cohesiveness, in the society, an individual's dignity should be given the first place. Subjugation and violations of human rights resulted in great human tragedy in the form of two great infamous World Wars, cold wars and proxy wars. Development, howsoever great, would have no meaning and would be brought to desolation when peace and tranquillity of people are disturbed. This was realized by the world communities and resulted in the formation of the UN and declaration of the 'Universal Declaration of Human Rights' and 'Decade for Human Rights Education' to further the goals.

Democracy should prevail in classrooms as propounded by John Dewey and observation of human rights need to take place and ultimately to be passed on to the society. Thus the teachers, who are the facilitators of human rights need to be aware of human rights and need to observe human rights in the classrooms. Practicing of human rights will be possible in schools only when the teachers are aware of human rights and promote human practices in the classrooms. Thus, this study is directed towards assessing the teachers' human rights awareness, assessing the practices in schools/colleges that promote/violate human rights, presence of curricular materials, etc. This research article tries to answer the questions by conducting a survey study that uses 'purposive sampling' method for collecting data using questionnaires and

appeal to the court to redress the wrong. Marriage requires a contract between two equal partners. In the marriage contract, women are to act as subjects rather than objects. The contract is a written legal document *(kabinnama*) between two adults which is made in the presence of two witnesses. The wilful consent of women is considered as important for the validity and effectiveness of the marriage contract. If they are forced or pressurized then the marriage contract would be automatically invalid.

Moreover, women have also the right to stipulate their own conditions in the marriage contract (*khabinnama)*. These conditions include: i) to have a monogamous relationship still they live with their husband and ii) to dissolve the marital bond at their own will if they feel it necessary.

Though in the Quran and in the Hadith women have the right to choose their partners, to sign in the marriage contact and to stipulate their own conditions in the marriage contract, but in practice women scarcely enjoy such freedom. Islamic marriage no longer exhibits those features which the texts speak of. Replacing the Divine laws the conservative sets of beliefs have started governing the attitudes of people towards women and marriage. As a result the status of women in respect of their marital rights is continuously deteriorating. Most marriages that are recently taking place in Islamic society are arranged unions in which girls. consents are not given much importance and in many cases even forces are applied on girls to obtain their consent. As

Aisha Lemu observes:

Now a days educated Muslim girls are having a greater say in the choice of husband, but it is still considered that the parent.s opinion of the boy is of great importance.[12]

According to the Quran and the Hadith, divorced or widowed women have the right to remarry without any shame or denunciation. It is stated in the Hadith as:

A previously married woman is more a guardian for herself than her guardian.[13]

And,

A previously married woman shall not be married till she gives her consent.[14]

In this connection B. Aisha Lemu observes,

A widow or a divorcee however may marry whoever she wishes, presumably because she is considered to have enough maturity and experience to decide for herself.[15]

Though widow or divorcee women have the full rights to take

decision about their second marriage but in the patriarchal social system in many cases widow or divorced women are forced to spend the rest of their lives by nursing the memories of their dead husbands and serving the male members of their families.

4. Inheritance

In Islamic society, women are entitled with the right of inheritance. Quran has allotted a share for women in the inheritance of their parents and kinsmen. Their share is granted by law. It is completely their and no one can have any claim on it. The Quran says:

From what is left by parents and those nearest related there is a share of men and a share of women, where the property be small or large, a determinate share.16

In general circumstance, Islam allots female half the inheritance share available to males who have the same degree of relation to the deceased. The method of division of inheritance is clearly laid down in the following verse of the Quran:

The share of the male is as much as the share of two females.17

This saying of the text may sound odd if taken in isolation from other legislations and appear to be unfair and detrimental to the dignity of women. It has been commonly stated that by giving women half of the share of men the texts have left clear indications that women are not at par with men. But such understanding is based on a fallacy. If it happens to be the case that one sex is receiving the greater or lesser share than the other for one reason or another it has no basis to regard the recipient of the lesser share as inferior.18 In Islamic society the whole issue of inheritance is based entirely on the social and economic contexts and the role or function of a particular sex in the society. In accordance with the verse 4:34 of the Quran men are charged with the maintenance of wife and children of their family and therefore their necessary obligations of expenditure are seen to be far higher than that of women. In Islamic society, women get their share of inheritance not only as daughters, but also as wives. At the time of marriage women receive a considerable amount of money as *Mahr*. The half share that women inherit and the *Mahr* which they receive belong to them alone. Any such money or property which women own is entirely their own and their husbands have no right to any of it. They are free to use, spend or invest it in any way they like.

Though the Quran grants and secures women as far as their right of inheritance is concerned but we see a different picture in reality. The textual prescriptions concerning women.s right to inheritance are violated

- It is helpful to know the strength, weakness and opportunities of an institution.
- It is helpful for overall planning and development processes.
- It is also increases the goodwill of the institution.
- It increases collegiality in the institution.
- It helps in clarifying the role and responsibilities of teachers, staffs and students.
- AAA increases confidence of teachers, students and employees.
- It checks the effective use of public money.
- It will inform the society about the quality of the institution.
- It will encourage the institution to initiate innovative and modern methods of pedagogy.
- It increases intra and inter institutional interactions and also
- Helpful in ranking institution as well as it gives a new sense and direction for the institution.

In a nutshell, it may be said that AAA is important and need of hour for higher educational institution in India. However, the governments, stakeholders, and educational institutions should give more emphasis on the allocation of more budgets in higher education sector and push it to agriculture and rural industry and also focus on the value based education. It is hoped that higher education in India will shine in the days to come.

References

1. AAA, IJRESS 7(1), 1-4
2. Gupta, B. L. (2011): *Academic Audit, Concept.*
3. www.naac.gov.in
4. www.researchgate.net

***

on structured conversation among faculty, stakeholders and peer reviewers. All focuses on common goal to improve and assure quality in teaching-learning and administrative processes which ultimately contribute to the success of the students. However, the key mechanism of AAA is highlighted as follows-

- Who will be initiating the process?
- Who will be the members of auditor's team?
- Are there any specific guidelines for AAA?
- What is the minimum period for audit?
- To whom Peer team will meet?
- What types of questions they will ask?
- What are the areas to be included in the audit?
- To whom the auditor will submit the report?

To answer to the above questions it may be stated that it is a self-motivated and driven volunteering assessment and evaluated process of an institutions which is not actually compulsory, but necessary. Of course, Gujarat is the first state of India which has made AAA is a mandatory for its higher education institutions since 2015 and the Knowledge Consortium of Gujarat (KCG) is acting as nodal agency for the same. Of course, NAAC has not yet framed any specific guidelines for AAA for institutions. However, most of the institutions have been following the same guidelines which are adopted by NAAC for the assessment and accreditation of an institution. It is also observed that some institutions have framed their own guidelines to fulfill their purpose. The assessment and evaluation process is undertaken generally on an annual basis. But, some institutions have taken it after three years intervals also. The members of the peer team generally consist of the faculties who are acquainted with the procedures of the AAA. The members of the NAAC peer team may be invited for same. Further, the educationalists and experts from the industries may also be formed the member of the peer team. The peer team mainly meets the academic and administrative departments and assesses and evaluated the academic, co-curricular and administrative aspects of the institutions based on their preferred guidelines. Finally, the pear team submits their report to the IQAC of the institution. The institution also follow-up the recommendations of the peer team to strengthen their weaknesses and challenges.

There are numbers of benefits of AAA for the institution. As mentioned above it is very important and significant for an institution to assure and maintain the quality of standards. The basic benefits and importance of AAA are mentioned as follows-

and overlooked by Islamic societies and women are discriminated and deprived of their legal rights. As Islamic social system is a male dominated social system so women are weaker in this system and the voices of the weak are always unheard. Strong social pressure is applied on women to renounce their share for the benefit of the immediate male members of the family. This constitutes a gross violation of the Quranic verses concerning inheritance.

5. Agency Status of Women

From the above discussion we get a very gloomy picture of the status of women in the Islamic society. We have seen that there is nothing in the texts which preclude women.s all round development and provide base for the continuation of the discriminatory practices against women. But even then the textual pronouncements have been used and repeatedly cited for as proofs of religious sanctions for subjugation and oppression of women. Denial of woman.s agency in all respects including the moral ones has thus been justified through the misappropriation of the textual content. Hence, from theoretical perspectives, Muslim women have everything within their reach to achieve and accomplish whereas in practice very little is left for them to attain, both in respects of self-sufficiency and proficiency.

As is elsewhere, the explanation for the inferior position enjoyed by women in society are usually sought for in the cultural, sociological, historical and economical cum political conditions of the society as a whole. But true to speak, the foremost and the deep-rooted cause behind the so-called inferiority resulting in extreme backwardness of the Muslim women lies in such beliefs or prejudices which are essentially theological in character. Though the Quran talks about human creation in absolutely egalitarian terms, even then the Muslim men and women believe in the Genesis Story.19 Thus the religious myths and images sow the seeds of difference in the minds of men and women as regards their status in the society and for this reason, even though women, who are at par with men in the sense of being educated, employed, self-sufficient, they suffer from guilt due to these popular religious beliefs or assumptions. In view of which there is dire necessity for recovering the true spirit of the scriptures through their right interpretations and to make the society aware of the message of Islam.

The Quranic tradition endows women with the same status as men. Hence, it is obvious that whatever rights a man would enjoy would remain valid for women too. Even then when discriminations are reality of woman.s life there is every reason to believe that the Quranic sayings

have been grossly misinterpreted to suit the whims of unscrupulous people. These misinterpreted stuffs have later been used to strengthen the base of the oppressive culture of Islamic society. The variations in the Shariah laws and *Fiqh* in case of different nations20 cite proof to the matter of extent to which the textual content can be twisted.

6. Conclusion

The reason why the religious and moral equality affirmed by the Quran and Hadith failed to make its way in the practical spheres of woman.s life is thus not difficult to understand. The rejection of egalitarian values is made a necessity in a socio-cultural set up that already has succumbed to the compulsions of patriarchy. In case of Islam the mechanism of patriarchy has defeated the sublime values proclaimed in the texts and inserted in their place a culture of perennial subjugation and coercion of women. In view of the continuous deterioration of the status of women it can be unhesitatingly stated that patriarchy has completely taken over Islam and so long the latter is not freeing it from that, there is scarcely any hope for women. As subjugation or coercions of women is not intended in the religious texts of Islam, it is not only unjustified on legal and moral grounds but utterly anti-religious too. 16 Ibid, p.94, Verse- 4:32

Notes and References:

1. Ali, S. A. (2000) *The Spirit of Islam*, New Delhi, Kitab Bhaban, p.186
2. Watt, W.M. (2000) “The Whole House of Islam and we Christians with them” in *The Coracle*, Issue 3:51,p.9
3. Esposito, John L. (1975) “Women.s Rights in Islam” in Islamic Studies, vol.14, No. 2, Islamic Research Institute, Islamabad, pp.102-103
4. rightly guided. term is used in the sunni Islam to refer to the first four Caliphs who ruled after the death of the Prophet Muhammad, namely- Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan and Ali ibn Abi Talib.

568 Universities and 11861 Colleges were accredited by the NAAC. Out of which, 1856 (206- universities, 1650- colleges) were awarded as A-Grade institutions. It is also mentionable that the SRM Institute of Science and Technology, Kancheepuram (3.55 CGPA, A Deemed University), Dr. Mahalingam College of Engineering and Technology, Pollachi (3.53 CGPA), Vellurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology, Telangana (3.73) and St. Xavier College, Kolkata (3.77 CGPA) have been awarded A++ institutions of the country till date.

On other hand, the IQAC is an internal administrative body which is responsible for maintaining and assuring internal quality of an institution. Its contribution is significant for an institution in the teaching, learning and evaluation processes. The role and responsibility of IQAC is under as follows-

- State the state of institutional functioning towards the enhancement and maintenance of quality of standards.
- Disseminate various information and awareness.
- Integration of institutionalize various scholastic and co-curricular activities and good practices.
- Provides a sound basis for decision making to improve institutional functioning.
- Optimizes and integrates the modern methods, tools and technologies in the field of teaching, learning and evaluation processes.
- Acts as a support and change agent.
- Plays a significant role in better internal and external communications.
- Facilitates the research and networking services.
- Documented various activities of the institution and also prepares reports.

In a nutshell, it may be said that the IQAC always plays a very crucial and vital role in assuring the quality standards of an institution.

As mentioned above the Academic and Administrative Audit (AAA) is an essential and important process to assure the quality of standards to adopt strategies and functions of the various administrative departments and assessment of policies of higher education institutions which provides scope and platform to introspect the institutions itself about their weaknesses, strengths and opportunities in different aspects of academic and administrative arena. It is a continuous and thoroughly documented process which supports institutional effectiveness. AAA is an independent and self evaluated process, faculty-driven model based

the stakeholders.

On the other hand, to maintain and assure the standard quality in the existing institutions to serve the students and other stakeholders are also not an easy job in the present day context. For example, in one hand country is trying to expand the institutional growth without considering the basic infrastructures, essential facilities, without proper students-teacher ratio and faulty syllabii etc., on the other hand, at the same time it tries to assure the standard quality. Quality is complex phenomenon and a holistic approach based on the perception by individual with different perspectives on products and services is needed. According to Oxford Dictionary 'quality' means degree of excellence. Willa A. Foster stated that quality is never an accident. It is always the result of high intention, sincere efforts, intelligent direction, and skilful education; it represents the wise choice of many alternatives. Quality denotes and includes many things viz. - quality as exceptional, quality as consistency, quality as fitness for purpose, quality as value for money and quality as transformative. Therefore, to attain the standard quality in the tertiary education sector needs lot of efforts in the days to come. It is needless to mention that essentially there are two types of agencies in India who assess and accredit the quality in the higher education institutions, namely, the NAAC (The National Assessment and Accreditation Council) and IQAC (The Internal Quality Assurance Cell). The NAAC is an autonomous body funded by University Grant Commission to assess and accredit higher education institutions. It was established in 1994 in response to recommendation of the National Policy of Education 1986. The present headquarters of NAAC is in Bangalore. NACC assess and evaluate the institution as external body in following aspects.

- Curricular Aspects
- Teaching-Learning and Evaluation processes
- Research, Consultancy and Extension services
- Infrastructure and Learning Resources
- Students Support and Progression
- Governance, Leadership and Management aspects and
- Innovation and Best Practices

Based on the performances of the above aspects, NAAC accesses and accredits an institution generally in every five years. The NAAC is not coming to an institution to access and accredit without the prior invitation from the institution. It is mentionable that although assessment and accreditation is mandatory for general higher educational institutions but a large number of institutions are yet not accessed and accredited their institutions for the first cycle. However, as on 2nd November 2018,

5. Ali, A. Y. (trans.) (1996) *The Holy Qur'an* , Delhi, Adam Publishers and Distributors, p. 26, Verse- 2:151
6. Ibid, p. 483, Verse- 29:43
7. Ibid, p. 527, Verse- 35:28
8. Ullah, R. (ed.) (1987) *Hadith Sharif*, Kolkata , Horof Prokashani, p. 68, No. 508
9. Ibid, p. 68, No. 500
10. hdr.undp.org/en/content/national-human-development-report-2015-ethiopia
11. Ullah, R. (ed.) (1987) *Hadith Sharif*, Kolkata , Horof Prokashani, p. 120, No. 889
12. Lemu,B.A.(1997) *Women in Islam,* Delhi, New Crescent Publishing Co.,P.19
13. Ullah, R. (1987) *Hadith Sharif*, p. 121, No. 898
14. Ibid, p. 21, No. 897
15. Lemu, B. A. (1997) *Women in Islam*, p.19

17 Ibid, p. 90, Verse- 4:11

18 Ahmed, Naseem, (2001) *Liberation of Muslim Women,* p.225

19 Hassan, R. (1988) "Feminist Theology and Women in the Muslim World", in *Dossier 4*, p.34

20 aannaim.law.emory.edu/ifl/legal/India.htm

***

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol. - 6 No. - 2, July, 2019
pp, 56-61

Academic and Administrative Audit- Need of the Day

Kamaleswar Kalita
Department of Geography, Tinsukia College, Tinsukia-786125

Mouchumi Gogoi
Department of Geography, Moran College, Moranhat-785670

Abstract

Academic and Administrative Audit (AAA) is now an essential and integral part of higher education system of India. It is a systematic and scientific method of reviewing and evaluating the quality of academic processes, administrative efficiencies and effectiveness in the higher education institutions to assure and enhance the quality of academic arena as well as overall administrative system. This is a continuous self-introspecting process provides a better platform for quality control and maintain the high standards in the field of higher education. AAA can be done internally and externally and in both of the cases the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) plays a very vital role. Although, NACC has not prescribed specific guidelines and methods for AAA, but almost all the institutions of India has been adopting the assessment and accreditation guidelines of NAAC for this purposes. The present discussion highlights the different aspects of AAA, particularly its importance in the present day context.

Keywords: *development, control, quality, institutions, aspect.*

Introduction

Higher Education system of India has been going through different stages of its development. It always tries to ensure the balance in the development of access, equity and quality. The quality control and upholding is a significant aspect of any education system. Higher Education system of India has also been adopting various strategies and

initiatives to control and maintain the high standard, particularly in the field of higher education from time to time. It needs to mention that UGC has entrusted the responsibility to National Assessment and Accreditation Council (NAAC) to conduct the audit in general higher education institutions of India. At first, the auditing was not mandatory, but after 2015 it was made compulsory for all the higher education institutions of India.

Academic and Administrative Audit (AAA) is now an essential and important tool and process to control, maintain and manage the quality of higher education in India. It provides the scope and platform to introspect the institutions itself about their weaknesses and strengths in different aspects of academic and administrative dimension of their institutions, so that steps may be taken for the betterment of the loophole. AAA is a continuous process to enhance the quality education. The present discussion is highlighting different aspects of AAA, particularly the importance in the present day context.

Objectives

The main objectives of the study are-

i) To understand the basics of Academic and Administrative Audit.

ii) To highlight the importance and significance of AAA in present day context.

Data base & methodology

The paper is based primarily on the secondary data. However, the researcher has observed various functions of IQAC cells of a few colleges to understand the basics and preliminary initiatives of AAA. The open source resources have also been used for the study. Finally, data on various aspects are analyzed to search for the findings of the study.

Discussion & Observations

Indian higher education is the third largest system in the world, next to the US and China. It has presently 846 Universities, 40,026 Colleges, 11,669 Standalone Institutions and about 25 million students are eligible for higher education every year. The Gross Enrollment Ratio (GER) of some corresponding years of the country was 10 per cent in 2004-05, 19.4 per cent in 2010-11 and 25.2 per cent in 2016-17. It is observed that at present Tamil Nadu has the highest GER in the country with 46.9 per cent and Bihar is at the bottom with 14.9 per cent. India set goal to achieve 30 per cent GER in higher education by 2020. The expansion of higher educational institutions for easy access for large number of learners is the need of the hour. However, it will be a herculean task for